Boighar.com

ওয়েস্টার্ন

ক্রোধ ২

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনী

শুভম

SUVOM

BOIGHAR.COM

ওয়েস্টার্ন-৭৪

দুইখন্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

ক্রোধ

(দ্বিতীয় পর্ব)

রওশন জামিল

সয়্যার আহত, পালাচ্ছে।
শেরিফ ক্রু, নিহত।
খুনের নেশা জেগে উঠেছে
ফ্র্যাংক আইভির মাঝে।
সুসানা প্রেমের লড়াইয়ে হারাতে
চাইছে শীলাকে।
আর নির্ভীক বিল শেল সংকল্প করেছে
যেভাবেই হোক লেনকে সে বাঁচাবে।

অসত্য ও উচ্চাভিলাষের বিরুদ্ধে সত্য ও
প্রেমের শক্তি পরীক্ষারই শব্দকল্প এই উপন্যাস।

একুশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.boighar.com

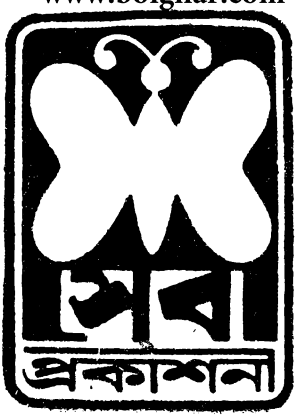

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আসাদুজ্জামান

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KRODH (Part Two)
By Raoshan Jamil

ক্রোধ

(দ্বিতীয় পর্ব)

রওশন জামিল

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at
boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

ওয়েস্টার্ন

ক্রোধ – ২

রওশন জামিল

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

এক

শীলা আর লেন বিদায় নেবার পর রান্নাঘরে ফিরে গেল সুসানা, থালাবাসন ধুয়ে গুছিয়ে রাখতে রাখতে পোর্চের ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে লাগল। ক্রমশ মন্থর হয়ে এল তার কাজের গতি, থেমে গেল একসময়। সিংকের দিকে ঠায় চেয়ে থাকল সে। ভাবনাগুলো হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ কৌতূহলী এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। লিভারির কাউকে পাঠালে যেখানে চলত সেখানে কালির মৃত্যুর খবর দিতে শীলা বার্ডের সরাসরি চলে আসা একটু দৃষ্টিকটু বৈকি। তখন পোর্চে লেন বিল আর শীলার মধ্যে গোপন কোন ভাব বিনিময় হয়েছে যা সে বুঝতে পারেনি। আর এখন তার কথা ভাবতে গিয়ে কালিকে শীলার বাসায় নিয়ে তোলাটাও ওর কাছে গোলমেলে মনে হয়। প্রথমে সে ভেবেছিল এটা জিম ক্রু-র বুদ্ধি। আসলেও হয়ত ব্যাপারটা তা-ই, কিন্তু এর বাইরেও নিশ্চয় কিছু আছে। লেন শীলার খুব ঘনিষ্ঠ, সে জানত না একথা, আর এখন তা আবিষ্কার করে তার মনটা কেমন-যেন দমে গেল।

হাতের কাজ সেরে রান্নাঘরের বাতি নেভাল সুসানা, পোর্চে

বেরিয়ে ঝটপট অন্ধকার ব্যাংকরুমের দিকে এগোল।

দরজায় পৌঁছে থামল সে, নরম গলায় ডাকল, 'বিল।'

তক্ষুনি সাড়া দিল বিল। 'আসছি।'

অল্পক্ষণের ভেতর হাজির হল সে, সুসানার পেছন পেছন পোর্চে চলে এল যাতে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। সুসানা ঘুরে মুখোমুখি হল ওর, জিজ্ঞেস করল, 'লেন কোথায় যাচ্ছে, বিল?'

দ্বিধা করল বিল, তারপর জবাব এড়াবার চেষ্টায় বলল, 'তোমাকে বলেনি ও?'

'না।'

'ভার্গ লি-কে শেষ করতে।'

খুব স্বাভাবিকভাবে কথাটাকে গ্রহণ করল সুসানা। আগেই বলেছিল লেন নিজস্ব উপায়ে এর বদলা সে নেবে। এতক্ষণে সেই উপায়ের স্বরূপ স্পষ্ট হল তার কাছে। কালির মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করেছে সে। যাতে তার এই কাজের পেছনে ন্যায়ের একটা ভিত্তি থাকে। তাই কি?

'জিম ক্রু কী করবে এক্ষেত্রে?' জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'কিচ্ছু না।

'জানি এরকম সাজাই লি-র প্রাপ্য, কিন্তু এও তো ঠিক যে আমরা তাকে খুন করছি।'

'না, আস্তে বলল বিল। 'এক্ষেত্রে ওই আইন খাটবে না, সুসানা। লি না-হয়ে কালির ওই অবস্থা অন্য কেউ করলে তাকেও মরতে হত। ক্রু এতে বাধা দেবে না। ক্রু শেরিফ, নচেৎ সে নিজেই গুলি করত ভার্গকে। পারলে আমিই করি।'

boighar.com

'বুঝেছি,' সুসানা বলল। 'ঠিক আছে। চলি, গুড নাইট, বিল।'

পোর্চ ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে আনমনে কোরালের দিকে এগোয় সে, নিজের ভেতরে চাপা অসন্তোষ অনুভব করে। লি-কে হত্যা করবে, লেন নিশ্চয় একথা শীলাকে জানিয়েছিল। তাই ও বাড়ি বয়ে কালির মৃত্যুর খবরটা দিয়ে গেছে। অথচ লেন তাকে, অর্থাৎ ওর মনিবকে এটা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কথাটা ভেবে সুসানার আঁতে ঘা লাগল। আর কোন মেয়ের সাথে লেনের মাখামাখি আছে কিনা এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই, নিজেকে বলল সে। তাকে শুধু একটা ভাবনাই পীড়া দিচ্ছে: সিক্সটি সিক্সের ব্যাপারে লেনের পরিকল্পনার কথা তার চাইতে বাইরের এক মেয়ে বেশি জানে।

অবজ্ঞার সাথে সে ভাবল, পুরুষ সত্যি এক অদ্ভুত জীব। প্রায়শ তাদের আচরণে সঙ্গতি থাকে না। এখানেও তা লক্ষ করা যায়। এড বার্মাকে অন্যায়ভাবে খুন করেছে এ-সন্দেহে বিল শেলকে নজরে রাখছে লেন, যাতে জিম ক্রু প্রমাণসহ হাজির হলে তার হাতে ওকে সে তুলে দিতে পারে। আবার অন্যদিকে নিজেই রওনা হয়েছে ভার্গ লি-কে হত্যা করতে।

এক নিয়মে মানুষ খুন করা অন্যায়। আরেক নিয়মে শুধু বৈধই নয়, তাতে শেরিফের মৌন সম্মতিও আছে। জঘন্য ব্যাপার, সুসানা সক্ষোভে ভাবল।

হর্স ট্রাফের ওপর ঝুঁকল সে, ঠাণ্ডা পানিতে অলসভাবে আঙুল ডোবাল। ওর ভাবনা বারবার জিম ক্রু-র কাছে ফিরে আসছে। ওদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য, নিদারুণ বিরক্তির সাথে সুসানা

বইঘর.কম

ভাবল, একটাই : বিপক্ষকে এমন কোন ভুলের ফাঁদে জড়ান যার ফলে তারা জিম ক্রু-র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। লেন, আইভি উভয়ের চিন্তা যখন এক তখন এ-ধারণার মধ্যে নিশ্চয় কোন ভিত্তি আছে। এবার ক্রু-কে অবজ্ঞা করতে সচেষ্ট হল সে। বুড়ো-হাবড়া লোক। একলা থাকে। বন্ধু বলতে কেউ নেই। বসে বসে বেতন নেয়। তারপর বাবার মুখে শোনা ক্রু-র বীরত্বের কাহিনীগুলো ওর মনে পড়ল। আরো মনে পড়ল সবাই ওকে কী রকম সমীহ করে। এবং সে বুঝল এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ না-থেকেই পারে না।

ক্যাংক আইভিকে তাহলে গাড্ডায় ফেলবার পথ খুঁজে বার করতে হবে। যাতে ক্রু-র সমর্থন সিক্সটি সিক্সের দিকে চলে আসে। একটা কোন পথ নিশ্চয় আছে, আর তা আবিষ্কার করতে হবে ওকে, কারণ সেই পথেই জয় তার দখলে আসবে।

এরপর, ধীরে ধীরে, বুদ্ধিটা খেলল তার মাথায়। শুরুতে ভাসা-ভাসা চিন্তার আকারে। তারপর ক্রমশ তা দানা বাঁধল। পানিতে সুসানার হাত স্থির হয়ে গেল। ফন্দিটার তাৎপর্য বুঝতে একটু সময় নিল সে, খুঁত বার করতে চেষ্টা করল। পেল না। দারুণ ঝুঁকি আছে এতে। তবে সফল হলে, সিক্সটি সিক্সের জয় অবধারিত। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা তার নিজের বুদ্ধি। লেন, শীলা বার্ড বা বাইরের অন্য কেউ এর কৃতিত্ব দাবি করতে পারবে না।

প্রায় মিনিট দশেক হর্স ট্রাফের সামনে পায়চারি করল সে। শেষমেষ বাড়ির দিকে তাকাল। বিল শেলের সিগারেটের আগুন

boighar.com

চোখে পড়ল তার, এগিয়ে গেল সেদিকে।

পোর্চের কাছাকাছি এসে নিচু গলায় সুসানা ডাকল, 'বিল, একটু শুনে যাও।'

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে সিগারেটটা হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। বিল নীরবে পিছু নিল ওর। ওয়াগন শেডের কাছাকাছি এসে থামল ওরা। স্প্রিং ওয়্যাগনটা বাইরেই পড়ে আছে এখনো। ওটার জিভে বসল সুসানা, একটু সময় দিল বিলকে সুস্থির হবার। ওকে এখন তার আপন মনে হয়, ওর উপস্থিতিতে সে আশ্বস্ত বোধ করে।

'বিল,' একসময় বলে সে, 'টম আর বেইলিকে কতটা বিশ্বাস করা যায়?'

'বেশি না। ওরা এখানে এসেছে স্রেফ আইভিকে ঘায়েল করার আশায়।'

'সে-সুযোগ ওরা পাবে—কিন্তু লেনকে এ-ব্যাপারে কিছু জানান চলবে না।'

'সেটা আলাদা কথা। অসুবিধে হবে না।'

'আগে আমাকে জানতে হবে লেন নয়, ওরা আমার বাধ্য।'

'ফ্র্যাংক আইভিকে আঘাত হানার পথ দেখাও, ওদের দিয়ে তুমি যা খুশি করিয়ে নিতে পারবে,' গম্ভীর গলায় বিল ঘোষণা করল

আর সুসানা, কথাটা বিশ্বাস করে, নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল ওকে

বইঘর.কম

দুই

দিনের প্রথম আলো ফোটামাত্র ঘোড়া নিয়ে ফুটহিলসের আরো গভীর বনানীতে ঢুকে পড়ল লেন। রাতে ঠাণ্ডায় স্লিকার চাপিয়েছিল গায়ে, এখন খুলে ফেলল তা। জিন খসিয়ে রোয়ানকে পিকেট করল ভোরের পাণ্ডুর আলোয়, হাঁটু গেড়ে বসে স্লিকারটা স্যাডলের গায়ে জড়িয়ে বাঁধল। এরপর দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝেড়ে গরম করে নিল শরীর, ঘুম-ভাঙা পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে শুনতে সিগারেট বানাল।

কড়া তামাকের ধোঁয়া সুখদ এক ধাক্কা মারল ওর ফুসফুসে। ম্যাচের কাঠি নেভাল সে, আঙুলে ডলে পোড়া অংশটা ছাই করে ফেলল। তারপর ডানে এগোল, রিজের কাঁধ বরাবর।

একটা গাছের পেছনে উঠে এল সে। সাবধানে কোনা ঘুরে বসে পড়ল গোড়ালির ভরে, নিচের গাছপালায়-ছাওয়া খাড়া ঢাল আর তার ওপাশের প্রান্তরের দিকে তাকাল। সামনের সবকিছু এখন সমতল। ক্যানিয়নের শেষ প্রান্তে বেল র‍্যাঞ্চে ঢোকার পথটা দেখতে পাচ্ছে সে। ইংরেজি ভি হরফের আকৃতি নিয়ে

boiRboi.com

দুটো ওয়্যাগন রোড যেখানে প্রবেশমুখের সাথে মিশেছে সেটাও চোখে পড়ছে।

এখন আর কোন তাড়াহুড়ো নেই তার। কিন্তু কৌতূহল আছে। শীলাকে ডাক্তার পারকিনসন মাত্র দুঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন এগিয়ে থাকার। ওর ধারণা এর মধ্যে ফ্র্যাংক আইভির বন্ধুস্থানীয় সিগন্যালের কেউ একজন কালির মৃত্যুর খবরটা পৌঁছে দেবে এখানে। ফ্র্যাংক আইভি বোকা নয়। ভার্গ লি-কে সে পালাতে বলবে। আর যদি নেহাত মূর্খ না-হয়, লি পরিষ্কার বুঝতে পারবে তার পরিণাম। জিম ক্রু ধরে নিয়ে যাবে তাকে এবং আইভি সাহায্য করার সামান্যতম চেষ্টাও করবে না। ফলে এ-অবস্থায়, সময় থাকতে থাকতে, কেটে পড়াটাই সে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করবে। তবে রাতে সে এ-পথে যায়নি।

লেন জানে বেল হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোবার পথ শুধু এই ক্যানিয়ন। ইতিমধ্যে বেলা বেড়েছে। গাছে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট শেষ করেছে সে। সধৈর্যে তরাইয়ের ওপর নজর রাখছে।

বর্ণহীন রোদ হামা দিয়ে দ্রুত রওনা হল ঢালের নিচে, লেনকে ছুঁয়ে প্রান্তরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবার ক্যানিয়নের মুখে দুজন রাইডারকে দেখল সে। প্যাক হর্স রয়েছে ওদের সাথে। লোক দুটোর একজন লি। আরেকটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল লেন। ওটা শেষ হতে হতে, দুই ঘোড়সওয়ার পুবের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে হারিয়ে গেল। লি তাহলে পুবের রাস্তায় বেঞ্চ থেকে সিগন্যাল ব্রেকের দিকে যাচ্ছে। ফেডারেলস হয়ে সে বেরোতে

বইঘর.কম

চাইছে না জিম ক্রু-র সামনে পড়ার ভয়ে। দ্বিতীয় লোকটার উপস্থিতি লেনকে ধাঁধায় ফেলে দিল। ও নিশ্চয় পার্টনার বা বন্ধু নয়। কার্লিকে যেভাবে মেরেছে এরপর আর লি-র বন্ধু হবে না কেউ। তাছাড়া, এখন কোন লোক ওর পক্ষ নেবার সাহস পাবে না। এতে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। বরং এমন হওয়াই স্বাভাবিক, লি-র কাজের প্রতিদান হিসেবে ফ্র্যাংক আইভি একজন পাহারাদার দিয়েছে, যাতে ব্রেক অবধি সে নিরাপদে যেতে পারে। ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল লেন, সাজ পরাল। পরিস্থিতি বিচার করল। দ্বিতীয় লোকটা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে তাকে। এক মুহূর্তের জন্যেও ওর কথা ভুলে গেলে চলবে না।

স্যাডলে চেপে ফুটহিলস ধরে দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল সে। বেল ক্যানিয়ন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে, প্রান্তর মাড়িয়ে পুবে এগোল। রিজের মাথায় উঠল এক ঘণ্টা বাদে, বহুদূরে কালো কালো বিন্দুর মত তিনটে অবয়ব দেখতে পেল, লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে এখনো পুবে যাচ্ছে। লেন এগিয়ে চলল আবার

তবে এখন মোটামুটি দক্ষিণ ঘেঁষে এগোচ্ছে। লক্ষ্য, বেঞ্চের পুব সীমানার সবচেয়ে কাছের গাছপালা। সে জানে লি এবং তার সঙ্গী ব্যাক ট্রেইল জরিপ করতে জঙ্গলের কিনারে থামবে, তাই নিজে আগেভাগে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে চাইছে।

ঘণ্টা দুয়েক পর উপস্থিত হল সেখানে, ঝটপট একটা ক্যাটল ট্রেইল খুঁজে নিয়ে উত্তর-পুবে এগোল। নাগাড়ে এগিয়ে চলে সে। গম্ভীর ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে, এই উটকো

boiqhar.com

ঝামেলায় মজা পাচ্ছে না। কিন্তু কাজটা জরুরি, এবং রীতি অনুযায়ী এ-দায়িত্ব তার কাঁধে চেপেছে। রীতিটাই এখানে আসল। ফলে সে যেমন ক্রু-কে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলতে পেরেছে, তেমনি লি-কে সাবধান করে দিয়ে আইভিও সচেষ্ট হয়েছে নিজের হাত পরিষ্কার রাখতে।

মাঝ-বিকেলের কোন এক সময়ে পুবমুখী একটা ট্রেইলের দেখা মিলল। এখানে ঘোড়া থামিয়ে নামল লেন, ট্রেইল জরিপ করল। তিন ধরনের ট্র্যাক রয়েছে। প্রত্যেকটার ছবি মাথায় গেঁথে নিল। বিশেষ করে প্যাক হর্সের নালের ছাপগুলো।

এরপর পুবে এগোল লেন সয়্যার। ট্রেইল পার হচ্ছে না, তবে মাঝে-মধ্যে সাবধানে ফিরে আসছে রাস্তায়। খানিক বাদে আচমকা ভেঙে গেল প্রান্তর। বনানীও পাতলা হয়ে এল। সামনে আর নিচের ছড়ান-ছিটান গাছপালার ফাঁক দিয়ে লেন দেখল এখান থেকে শুরু হয়েছে ব্রেক। কালচে অনুর্বর জমি, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মাটির ঢিবি আর তালগোল-পাকান পাথরের স্তূপ।

ঘোড়া থামিয়ে ধীরেসুস্থে সামনের এলাকাটা জরিপ করল সে। ব্রেক তার অপরিচিত। তবে অভিজ্ঞ মানুষ ঠিক বুঝতে পারবে লি কীভাবে পালাতে চাইছে। ক্রমশ দুর্গম হয়ে দক্ষিণে চলে গেছে এই অঞ্চল। ওদিকেই মরমন সিংকসের ঊষর এলাকা। উত্তরের বসতিগুলো এড়িয়ে চলবে লি এবং সিগন্যালের সাথে যথেষ্ট দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্যে দক্ষিণের জনবিরল এলাকার দিকে যাবে। লেনও সেইভাবে তার পথ বাছাই করল।

লি-র ট্রেইল অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠে না। একেবারে ফাঁকা

বইঘর.কম

এলাকা এটা। ট্রেইলগুলো বিপজ্জনক, অ্যামবুশের উপযোগী। তাছাড়া নরম মাটিতে ওর ঘোড়ার ট্র্যাক রয়ে যাবে। লি ব্যাক ট্রেইল করলে সেগুলো তার চোখে পড়বেই।

ঘুরপথে রওনা হল লেন। মাইল খানেক ভাটিতে রিম থেকে নামার রাস্তা পেয়ে ঝটপট তরাইতে নেমে গেল। বিকেলের শুরুতে মরা একটা ঝরনার পাথুরে তলদেশ ধরে পুবে এগোল সরাসরি, আবার দেখা পেল ট্রেইলের। পরিষ্কার ট্র্যাক রয়েছে এখানে। সোজা দক্ষিণে এগিয়েছে। ঝরনার পাথুরে বুক ঘোড়ার পায়ের ছাপ লুকিয়ে রাখবে এ-আশায় এবার ট্রেইলের ওপাশে গেল সে, ফের দক্ষিণে মোড় নিল।

বেলা এখন পড়ে এসেছে। আকাশে আসন্ন গোধূলির সাজ, নিচে গিরিখাত আর ক্যানিয়নে তার বিচিত্র ছায়া। দিনের গরম কিঞ্চিৎ দূর হওয়ায়, পাখিরা উড়তে আরম্ভ করেছে আবার। আর লেন এখন ওদের দেখছে। দূরে পশ্চিম আকাশ থেকে শোঁ করে নিচে নেমে এল একটা বাজপাখি, কী যেন দেখে নিয়ে ফের উড়াল দিল। ছায়ারা যখন দীর্ঘ হল লেন লক্ষ করল পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে। পানি আছে ওদিকে কোথাও, অনুমান করল সে, ঘোড়া ছোটাল। ছোট ছোট জীবজন্তুও এখন পাখিদের অনুসরণ করছে।

ট্রেইলে আরেকবার নজর বোলাবার উদ্দেশ্যে একটু বাদে সোজা পশ্চিমে এগোল লেন। যখন দেখা পেল ওটার, জরিপ করল মাটিতে নেমে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল একজন রাইডার অনুপস্থিত। চোখা হয়ে ওঠে ওর কৌতূহল। দ্বিতীয় রাইডার

boighar.com

ফিরে গিয়ে থাকতে পারে। কিংবা হয়ত ব্যাক ট্রেইল জরিপ করতে গেছে। আবার, প্রথম লোকটাকে রক্ষা করার জন্যে অন্য পথেও পানির দিকে রওনা হয়ে থাকতে পারে।

দ্রুত মনস্থির করে ফেলল লেন। ফিরতি পথ ধরল ট্রেইলে উঠে, দৃষ্টি সজাগ। অবশেষে সেই জায়গায় পৌঁছল যেখানে দ্বিতীয় লোকটা বিদায় নিয়েছে। কিছুদূর অনুসরণ করে যখন বুঝল বাড়ির দিকে যাচ্ছে সে, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে লেন আবার দক্ষিণে এগোল। এখন সে জানে, সামনে পানির কাছে রয়েছে লি। একা।

সন্ধে ঘনাচ্ছে। এবার নরম মাটির ওপর দিয়ে খানিকদূর এগোল লেন। তারপর সহজাত সতর্কতাবশত স্যাডল থেকে নেমে পিকেট করল ঘোড়াটাকে, পায়ে হেঁটে রওনা হল।

সামনে প্রান্তর ভাঙা। ডানে মোড় নিল সে, সন্তর্পণে এগোল। মিনিট কয়েক পর খাড়া একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠল। ওখান থেকে ওপাশের কয়েকশ গজ এলাকা দেখা যায়। ছোট ছোট মাটির ঢিবি চোখে পড়ল তার। তবে ওইসব ঢিবি আর ওর মাঝখানে রয়েছে পেয়ালামত একটা জায়গা। ওটাই, সে ধারণা করল, ওঅটর হোল।

ডান দিক ঘেঁষে এবার আরো সাবধানে এগোল লেন। যখন সামনের শেষ ছোট্ট রিজটা দেখতে পেল তখন বুকে হেঁটে উঠে গেল চড়াইয়ের কিনারে, টুপি খুলে ফেলল। নড়াচড়া করে না সে, কেবল শোনে। অল্পক্ষণের ভেতর একটা আওয়াজ ধরা পড়ল তার কানে, বুঝল মাটিতে পা ঠুকে ঘোড়া মাছি তাড়াচ্ছে।

আরেকটু ওপরে উঠল সে, ওপাশে তাকাল। বড়সড় অবতল

বইঘর.কম

একখণ্ড জমি। ঠিক মাঝখানে ডিম্বাকৃতির জলাশয়, তার পানিতে উজ্জ্বল নীলাকাশের প্রতিফলন। ডানে, পানির দিকে পেছন করে, পাশাপাশি দুটো ঘোড়া দাঁড়ান। আর এর সামান্য তফাতে একটা বেডরোল আর দুটো স্যাডল মাটিতে পড়ে।

পানির কিনারে হাঁটু গেড়ে বসে এক লোক। পাশেই তার টুপি রাখা। লোকটা পরনের শার্ট খুলতে ব্যস্ত। খালি গা হতেই আধো-অন্ধকারে তার চওড়া সাদা পিঠ জ্বলজ্বল করে উঠল। ওই লোক ভার্গ লি।

হোলস্টারের ফিতে সরাল লেন। রিজ টপকে মন্থর গতিতে নেমে গেল জলাশয়ের দিকে। একটা ঘোড়া ঘাড় ফেরাল ওকে দেখবে বলে। লেন তার উপস্থিতি গোপন করবার কোন চেষ্টাই করল না।

ও দেখে শার্টটা নামিয়ে রাখার জন্যে নড়ে উঠল লি-র হাত। তারপর হঠাৎ থেমে গেল মাঝপথে এবং লি মাথা তুলে কান খাড়া করল।

থামল লেন, বলল, 'উঠে দাঁড়াও, ভার্গ,' অন্ধকারে ওর গলা অস্বাভাবিক রকমের জোরাল শোনায়।

এবার চকিতে কাঁধ ফেরাল লি, এবং চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা। শার্টটা ছেড়ে দিল লি-র হাত, নিঃশব্দে ওটা পড়ে গেল।

লেন ধৈর্য ধরে, লি-কে সাহস সঞ্চয় করার সময় দেয়। উভয়ই জানে বাঁচার তাগিদে এখানে মরিয়া একটা চেষ্টা ভার্গকে করতেই হবে। লি-র লম্বাটে মুখে যুগপৎ ভয় আর হতাশার ছায়া। আগের

boighar.com

মতই সে হাঁটু গেড়ে বসে, সতর্ক কিন্তু নড়াচড়া করছে না।

লেন বলে, 'আমি কিন্তু আর বলব না। উঠে দাঁড়াও তুমি।'

লি-র ডান কাঁধের পেশিগুলো ঝাঁকি খেল আচমকা। লেন পিস্তলের দিকে হাত নামাল। লি ঝাঁপ দিল একপাশে, উপুড় হয়ে পড়ল নুড়িপাথরের ওপর, ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল। কাত হল সে। ঝটপট পিস্তল বার করে গুলি ছুড়ল। লেনের বুলেট বাতাস কাটল ওর মাথার ওপর দিয়ে। লি গুলি ছুড়ল আবার। এটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। এবার পিস্তলের মাছিতে ভার্গের পা দেখতে পেল লেন, তারপর ওর প্রশস্ত পিঠ। নিশানা আরেকটু ওপরে ওঠাল সে, ট্রিগারে চাপ দিল।

নিজের পিস্তলের আওয়াজই কেবল শুনতে পেল লেন। দেখল থরথরিয়ে কাঁপছে লি-র শরীর। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। ওর গলা আর কাঁধ যেখানে মিলেছে সেই জায়গায় বালুতে ধীরে ধীরে লাল একটা পুকুর সৃষ্টি হচ্ছে।

অস্বস্তিভরে নাক ঝাড়ল একটা ঘোড়া। তারপর কবরের নিস্তব্ধতা নামল। লি-র প্রাণহীন দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়াল লেন। এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নিজের বুকের ধুকপুক। বুঝতে পারছে তার সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে আছে।

হঠাৎ নতুন একটা আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ওটা। রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ। কোনদিকে না-তাকিয়ে ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে লাফিয়ে আগে বাড়ল সে। দুকদমও যায়নি এমন সময় কড়াৎ করে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ভয়ে চিঁহি স্বরে গলা ফাটাল কাছের ঘোড়াটা, সামনের দুই পা

বইঘর.কম

তুলে দিল আকাশ পানে। তারপর টাল সামলাতে না-পেরে পেছনে উল্টে পড়ল। ঘোড়াটাকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করল লেন। পারল না। ছিটকে পড়ল মাটিতে, ধাক্কার চোটে ওর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল।

গড়ান দিয়ে হাঁটুর ভরে বসল সে। শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে। গুলিতে আহত ঘোড়ার ছটফটানি শুনতে পাচ্ছে। এবার আড়াল নেবার জন্যে দ্বিতীয় ঘোড়াটার দিকে ডাইভ দিল সে। ওটা ইতিমধ্যে লাফঝাঁপ শুরু করেছে ভয়ে, পিকেটের দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে।

আরেকটা বুলেট ছুটে এল। হিসেব করে মারা। এ-ঘোড়াটাও কাত হয়ে পড়ে গেল লেনের গায়ের ওপর। আবার ভারসাম্য হারাল সে; তবে ঘোড়ার শরীর মাটি স্পর্শ করবার আগেই সরে গেল ওটার নিচ থেকে। পরক্ষণে ঝাঁপ দিল ঘোড়ার পেছনে আশ্রয় নেবার জন্যে। মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ওর শরীর, মনে হল হাড়গোড় বুঝি গুঁড়িয়ে গেছে।

কাত হয়ে পড়ে আছে ঘোড়াটা। পাশেই লেন সটান শুয়ে। মুখ ধুলোয়, নিশ্বাস নেবার সময়ে নাকের ভেতর বালু ঢুকে যাচ্ছে। পরের গুলিটা যখন বিঁধল ঘোড়ার গায়ে তখনো ওটা সমানে পা ছুড়ছিল। ঘোড়ার কেশর ধরে আরেকটু কাছে সরে গেল লেন। ধুলোয় শরীর মিশিয়ে দিয়ে প্রাণপণ প্রয়াস পেল নিজেকে শান্ত করবার। পিস্তলের বাঁটের ওপর চেপে বসেছে ওর হাত, ব্যথা লাগছে। নিশ্বাসের সাথে ঘোড়ার গায়ের বোঁটকা গন্ধে পেট গুলিয়ে উঠছে।

boighar.com

পরবর্তী গুলিটা যখন হল ঘোড়ার দাপাদাপি থেমে গেছে। বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল লেন, ঘোড়ার আরো কাছে সরে গেল। এখন তার মাথায় একমাত্র চিন্তা, রাইফেলধারী আর নিজের মাঝখানে মরা ঘোড়ার আড়ালটা বজায় রাখা। তারপর যখন একটু ধাতস্থ হল সে, বিপদের মাত্রা উপলব্ধি করল।

ধীরে ধীরে কাত হল সে। আবার ছুটে এল গুলি, একরাশ কাঁকড় ওড়াল। লেন আবার সেঁটে গেল ঘোড়ার গায়ে। সাবধানে নজর বোলাল আশপাশে। দেখল পেছনের চড়াইটা এতই খাড়া, গুলি এড়িয়ে টপকান যাবে না।

সে জানে এখান থেকে তাকে পালাতে হবে। রাইফেলধারী যদি আর কিছুক্ষণ এভাবে আটকে রাখতে পারে তাকে, ঘুরে তার পেছনে চলে আসার সুযোগ পেয়ে যাবে সে। ঠাণ্ডা মাথায় ঝুঁকির পরিমাণ বিচার করল লেন। বুঝল এটাই তার একমাত্র পথ। পরবর্তী গুলির অপেক্ষায় রইল সে। একবার গুলি করার পর আবার বোল্ট টানতে একটু সময় লাগবে অদৃশ্য আততায়ীর। আর ওই সময়টুকুরই সদ্ব্যবহার সে করবে। এবারের বুলেটটা ঘোড়ার ঘাড়ের নিচে এসে বিঁধল। পরক্ষণে হাঁটুর ভরে উঠে বসল লেন, গজ কয়েক তফাতে জলাশয়ের কিনারে পড়ে-থাকা অপর ঘোড়াটার উদ্দেশে ডাইভ দিল। মাটিতে পড়ার সময়ে মুহূর্তের জন্যে রাইফেলধারীর টুপির কিনারা দেখতে পেল সে, রিজের মাথার ওপরে জেগে রয়েছে। ফের গর্জে উঠল রাইফেল, তবে দেরিতে। এখনকার জায়গাটা ভেজা। লেন টের পায় ঘোড়ার উষ্ণ রক্ত শার্ট চুঁইয়ে তার গা স্পর্শ করছে।

বইঘর.কম

লেন জানে সে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। রাইফেলধারী রাত নামার অপেক্ষায় থাকবে না। আইভি ফাঁদ পেতেছে, আর সে অন্ধের মত পা দিয়েছে তাতে। বাস্তবতাকে মেনে নেয়ায় মাথা খাটান এবার অনেক সহজ হয় ওর পক্ষে। ঘোড়ার পিঠে পাঁজর ঠেকিয়ে পড়ে থাকে সে, দুপাশেই নজর রাখে। ধীর লয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে সময় আর সেই সাথে গাঢ়তর হচ্ছে অন্ধকার। লেন বুঝতে পারছে এভাবে শুয়ে থাকলে বিপদ বরং বাড়বে। তার এখন নড়াচড়া করা দরকার।

এখন আর কোনরকম রাগ বোধ করছে না সে। পিস্তলে দুটো গুলি ঢোকাল যাতে সবগুলো চেম্বারই ভরা থাকে। লেন দেখতে পায় অন্ধকার জমাট বেঁধেছে আগের চেয়ে। ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে পা জাগাল সে, কোন বুলেট ছুটে এল না। আততায়ী হয়ত আরো সময় নিতে চাইছে। অথবা রিমের এপাশে সরে আসছে।

লেন আর দেরি করল না। উঠে দাঁড়াল তড়াক করে, ঘোড়াটাকে টপকাল। বাঁ দিকে রিমের মাথায় একটা লোককে চোখে পড়ল। অন্ধকারে ভূতের মত লাগছে। সোজা ওর পানেই সে ছুটল। গুলি করল দুবার। দেখল কাঁধের কাছে রাইফেল তুলছে লোকটা, মাজলের মাথায় একঝলক আগুন জ্বলে উঠল, পরক্ষণে কী যেন সজোরে আঘাত করল ওর গায়ে। সে মাটিতে পড়ে গেল। দ্রুত উঠে পড়ল লেন, আবার ছুটতে শুরু করল। দেখতে পেল ফের গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু তার আগেই সে পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল। রিমের পেছনে অদৃশ্য হল আততায়ী। লেন এখন চড়াইয়ে উঠে পড়েছে, জানে তার গুলিতে

boighar.com

ইতিমধ্যে না-মারা গিয়ে থাকলে, লোকটা তৈরি হয়ে বসে থাকবে রিমের ওপাশে। তবু থামল না সে, শুধু কুঁজো হল সামান্য। রিমের কিনারে পৌঁছে ঝাঁপ দিল, পিস্তল সামনে রেখে।

রাইফেলটা যেন প্রায় ওর মুখের ওপরেই গর্জে উঠল। ওট্যার আগুনের ঝলকে অন্ধ হয়ে গেল সে, বুলেটের ঘায়ে একরাশ পাথরকুচি এসে লাগল মুখে। থপ করে উপুড় হয়ে মাটি স্পর্শ করল লেন, তারপর অন্ধ আক্রোশে গুলি ছুড়তে লাগল সমানে, চেম্বার খালি করে ফেলল। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কোন সাড়া আসে না। এক সেকেণ্ড নিশ্চল পড়ে রইল লেন, তারপর বার কয়েক চোখ পিটপিট করে তাকাল ঝাপসা দৃষ্টিতে। মাত্র ছফুট দূরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক লোক।

হাঁটুর ভরে উঠতে চাইল লেন। পারল না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ব্যাপারটা রাগিয়ে তুলল ওকে। আবার চেষ্টা করল, কিন্তু এবার উঁচুও হতে পারল না। বোকা বনে গেল সে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সামনের ওই লাশটার দিকে। লোকটা রেড কেটস।

একটু বাদে হাতের ভরে ওঠার প্রয়াস পেল লেন। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সে হাত নাড়াতে পারছে না। পিস্তল-ধরা হাতটা ঠিক আছে; কিন্তু বাঁ বাহুতে জোর নেই, অসাড় হয়ে গেছে। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল সে, টের পেল বুক আর পেটে গরম আঠার মত কী যেন চটচট করছে। শার্টের ভেতর হাত ঢোকাল লেন। কাঁধ স্পর্শ করতেই ব্যথা অনুভব করল। রক্ত বেরোচ্ছে দরদর করে, গোটা কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে।

বইঘর.কম

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে, পা ফাঁক করে টাল সামলাল। রক্তের ধারা নেমেছে শরীরের একপাশ দিয়ে, পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ লেন দারুণ পিপাসা বোধ করল। রেডের কাছে গেল, লোকটাকে দেখল একমুহূর্ত, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল বেয়ে রওনা হল নিচের জলাশয়ের উদ্দেশে। আশ্চর্য, প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু সোজা রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে। যখন পৌঁছল পুকুরের কিনারে, উবু হয়ে বসল সে। সামনে ঝুঁকে পান করার সময় টের পেল এখন তার গলা বেয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে পানিতে।

পুকুরপাড়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে। হাত রাখল কাঁধে। নিমেষে যেন আগুন ধরে গেল গায়ে। ব্যথায় লেন চোখ বুজল। তারপর এ-ব্যথাই বাস্তবে ফিরিয়ে আনল তাকে। নাগাড়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হবে। শার্ট ছেঁড়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সামান্য নড়াচড়াতে ব্যথা এত বেড়ে গেল, বাধ্য হয়ে হার মানল। ভাবতে লাগল আর কীভাবে রক্তপাত বন্ধ করা যায়।

একসময় উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। লি-র বেডরোল পড়ে আছে যেখানে এলোমেলো পায়ে সেখানে গিয়ে হাজির হল সে। যা আশা করেছিল, ভেতরে খাবারের থলে আছে। আর সেই থলের মধ্যে ছোট্ট আরেকটা থলেতে সামান্য ময়দা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো ময়দা বার করে আনল সে, কলার-বোনের ঠিক নিচেই ক্ষতের মুখে লেপে দিল।

এরপর ব্যাণ্ডেজের আশায় আশপাশে তাকাল, হঠাৎ করেই মনে পড়ল রেডের নাকে পরিষ্কার একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। ময়দার থলেটা তুলে নিয়ে রেডের কাছে ফিরে চলল সে, প্রচণ্ড

boighar.com

অবসাদে পথে থামল দুবার। যখন উপস্থিত হল গন্তব্যে, টেনে চিত করল রেডকে, ওর নাক থেকে ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়ে নিল। এবার ক্ষতস্থানে ময়দার প্রলেপ লাগাল পুরু করে। বেশিটাই আটকে রইল রক্তের সাথে এবং ক্ষরণ রোধ করল প্লাস্টার কাজ করছে এ-ব্যাপারে যখন নিশ্চিত হল, ব্যাণ্ডেজটা সে জড়িয়ে নিল ক্ষতের ওপর। তারপর রেডের শার্টের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে ওই ব্যাণ্ডেজের ওপর রাখল, সবশেষে জামার বোতাম লাগাল।

এবার একটু আরাম করে বসল লেন সয়্যার। ভাল হাতটা হাঁটুর ওপর রেখে মাথা রাখল তার ওপর. চোখ বুজতেই হাজার হাজার লাল-নীল তারাবাতি নেচে উঠল পাপড়ির পেছনে। এখন ব্যথায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তার কাঁধ। দাঁতে দাঁত চাপল সে।

ওই ব্যথার ঘোরেই লেন ভাববার প্রয়াস পেল প্রথম কাজ ঘোড়ার কাছে পৌঁছান। দ্বিতীয়, স্যাডলে ওঠা যা এখন তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে তৃতীয় কাজ, এই জখমের চিকিৎসা করান। আর এখানেই, নিজের অজ্ঞাতসারে, শীলা বার্ডের কথা ভাবল সে।

সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্র করে উঠে দাঁড়াল লেন, এবং সেই শক্তি তাকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তার ঘোড়ার কাছে। জায়গামত পৌঁছে কখন পড়ে গেল সে বলতেও পারবে না, চেতন হল পায়ে রোয়ানের নাকের ঘষা খেয়ে। নড়াচড়া করতেই যেন লক্ষকোটি সুচ ফুটল গায়ে, চোয়ালে চোয়াল ঘষে সে একঝটকায় উঠে বসল। বহু কসরতের পর ঘোড়াকে ফেরাল নিজের দিকে, এক হাতে রেকাব ধরে পা সোজা করল আস্তে আস্তে, স্যাডলের ওপর শরীর ছেড়ে দিল।

বইঘর.কম

বিশ্রাম নিয়েও যখন আরাম হল না এতটুকু, আবার সে ঘোড়ায় চড়বার প্রয়াস পেল। সহজেই ধরতে পারল হর্ন, রেকাবে পা রাখতেও অসুবিধে হল না। কিন্তু পা ওর ভর নিতে চাইল না। একবার চেষ্টা করল, পড়ে যাবার দশা হল। দ্বিতীয়বারে যখন ব্যর্থ হল, অনেক ভেবেও লেন কূলকিনারা করতে পারল না চেষ্টাটা সে কল্পনায় করেছে না শারীরিকভাবে। এখন খানিক আগের কথাও মনে করতে তার কষ্ট হচ্ছে। ঘোড়াটা অস্থির হয়ে উঠেছে, এভাবে ঘুরতে শুরু করেছে যেন প্রভুকে ফেলে দেবে।

শেষমেষ, হর্ন থেকে যখন পিছলে আসতে লাগল হাত, লেন বুঝল এক্ষুনি যা হয় একটা কিছু করতে হবে তাকে। আর নয়ত এখানেই পড়ে থাকতে হবে সাহায্যের আশায় এবং তা আদৌ আসবে না। মরিয়া একটা চেষ্টায় নিজেকে উঁচু করল সে, পেটের ভরে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়ল স্যাডলের ওপর। হর্নের সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল বাহু, ব্যথায় লেন আর্তনাদ করে উঠল।

আর এ-ব্যথাই এমন এক উন্মত্ত অবস্থায় পৌঁছে দিল তাকে, যার শক্তিতে পা ওপাশে নিয়ে গেল সে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে স্যাডলের ওপর নেতিয়ে পড়ল। তবে জ্ঞান হারাল না, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রেইল ধরল।

boighar.com

তিন

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করল লিংক টমস, ব্রাশ কোরালে গিয়ে দেখে এল ঘোড়া ছয়টা আছে কিনা। এরপর গতরাতের মরা আগুনের পাশে বসে ঠাণ্ডা রুটি আর কুসুম-গরম কফি খেল। ভোরের ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে এই হর্স ক্যাম্পে। গায়ে কম্বল জড়িয়ে নিল লিংক। নাস্তা সেরে দিনের প্রথম সিগারেট ধরাল, টানতে লাগল আয়েস করে। এবারের এই স্কাউটিংয়ে আশাতীত ভাল ফল পেয়েছে সে। সুসানার সাতটা ঘোড়ার মধ্যে ছয়টা জড় করতে পেরেছে। ওগুলোই এখন আছে ব্রাশ কোরালে। সাত নম্বরি সম্ভবত ফুট হিলসের ওপরে সল্ট মিডৌতে চরছে। ওটা একটা গোল্ডেন বে, সুসানার নেহাত অপছন্দের ঘোড়া। লিংক জানে ওই ঘোড়া ধরা সহজ হবে না। অবশ্যি সেই অর্থে কোনটিই সহজ হয়নি। ভাগ্যিস পেছনের সপ্তাহগুলোয় সে সজাগ ছিল, নইলে রাউণ্ড-আপ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। দুটো বাদে, সুসানার আর ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল ফেডারেলসের তৃণভূমিতে। সেখানেই এতদিন মহানন্দে চরছিল ওরা।

বইঘর.কম

সুখটান দিয়ে সিগারেটটা মাটিতে ঘষে নিভিয়ে ফেলল লিংক, ছাইয়ের গাদায় নিক্ষেপ করল। বেডরোলের ভেতর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ঢুকিয়ে একটা গাছের গোড়ায় লুকিয়ে রাখল সেটা, তারপর ওর পিকেট-করা ঘোড়ার কাছে গেল।

আধো-আলোয় ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল সে। শীতে কাঁপছে অল্পবিস্তর। নিঃসঙ্গতা দূর করতে শিস বাজাচ্ছে আপনমনে। ডি বারের গড়পড়তা কর্মচারিদের তুলনায় লিংক টমসের বয়স অনেক কম। এখনো নিজেকে ওদের সমান ভাবে না। শিক্ষানবিসি করছে সে, আর এই কাজকর্ম তার বেশ পছন্দের। ফলে সারা বেলা কেটে যায় কাজে-কাজে, বেঞ্চের ঘটনাবলি তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। সব তরুণের যেমন থাকে, লিংকেরও স্বপ্ন আছে। কোন-একদিন, স্বপ্ন দেখে সে, নিজের বাথান গড়ে তোলার জন্যে ছুটি নেবে রেড কেটস। ততদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন বুশ, কিছু করার আগে সুসানার পরামর্শ নেবেন। তখন কোন-এক সকালে সুসানা কর্মচারিদের ডেকে বলবে, 'শোন, আজ থেকে এই লিংক তোমাদের ফোরম্যান। এখন থেকে ও-ই তোমাদের কাজকর্মের নির্দেশ দেবে।'

এটা নিছক স্বপ্ন। কখনো কখনো সুসানার কথাগুলো বদলে দেয় লিংক। অথবা স্থানকাল ভিন্নভাবে সাজিয়ে নেয়; তবে সুসানা সর্বদাই উপস্থিত থাকে স্বপ্নে এবং সে-ই হয় তার মনিব। কিন্তু আজ সকালে স্বপ্নটা নিখুঁত হল না। বলতে কি, গত কিছুদিন ধরেই হচ্ছে না। যেদিন বিকেলে সুসানার মালপত্রসহ ওই মেক্সিক্যান আয়াকে সে রেখে এল সিক্সটি সিক্সে সেদিন থেকে তার

boighar.com

স্বপ্নের এই অপূর্ব রাজ্যটি কেমন-যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। বাংকহাউসের আড্ডা, যা এরই মধ্যে অবিশ্বাস করতে শিখেছে সে, বলছে সুসানা আর জর্জ বুশের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে। কোনকিছু আর আগের মত নেই, লিংক জানে, কিন্তু এরকম একটা দুঃখজনক পরিণতির কথা সে ভাবতে পারে না। তাই স্বপ্নে সুরাহা করে নিল এর : বাবার সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিল সুসানা কিন্তু বুশের অসুখের খবর পেয়ে পাকাপোক্তভাবে ফিরে এসেছে আবার, এবং সিক্সটি সিক্সকে লাইন ক্যাম্পে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুসানা আর ডি বারকে আলাদা করে ভাবতে পারে না লিংক। উভয়কে সে ভালবাসে—বিশেষ করে সুসানাকে।

পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এগোল সে, হণ্ডো ক্যানিয়নের ট্রেইল ধরে। ক্যানিয়নের ভেতরে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়েছে ট্রেইল, ওপরে উঠে গেছে। লিংকের ঘোড়া জিরিয়ে নিতে চাইছিল। কিন্তু লিংক স্পার দাবিয়ে চালু রাখল ওকে। বেশ কিছুটা ওপরে উঠে ডানে বাঁক নিয়েছে ট্রেইল, রিম-রকের কোনা ঘুরে ওপাশে চলে গেছে। অন্ধকার, খাড়া-দেয়াল ক্যানিয়নের ভেতরে তাকাল লিংক। দূরের ঢালে ধূসর একটা খরগোশকে দেখতে পেল আবছাভাবে, ঝোপঝাড় ভেঙে লাফাতে লাফাতে ছুটছে। চারদিক এখন ফর্সা হচ্ছে আস্তে আস্তে। সূর্যে রঙ আছে কিনা দেখতে পেছনে তাকাল লিংক। নেই।

ওপরে ট্রেইল যেখানে সমান হয়ে গেছে সেখানে পৌঁছে অন্যদিকে এগোল সে, অল্পক্ষণের ভেতর গাছপালার অরণ্যে প্রবেশ করল। পথঘাট চেনা থাকায় এগিয়ে চলল স্বচ্ছন্দে, মাঝ-সকাল

বইঘর.কম

নাগাদ সল্ট মিডোতে বেরিয়ে এল। একধরনের লোনা ঘাস জন্মায় এখানে। এই ঘাস জন্তু-জানোয়ার, বিশেষ করে গরু-ঘোড়াদের খুব প্রিয়। সামনে এগোল লিংক টমস, ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজল। গুটিকতক হরিণ আর গরুর ট্র্যাক চোখে পড়ল। ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল মোটে একটা। নালবিহীন ঘোড়া। বে-র পায়ে নাল আছে। লিংক বুঝল এক্ষেত্রে তার অনুমান ঠিক হয়নি। বে আরো ওপরে সরে গেছে।

নিদারুণ বিরক্তির সাথে একটা নালার ধারে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডলে বসে রইল সে। বুঝতে পারছে এখন তাকে কী করতে হবে। কাছেপিঠে পানির বড্ড অভাব, এই অবস্থায় ঘোড়াগুলোকে আরেকটা রাত ব্রাশ কোরালে রাখা চলবে না। আপাতত ওগুলোকে নিয়েই চলে যাবে সে। এবং বে-র জন্যে পরে ফিরে আসবে।

একবার যখন ইতিকর্তব্য স্থির হয়ে গেল, ফিরতি পথ ধরল লিংক। অযথা মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হওয়ায় তার এখন রাগ হচ্ছে। তবে বনের ভেতরটা ঠাণ্ডা, অল্পক্ষণের মধ্যে ওর মেজাজ পানি হয়ে গেল।

বিকেলের শুরুতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে এই সময়ে সে গরুবাছুরের হাঁকডাক শুনতে পেল। থামল লিংক, কান পাতল। শব্দ অনুসরণ করে বুঝল বেশ বড়সড় গরুর পাল ওটা এবং ওদের তাড়িয়ে আনা হচ্ছে। বেল ও ডি বার উভয়ের গরুবাছুর এখন আছে এ-পাহাড়ে। কিন্তু তারা আরো অন্তত একমাস এখানেই থাকবে, তুষারপাত শুরু হবার আগে পর্যন্ত।

boighar.com

কার পাল হতে পারে ওটা ভাবতে ভাবতে সিগারেট বানিয়ে ধরাল লিংক। ওদের চিৎকার এখন ঢালের ভাটিতে শোনা যাচ্ছে, তার বাঁয়ে। তারপর হঠাৎ মেঘগর্জনের মত গুরুগুরু আওয়াজ ভেসে এল। ছুটতে শুরু করেছে ওগুলো। সিগারেট টানতে ভুলে গেল লিংক, নিশ্চল বসে থাকল। অবাক হয়েছে সে। ট্রেইল ড্রাইভে বেরিয়ে কেউ গরু দাবড়ে নিয়ে যায় না। কেননা জানোয়ারগুলো এতে কাহিল হয়ে পড়ে এবং বাজারে ওদের দাম থাকে না।

গাছপালা আছে তাই দৃষ্টির আড়ালে, তবে শব্দটা এখন প্রায় ওর সামনে হচ্ছে। একই সঙ্গে কৌতূহল আর অস্বস্তি বোধ করে সে। থমকে থাকল অনিশ্চিত একটি মুহূর্ত, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে জঙ্গলের প্রান্ত অভিমুখে এগোল। ছুটন্ত গরুবাছুরের পায়ের আওয়াজ ইতিমধ্যে একেবারে সামনে চলে এসেছে। ভেতরে একটা তাগাদা অনুভব করল লিংক, স্পার দাবিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

অল্প পরে পাতলা হয়ে এল বনানী। স্যাডলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাছপালার বাইরে উঁকি দিল সে। রিম-রক হয়ে হগো ক্যানিয়নের ট্রেইল বরাবর ছুটছে পাল, পেছনে পাঞ্চারদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল লিংক, কাছের একটা চড়াইয়ে উঠে ট্রেইলের মাথায় তাকাল। প্রচণ্ড এক অস্বস্তিবোধ কুরে খাচ্ছে তাকে। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে লোকগুলো।

এরপর গরুর পাল দেখতে পেল সে। বাধভাঙা স্রোতের মত ঢালে নেমে, দুজন পাঞ্চারের তাড়া খেয়ে সোজা ছুটছে ট্রেইলের দিকে। ওদের একপাশে আছে রিম-রকের কাঁধ, অপর দিকে

বইঘর.কম

ক্যানিয়নের কিনারা-না রেকাবের ওপর টানটান দাঁড়িয়ে পড়ল লিংক, চেহারায় প্রতিবাদ। ট্রেইলটা মাথার দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, আর গরুগুলো ক্যানিয়নে নামবার ওই সংকীর্ণ মুখ লক্ষ্য করেই ছুটে যাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ড, তারপর লিংক স্বচক্ষে ঘটতে দেখল ব্যাপারটা। পালের এক দিককার গরুবাছুর জায়গার অভাবে টপাটপ পড়ে যেতে শুরু করল ক্যানিয়নের ভেতরে, দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল। অবশিষ্ট গরুবাছুর তবু ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে চলল ট্রেইল ধরে, আর যত সামনে এগোচ্ছে ওরা ততই একধার থেকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে দুশ ফুট নিচে। এখন পূর্ণগতিতে ট্রেইলে ছুটছে ওরা। সর্দার গোছের কয়েকটা গরু বাধা দেয়ার প্রয়াস পেল, কিন্তু ওদেরকে সাথে নিয়ে পেছনের-গুলো হারিয়ে গেল ক্যানিয়নে অতল গহ্বরে।

যেভাবে শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা শেষ হয়ে গেল সব। কেবল পেছনের কয়েকটা গরু থমকে দাঁড়াল তাদের হতভাগ্য সঙ্গীসাথীর অন্তিম চিৎকার শুনে, তারপর ভয়ে পিছু হটল। দুই পাঞ্চারকে এখন দেখা গেল দৃষ্টিপথে। ক্যানিয়নের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা, ভয়চকিত ঘোড়াগুলোকে বশে রেখে নিচটা জরিপ করছে ভালমত।

ভয়ে লিংক টমসের মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে। সাধারণ বুদ্ধি থেকে সে বুঝতে পারছে এমন কিছু তার চোখে পড়েছে যা কারো দেখবার কথা ছিল না। নিষ্ঠুর এ-ঘটনা তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। সিদ্ধান্ত নিল ওই দুই পাঞ্চার আর হতভাগ্য গরুগুলোর

boighar.com

পরিচয় সে জানবে। বনের ভেতর পিছিয়ে গেল লিংক, ঘোড়া পিকেট করে ঘুরপথে দৌড়ে এগোল সামনে। ক্যানিয়নের গভীর থেকে উঠে-আসা আহত গরুবাছুরের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ইতিমধ্যে ভারি হয়ে উঠেছে।

অবশেষে প্রান্তর আর বনানীর সীমানায় শেষ যে-কটি গাছপালা রয়েছে সেখানে এসে পড়ল লিংক। এবার মাটিতে শুয়ে পড়ল সে, বুকে হেঁটে একটা গাছের পেছনে গিয়ে বাইরে তাকাল। অদূরে হাতে-গোনা কয়েকটা গরুবাছুর দাঁড়িয়ে, ক্যানিয়নের দিকে কান খাড়া করে স্বগোত্রীয়দের বিলাপ শুনছে। গরুগুলোর কারণে দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় জায়গা বদল করল লিংক, এবং পরিষ্কার দেখতে পেল দুই ঘোড়সওয়ারকে।

লিংক দেখল, ওদের একজন টম পিবলস। অপরজন বেইলি। আর যে-কটা গরু রক্ষা পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের গায়ে রয়েছে সার্কল সিক্সটি সিক্সের মার্কা।

ক্যানিয়নের ভেতরটা জরিপ করতে করতে সিগারেট বানাল পিবলস, ধরাবার সময় পলক তুলল আধা-ইণ্ডিয়ান বেইলির দিকে। শ্রান্ত দৃষ্টি তার চোখে। অবশ্যি এটাই স্বাভাবিক। সয়্যারের অনুপস্থিতিতে কাজ সেরে ফেলার এত তাড়া ছিল বিল শেলের, মাঝরাতে সে রিলিফে পাঠিয়েছে ওদের এবং সেই সাত-সকালে গরুর পাল নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে।

আহত গরুর আর্তচিৎকার শুনে পিবলসের হাত কেঁপে উঠল। ম্যাচের কাঠিটা দূরে নিক্ষেপ করল সে, অশ্রাব্য একটা খিস্তি করে বলল, 'থামে না কেন শালার হারামিগুলো!'

বইঘর.কম

বেইলি বলল অন্যদিকে তাকিয়ে, 'কাজটা কিন্তু ঠিক হল না, টম।' এই নৃশংসতায় বেইলির ইণ্ডিয়ান সত্তা ক্ষুব্ধ হয়েছে। সে জানে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা পাপ। অন্ধকার চোখে আবার সে তাকাল ক্যানিয়নের গভীরে।

'কিন্তু গরুগুলো তো সুসানার, নাকি?' পিবলস যুক্তি দেখাল।

বেইলি নীরব, মাথা ঝাঁকাল।

'তাহলে নিশ্চয় ওদের নিয়ে যা খুশি করার অধিকার আছে তার?'

বেইলি আবার মাথা দোলায়, কিন্তু পিবলসের কথায় তাদের অপরাধের মাত্রা লাঘব হয় না। কাউকে সোজা মেরে ফেলায় কোন দোষ নেই। দোষ তাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করায়। ওরা দুজনেই জানে, নিচের ওই গরুগুলোর বেশির ভাগ বেঁচে আছে এখনো এবং ওদের ঘাড় পিঠ নয়ত পা ভেঙে গেছে।

হঠাৎ তড়িঘড়ি বলল পিবলস, 'চল, কেটে পড়ি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রেইল ধরে এগোল সে। বেইলি বিনা বাক্যে অনুসরণ করল। ট্রেইলের মাথায় পৌঁছে স্যাডল থেকে নামতে হল ওদের। অতিকষ্টে অস্থির ঘোড়া দুটোকে শান্ত রাখল ওরা, সাবধানে পথ করে এগোল আহত গরুগুলোকে পাশ কাটিয়ে। একবার একটা মরা ষাঁড়কে পথের ওপর থেকে টেনে সরাতে হল পিবলসকে। কাজ সেরে যখন ফিরে এল ঘোড়ার কাছে, সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সমানে খিস্তি করছে পিবলস। শেষ গরুটাকেও পাশ কাটাল ওরা, তারপর ফের ঘোড়ায় চড়ে নেমে গেল ক্যানিয়নের নিচে। তাগড়া ও ভাগ্যবান কয়েকটা ষাঁড় অলৌকিকভাবে একদম

boighar.com

অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিল। তারা দুই রাইডারকে দেখামাত্র লেজ তুলে ছুটে পালাল। ক্যানিয়নের মেঝেয় পৌঁছে থামল পিবলস, বেইলির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কী বলতে হবে মনে আছে তো?' বেইলি যখন নেমে এল নিচে পিবলস জিজ্ঞেস করল। নীরবে মাথা ঝাঁকাল আধা-ইণ্ডিয়ান

'আমরা ক্রু-র কাছেই আগে যাব, যদি সে থাকে। সুসানাও থাকবে শহরে, বলেছে। যা বলবার আমি বলব।'

বেইলি গম্ভীর, মাথা দোলাল। তার সমগ্র অবয়বে ভাষাহীন অথচ বাঙময় প্রতিবাদ।

চার

শহরের বাইরে শেষ-বিকেলে আগাছায়-ছাওয়া গোরস্থানে কালিকে সমাধিস্থ করল ওরা। স্যালুনের জনাকয়েক লোক দূর থেকে লক্ষ করছিল ওদের। শীলা ভাবে কী অদ্ভুত ব্যাপার, যে-পুরুষরা মরণকে ভয় পায় না সেই তারাই এখন এর উপস্থিতিতে সরে থাকছে। সুসানা রয়েছে গোরস্থানে, নিষ্প্রভ কালো পোশাক পরনে ঋজু ও গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। আছে বিল শেল, সুরার প্রভাবে তার চোখ ভয়ংকর রকমের উজ্জ্বল। এবং, আশ্চর্য, জর্জ বুশও এসেছেন। ডাক্তার পারকিনসন হাজির হয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। স্বাস্থ্যবতী হাসিখুশি মহিলা তিনি। এ-তল্লাটের সবার বন্ধু। তাঁর চিরাচরিত কালো পোশাকটি আজকের দিনের ভাবগম্ভীর পরিবেশের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে। বেলের কেউ আসেনি অন্ত্যেষ্টিতে। যদিও ওই র‍্যাঞ্চেই কালি ফ্যানস্টক তার জীবনের সেরা বছরগুলো কাটিয়েছিল।

বাইবেল পাঠের পর স্যালুনের দুজন লোক এগিয়ে এল কবর ভরাট করতে। অন্যরা ফটকের দিকে ফিরে চলল।

boighar.com

শীলার পাশাপাশি হলেন মিসেস পারকিনসন, ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, ফ্র্যাংক আইভির কি একজন লোককে অন্তত পাঠান উচিত ছিল না? কালিকে দশ বছর খাটিয়েছে সে, আবার খুনও করেছে। একটা ঘোড়ার জন্যেও তো মানুষ চোখের জল ফেলে থাকে।'

'ফ্র্যাংক আইভিকে চিনলে আপনি একথা বলতেন না,' শীলা বলল ধীর গলায়।

মিসেস পারকিনসন মাথা ঝাঁকালেন গম্ভীরভাবে। 'ও যদি কখনো অসুস্থ হয়, হার্ভেকে দিয়ে আমি ওকে বিষ খাওয়াব,' বলে সুসানার কাছে গেলেন তিনি।

সুসানা, খেয়াল করে শীলা, ওর বাবার সাথে একটি কথাও বলেনি, কিন্তু শীলার কাছ থেকে ঠিকই বিদায় নিয়েছে।

শীলার পাশে চলে এলেন জর্জ বুশ, 'বললেন, তোমার জামাটা খুব সুন্দর, শীলা। সুসানার নিশ্চয় হিংসে হচ্ছে।'

'আচ্ছা, কারো অন্ত্যেষ্টিতে নতুন কাপড় পরা কি কুরুচির পরিচয়?' শীলা জানতে চায়। 'অবশ্যি হলেও আমি পরোয়া করি না।' এই পোশাক লেনের-দেয়া সেই নীল সিল্কটা দিয়ে বানান; কালিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় আজ সে এটা পরেছে। লেন ছাড়া তার এই মনোভাব কেউ বুঝবে না। কিন্তু সে এখন উপস্থিত নেই যে দেখবে।

ওর প্রশ্নের জবাবে বুশ মৃদু হাসলেন শুধু। মাটি থেকে বিকেলের ভাপ উঠছে। শীলা ভাবে এই গোরস্থানের চেয়ে বিষণ্ন জায়গা আর কিছুই হতে পারে না।

বইঘর.কম

হঠাৎ জর্জ বললেন, 'শীলা, এর খরচ আমি বহন করতে চাই। মানে, কালির অন্ত্যেষ্টির খরচ। তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?' মিনতিভরা চোখে শীলার দিকে তাকালেন তিনি।

'কালি সিক্সটি সিক্সের কর্মচারি ছিল,' শীলা বলল। 'আপনি সুসানার সাথে আলাপ করে দেখতে পারেন।'

জর্জ উত্তর দিলেন না। সামনেই ফটক, তিনি বললেন, 'তোমাকে শহরে পৌঁছে দিতে পারি?' ইশারায় কটনউডের নিচে অপেক্ষমাণ বাকবোর্ডটা দেখালেন।

'ধন্যবাদ,' শীলা বলল।

ওকে উঠতে সাহায্য করে বুশ নিজেও উঠে বসলেন সিটে, লাগাম তুলে নিলেন হাতে। কিন্তু শহরে যাবার সোজা পথ না-ধরে গোরস্থানের পাশ দিয়ে এগোলেন তিনি, বললেন, 'এটা দক্ষিণের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে না?'

মাথা ঝাঁকায় শীলা, বোঝে জর্জ বিচলিত বোধ করছেন। বুশ অলসভাবে তাকিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে, হাতের লাগামে ঢিল পড়েছে। একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, অস্ফুটে বললেন, 'বেচারা কালি ফ্যানস্টক,' তারপর অপেক্ষাকৃত জোরাল গলায় যোগ করলেন, 'আমি নিজে ফাঁসিতে ঝোলাব লি-কে।'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না,' শান্ত কণ্ঠে বলল শীলা।

এক মুহূর্ত ঠায় ওকে দেখলেন বুশ এবং বললেন, 'সয়্যার?' তারপর শীলা যখন মাথা দোলাল গম্ভীরভাবে হাসলেন। 'লোকটা বেশ কাজের, নিজেই সামলাতে পারবে সব।'

'আগে আপনার ধারণা কিন্তু অন্যরকম ছিল,' শীলা মন্তব্য করে।

boiRboi.com

বেদনায় বুশের মুখ ভেঙেচুরে গেল। 'আমি জীবনে অনেক ভুল করেছি, ইয়ং লেডি। সবাই বলে বয়স বাড়লে মানুষের ভুল কমে আসে। আমি বলি, একদম বাজে কথা।'

'ওরা হয়ত সেইসব ভুলের কথা বলে যেগুলো শোধরান যায় না,' মৃদু স্বরে বলল শীলা। 'আমার মনে হয় না আপনি তেমন কোন ভুল করেছেন।'

'করেছি,' জর্জ বুশ বিষণ্ণ, বললেন। 'আমি আমার মেয়েকে হারিয়েছি।'

'সেটাও না-শোধরাবার মত কিছু না। আপনি বরং ওর সাথে কথা বলেন।'

'বলেছি,' জর্জের গলা খাদে নেমে যায়। 'ও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এবার দাঁত বসানর পালা ওর। এবং আমার সাহায্য তার লাগবে না। ডি বারে ওর যা কিছু আছে—বলেছে—সব সে নিয়ে যাবে।'

'আপনি ওর সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছেন।'

'আমি তা স্বীকারও করেছি।'

'সুসানার কাছে?'

'হ্যাঁ।' সিটে গা এলিয়ে বসেছেন বুশ, নিরানন্দ চোখে জরিপ করছেন সামনের রাস্তা।

করুণার দৃষ্টিতে শীলা তাঁকে লক্ষ করে, সুসানার কথা ভেবে সে অবাক হয়। কালিকে নিষ্ঠুরভাবে মারধোর করায় জর্জ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন সুসানাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এরপরও কেন সুসানার এই নির্লিপ্তি

সে বুঝতে পারে না। লেন যদি সুসানাকে জর্জের সাথে দেখা করতে নাও বলে থাকে, সে এমনিতেই দেখা করেছে এবং আঘাত দিয়েছে তাঁকে। এই হৃদয়হীনতার অর্থ শীলার বোধগম্য হয় না। সে ভাবনার রাজ্যে ডুব দেয়।

বাড়ির দোরগোড়ায় ওকে নামিয়ে দিলেন বুশ। সুসানা ধন্যবাদ জানাল তাঁকে। অস্ফুটে জবাব দিলেন তিনি এবং তার পর বিব্রত সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, শীলা, তোমার দেখা হয় সুসানার সাথে?'

'মাঝেসাঝে।'

'সম্ভব হলে ওকে একবার এই বুড়োর কথা বোল। আমি ওর শত্রু হতে চাই না। আমি চাই বন্ধু হতে।'

'নিশ্চয়ই বলব, জর্জ,' শীলা কথা দিল। নীরবে বুশের যাওয়া দেখে সে, নিজের ভেতরে সুসানার প্রতি রাগ অনুভব করে।

অন্ত্যেষ্টির পর, বাগিতে করে সুসানাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিল বিল শেল। সুসানা বলল, 'বিল, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি আসছি।'

হনহন করে রাস্তার ভেতরে এগিয়ে গেল সে, সাইড স্ট্রিট পার হয়ে বনডুর‍্যাণ্টের দোকানে গেল। সিঁড়িতে উঠে যখন নিশ্চিত হল বিল শেল দেখতে পাচ্ছে না, থমকে দাঁড়াল সে। দ্বিধা করতে লাগল। পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একধরনের হ্যাংলামি আছে। খানিকটা অপমানকরও বটে। এখনো ইচ্ছে করলে ভুলে যাওয়া যায়। ভেতরে ঢুকে অন্য যে-কোন জিনিসের খোঁজ করতে পারে

boighar.com

সে। তাহলে কেউ কোনদিন জানতেও পাবে না শুরুতে তার মনে কী ছিল। অথবা আরো ভাল হয়, জিনিসটা বাইরে থেকে আনিয়ে নিলে। তারপর অহমিকা আচ্ছন্ন করল তাকে, এবং ভেতরে গিয়ে কাপড়চোপড় যে-অংশে রয়েছে সেদিকে সে এগিয়ে গেল।

মার্টিন বনডুর‍্যান্ট কাছে এসে স্বাগত জানাল ওকে। সুসানা বিনা ভণিতায় বলল, 'জামার কিছু কাপড় দরকার আমার, মিস্টার বনডুর‍্যান্ট।'

চেয়ার টেনে কাউন্টারের পাশে সুসানাকে বসাল বনডুর‍্যান্ট। নিজের প্রতি আবার ঘেন্না অনুভব করল সুসানা যখন কাউন্টারের পেছনে থরেথরে-সাজান কাপড়ের থানগুলোর দিকে তাকাল।

একসাথে দশ-বারটা থান নামাল বনডুর‍্যান্ট। প্রচ্ছন্ন শিহরন আর আনন্দের সাথে সুসানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল ওগুলো। বনডুর‍্যান্ট ওর কাছে নির্দিষ্ট কোন কাপড় বিক্রির চেষ্টা করছে না। সে ঝানু ব্যবসায়ী, একের পর এক থান সামনে ধরে মেয়েলি স্বভাবকে নিজের পথে চলার সুযোগ দিচ্ছে।

শেষমেষ নীল উৎকৃষ্ট সিল্কের একটা কাপড় হাতে তুলে নিল সুসানা, আর ঠিক তখুনি শীলা বার্ডকে তার মনে পড়ল। বিকেলে ঠিক এই কাপড়ের স্কার্টই শীলার পরনে ছিল এবং এক অর্থে, এখানে তার আসবার কারণও এটাই।

অস্ফুটে সুসানা বলল, 'চমৎকার জিনিস।' ঘাড় ফিরিয়ে থানটা দেখল বনডুর‍্যান্ট, হেসে সায় দিল, 'ঠিক।' তারপর কাউন্টারে হাত রেখে স্মিত মুখে যোগ করল, 'জান, সেদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, সুসানা। গম্ভীর চেহারার এক পাঞ্চার এল দোকানে,

ওই থানের বেশিটাই কিনে নিয়ে গেল।'

নীল সিল্কটা আবার দেখে সুসানা, চেষ্টাকৃত হালকাস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ আউটফিটের লোক?'

'শিপলির, মনে হয়,' জানাল দোকানি, তারপর চুপ করে গেল। হুঁশিয়ার লোক সে, সুসানাকে বিব্রত করতে চায় না।

কাপড়ের ওপর অলসভাবে পড়ে থাকে সুসানার হাত। সে ভাবে, ওই পাঞ্চার নিশ্চয় লেন। শীলাকে তাহলে ও-ই দিয়েছে কাপড়টা। আশ্চর্য, সুসানা এখন স্বস্তি বোধ করে, আর সেই সাথে অসূয়া। বহু প্রশ্নের উত্তর সে এখন পেয়ে গেছে। পুরুষদের সাথে শীলা বরাবর একটু খোলামেলা। কার্লিকে নিজের বাসায় রাখা এবং ক্রু আর লেনের সাথে তার ঘনিষ্ঠতাই এর প্রমাণ পুরুষরা ওকে পছন্দ করে কারণ সে তাদের আনন্দ দেয়। কীভাবে দেয়, তা জানতে চায় না সুসানা। কিন্তু এটা ঠিক, কোন মেয়েকে একজন পুরুষ যখন এ-ধরনের উপহার দেয় তখন বুঝতে হবে সেই পুরুষ ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। আর যে-মেয়ে সেই উপহার গ্রহণ করে সে, আর যা-ই হোক, কারো ঘরনী হবার যোগ্যতা রাখে না। এই উপহার আসলে দেয়া হয়েছে কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধার বিনিময়ে। এ-বয়সে সুসানা পুরুষমানুষ কিছু কম দেখেনি। জানে, পছন্দ না-হলেও, ওদের স্বভাবের এই দিকটা তাকে মেনে নিতে হবে। একজীবনে ওরা করে এসব, কিন্তু বিয়ের পর ছেড়ে দেয়। শীলাকে দিয়ে তার ভয়ের কিছু নেই।

ধূসর-সবুজ একটা সিল্ক পছন্দ করল সুসানা। তারপর কাপড়টা প্যাকেট হতে-হতে মনস্থির করে ফেলল। নিজেকে এখন তার

boighar.com

আত্মবিশ্বাসী মনে হয়। কাপড়ের প্যাকেটখানা হাতে নিয়ে সে বিল শেলের কাছে ফিরে এল।

'বিল, তুমি রাতের খাওয়াটা সেরে নাও,' ও বলল। 'আমার দেরি হবে।'

আবার রাস্তা পার হল সে, এবার ভাটিতে এগোল। স্পেশালের সামনে আধো-অন্ধকারে-দাঁড়ান দুজন লোক ওকে দেখে তাদের টুপির কারনিসে হাত ছোঁয়াল।

শীলার বাসার ঘণ্টা বাজাল সে। শীলাই খুলল দরজা, হাসি মুখে স্বাগত জানাল।

'শীলা, তুমি ব্যস্ত? আমি বোধহয় একটু অসময়ে এসে পড়েছি,' সুসানা বলল।

'এখন কোন কাজ পেলে আমার ভালই লাগবে করতে,' শীলা বলল। ওর হাতের ওই মোড়ক তার পরিচিত, জানে কী আছে ওতে। 'বাইরে কেন, ভেতরে এস, সুসানা।'

ল্যাম্প জেলে জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল শীলা, গল্প করতে করতে সুসানার জামার কাপড় কাটতে লাগল। সুসানাও উদারভাবে সঙ্গ দেয়। যখন লেনের প্রসঙ্গ উঠল ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিল না গতরাতে কোথায় গেছে সে তা ওর অজানা নেই খানিক আগে যা জেনেছে তার আলোকে সে এখন দেখে শীলার আচার-আচরণে একধরনের পেশাদার ভাব রয়েছে। যেভাবে ও কাপড় আর সুসানার অবয়বের তারিফ করল, কোন্ ফ্যাশনের জামা হবে সে-ব্যাপারে একমত হল সুসানার সাথে, পাশাপাশি কায়দা করে পরামর্শও দিল কিছু—তার সবই যেন সুসানার

ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করে তুলল। খানিক বাদে চায়ের পানি চড়াল শীলা। অন্য আর সবকিছুর মত এ-কাজটাও সে এত অনায়াসে সারল, যে, এতেও সুসানা আন্তরিকতার অভাব খুঁজে পেল। তবে ও জানে, শীলার আরেকটি রূপ আছে—তরল শিকারি এবং মোহনীয়—যা পুরুষদের স্থূল অনুভূতিকে আকর্ষণ করে।

মুখে সুচ-সুতো নিয়ে নিবিষ্ট মনে স্কার্ট সেলাই করছে শীলা। আর সুসানা ভাবছে এদিকটায় সে আগে খেয়াল দেয়নি কেন। এর কারণ হয়ত-বা সে মেয়ে মহলের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখত না এবং তাদের আড্ডাকে ঘৃণা করত। এখন তার কাছে এমনকি শীলার সৌন্দর্যকেও অত্যন্ত পেলব আর সুরভিত মনে হয়।

সন্ধের অল্প পরে, চা আর কেক নিয়ে এল শীলা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে খেতে খেতে গল্প জুড়ল। একসময় ও বলল, 'বিকেলে তোমার বাবা আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছেন।'

'আমি দেখেছি তাঁকে,' সুসানা জানাল।

'তাঁকে আমার ভীষণ অসুখী মনে হল, সুসানা।'

'আমিও চাই তিনি অসুখী হন।'

শীলা পলক তোলে। 'কেন?'

'তিনি সুখী হলে সেটা হবে অন্যায়,' চাঁচাছোলা বলল সুসানা। 'সুখ তাঁর জন্যে নয়।' boighar

'কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, তিনি বুড়ো হয়েছেন।'

'আর আমি এখন যুবতী। এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'নিজের ভুলের জন্যে তিনি হয়ত এখন অনুতপ্ত,' যুক্তি দেখায় শীলা।

boighar.com

'হতে দাও,' সুসানার কণ্ঠ শীতল। 'কেউ অনুতপ্ত হলেই তাঁকে ক্ষমা করতে হবে এর কী মানে আছে? আমি এসব বুঝি না, বিশ্বাসও করি না। ভুল করলে তার মাশুল তোমাকে গুনতে হবে। শাস্তির ব্যবস্থাই যদি না-থাকল, ভুল করার মধ্যেও কোন অপরাধ নেই তাহলে, নাকি?'

'মানুষ নিজেই নিজেকে শাস্তি দিতে পারে, সুসানা। আর যখন তা দেয়, সেটাই হয় সত্যিকারের শাস্তি।'

'হতে পারে,' জেদি গলায় বলল সুসানা কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করল না। আর শীলা তা বুঝতে পেরে কাজে মন দিল আবার।

জামার একটি অংশের সেলাই শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে, আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'একটু জিরিয়ে নেবে?'

'এগুলো আমি ধুয়ে রাখছি,' চায়ের সরঞ্জামগুলো দেখিয়ে সুসানা বলল। ট্রে-তে কাপ-পিরিচ তুলছে এমন সময় ডোরবেল এত জোরে বাজল যে সে চমকে উঠল। সুসানার হাতে একটা র‍্যাপার দিয়ে দরজায় গেল শীলা, হুড়কো নামিয়ে কবাট সামান্য ফাঁক করল।

অন্ধকারে একটা পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মিস বুশ আছেন?'

'আছেন।'

'শেরিফ তাঁকে অফিসে ডাকছেন।'

'আমি তাঁকে বলব।' দরজা লাগিয়ে শীলা ঘুরে সুসানার মুখোমুখি হল। দেখল লোকটার কথা সে শুনতে পেয়েছে।

'ওর নাম বেইলি,' সুসানা বলল, কণ্ঠে উদ্বেগ।

'বিল চলে গেছে?' শীলা জিজ্ঞেস করল।

'না, শহরেই আছে।' ঠায় ওকে লক্ষ করে সুসানা। 'তোমার ধারণা শেরিফ বিলকে খুঁজবে?'

'তা যদি খোঁজে, তাকে সে ধরবেও,' নিরাবেগ কণ্ঠে শীলা জবাব দিল।

কাপড় পরল সুসানা, দরজায় যাবার আগে আয়নায় নিজেকে শেষবারের মত দেখে নিল।

'সুসানা, প্লিজ, জিমের সাথে তর্ক কোর না,' শীলা ভদ্রভাবে বলল। 'ও কিন্তু নিরপেক্ষ।'

অস্পষ্ট হাসে সুসানা। অত্যন্ত শান্ত, ধীরস্থির মনে হচ্ছে তাকে। 'না, করব না তর্ক,' সে বলে। 'এও এক ধরনের দাবা খেলা, তাই না? সুবিধা আদায়ের জন্যে সময়ে নিজের লোককেও বিসর্জন দিতে হয়।'

শীলা মাথা দোলাল নীরবে। সুসানা বেরিয়ে গেল। দরজা লাগিয়ে শ্লথ ভঙ্গিতে ঘরের ভেতর ফিরে এল শীলা, মেঝে থেকে অসমাপ্ত জামাটা তুলে নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার: সে জানে দোষী হয়ে থাকলে বিল শেলকে শেষ পর্যন্ত শাস্তি পেতেই হবে। লেন তাই আগেভাগে ওকে সাবধান করে দিয়েছিল। এতে অন্যায় কিছু নেই, শর্তসাপেক্ষে সে নিয়েছিল চাকরিটা। শীলার খারাপ লাগছে কারণ বিল শেলকে সে পছন্দ করে। ভাল লাগে ওর সদা-হাশিখুশি ভাব। এই একটা অপরাধ ছাড়া ওর অন্য সমস্ত অস্থিরতা আর মেজাজকে সে ক্ষমাও করতে পারে। ক্রু-র বিচার লেন আর সুসানার মেনে নেয়া উচিত। তবে

boiRboi.com

এ-ব্যাপারে ওদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। লেনের বক্তব্য, বিল প্রথমাবধি জানে সে কঠিন কাজে হাত দিয়েছে। এখানে ভাবালুতা বা ভালবাসার কোন স্থান নেই। হুকুম মেনে চল, অথবা প্রতিফল ভোগ কর—এই খেলায় এটাই শেষ কথা। কিন্তু সুসানার পেক্ষাপট ভিন্ন। 'সুবিধা আদায়ের জন্যে সময়ে নিজের লোককেও বিসর্জন দিতে হয়'—ওর এই একটি কথায় তা ব্যক্ত হয়েছে নিখুঁতভাবে। সুসানার মনোভঙ্গি নিরাবেগ হিসেবি নির্দয়, জর্জের সাথে ওর ব্যবহারে যার প্রমাণ মেলে। নীতিগত প্রশ্নে সুসানার এই কাঠিন্য প্রশংসা করা যায়, কিন্তু ওর প্রয়োগের ক্ষেত্রটি মারাত্মক রকমের ভুল।

হাতের জামাটা একপাশে সরিয়ে রাখল শীলা। আপনমনে তিক্ত হাসল। হয়ত তার এ-উদ্বেগ অহেতুক; ক্রু হয়ত সুসানাকে ডেকে পাঠিয়েছে একথা বলতে যে বিল নির্দোষ।

চায়ের সরঞ্জাম ট্রেতে গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল সে। শীলা সিংকে কাপ-পিরিচ ধুচ্ছে যখন পেছনের উঠনে একটা ঘোড়া থামবার শব্দ হল। এক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে, ঘোড়ার পায়ের প্রতিটি আওয়াজ আলাদাভাবে চিনবার প্রয়াস পেল।

অল্প পরে ডাইনিং টেবিলের ল্যাম্পটা তুলে নিল সে, পেছনের দরজা খুলে বাইরে গেল। ওর দিকে ঘাড় ফেরাল একটা ঘোড়া, ওটার চোখে সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

বাতি উঁচু করল সে, দেখল স্যাডলে একজন লোক। তারপর আরেকটু এগোতে ওর সারা শরীরে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল। লোকটা লেন। ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রক্তাক্ত

আঙুলে ওটার কেশর খামচে ধরে আছে।

শীলা বাতিটা নামিয়ে রাখে তাড়াতাড়ি। 'লেন, লেন,' বলতে বলতে ছুটে যায় ওর কাছে।

ওর কণ্ঠস্বর শুনে সামান্য উঁচু হল লেন, শব্দ অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল কিন্তু মাথা তুলল না।

দুর্বল গলায় ও বলল, 'আমাকে নামতে সাহায্য কর, শীলা।'

ওর বেল্ট ধরল শীলা। সাবধানে নিজের দিকে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, 'ছেড়ে দাও, লেন। ছেড়ে দাও।'

কিন্তু এবার মনে হয় সত্যি সত্যি জ্ঞান হারাল লেন। এতক্ষণ বোধহয় শুধু ওর কাছে পৌঁছবার জন্যেই ঠিক ছিল, স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়ল সে। ধরে ফেলল শীলা তবে লেনের ভার সইতে না-পেরে মাটিতে পড়ে গেল। হাঁটুর ভরে উঠে বসল শীলা, দেখল রক্ত শুকিয়ে লেনের জামাকাপড় চটচট করছে। কাঁধের কাছে উঁচুমত একটা জায়গা ভিজে উঠেছে নতুন করে।

শীলা টেনে বসিয়ে দিল ওকে। তার পর শান্ত গলায় বলল, 'লেন, তুমিও একটু চেষ্টা কর।' এবার উঁচু হল লেন, আর শীলা ওর বাহুর নিচে কাঁধ দিয়ে ওকে ঠেলে তুলল। দেহের সমস্ত ভার লেন ছেড়ে দিয়েছে। আবার যেন পড়ে না-যায় তাই দেয়াল ধরে ধরে ওকে নিয়ে এগোল শীলা।

কিচেন হয়ে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে এল সে, আস্তে করে বিছানায় বসিয়ে দিল। লেন পড়ে গেল ধপ করে, ঘরের পার্টিশনের সাথে ওর মাথা বাড়ি খেল।

একছুটে রান্নাঘর থেকে বাতি নিয়ে ফিরে এল শীলা, বেডসাইড

boighar.com

টেবিলে রাখল ওটা। লেনের দিকে তাকাল। পাণ্ডুর চেহারা, ধুলোভর্তি দাড়ির জঙ্গলে মুখখানা আরো কাহিল আর অচেনা লাগছে।

ওর পরনের শার্ট ছিঁড়ে ফেলল সে, কিন্তু কাঁধের কাছে এসে দেখল রক্ত শুকিয়ে মাংস আর কাপড় এক হয়ে গেছে। অগত্যা গরম পানি আনল সে, ধীরে ধীরে ভিজিয়ে চামড়া থেকে ছাড়িয়ে নিল কাপড়টা। শীলা দেখল কলার-বোনের ঠিক নিচে গুলি খেয়েছে লেন, ক্ষতের মুখ খোলা, কালশিটে পড়ে গেছে। অসীম হতাশার সাথে ও লক্ষ করে রক্তপাত পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এখনো।

পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে জায়গাটা ঢেকে দিল সে, তারপর লেনের বুটজোড়া খুলে নিল। ওদিকে লেন তখনো মড়ার মত পড়ে। কেবল ধীর লয়ে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কষ্টেসৃষ্টে ওকে লম্বালম্বি করার চেষ্টা করল শীলা। কিন্তু সামান্য নড়াচড়াতেই খিঁচুনি খেল ওর শরীর, গুঙিয়ে উঠল সে, চোখ মেলল। উজ্জ্বল অস্বাভাবিক সে-চোখের দৃষ্টি। ভাষাহীন। শীলা বলল, 'একটু ঘুরে শোও, লেন, তোমার পা দুটো বিছানায় তুলব।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে লেন। শীলা আবার ধাক্কা দেয় ওকে, টের পায় ব্যথায় ওর পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেছে। এরপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, চোখ বুজল। শীলা ওর গায়ে চাদর টেনে দিল।

এবার হাঁটু গেড়ে ওর রক্তাক্ত শার্টখানা কুড়িয়ে নিল সে। ওটার কাঁধ থেকে কিছু একটা খসে পড়ল মেঝেয়। সামনে ঝুঁকে জিনিসটা তুলতে গিয়ে শীলা থমকে গেল। পেছনের সপ্তাহে এই

বইঘর.কম

রক্তমাখা কাপড় দেখে দেখে তার চোখ পচে গেছে, তাই জানে ওটা ব্যাণ্ডেজ। তামাকের ছোপ-পড়া, ডাক্তার পারকিনসনের এই ব্যাণ্ডেজ লেন পেল কোথায় ?

পরক্ষণে চকিতে মনে পড়ে গেল তার। এরকম ব্যাণ্ডেজই না রেড কেটসের নাকে বাঁধা ছিল !

গামলা ব্যাণ্ডেজ আর রক্তমাখা জামা রান্নাঘরে নিয়ে রাখল সে, খিড়কি দরজা খুলে বাইরে বেরোল। শীলা জানে না কেন এ-কাজ করছে কিন্তু তার মনে হয় লেনের ঘোড়াটা এক্ষুনি লুকিয়ে ফেলা দরকার। ওটাকে উডশেডে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে, সামনের পোড়ো জমিটা পেরিয়ে জিম ক্রু-র অফিসের দিকে ছুটল। পরমুহূর্তে গতি কমিয়ে হাঁটতে লাগল। কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে, তাকে জানতে দেয়া চলবে না লেন ওর বাসায়।

বাইরে এসে বেইলির খোঁজ করে সুসানা। কিন্তু সে আগেই চলে গেছে। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, ও ভাবে, এর ফলে সবকিছু বরং স্বাভাবিক দেখাবে।

ক্রু-র অফিস বরাবর কোনাকুনি রাস্তা পার হল সে, কোনা ঘুরে ভেতরে পা রাখল।

মেঝেয় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল ক্রু, সুসানাকে দেখে থামল। ওর জামাকাপড় মলিন, অপরিপাটি। মুখে তিনদিনের না-কামান দাড়ি। দেখে মনে হয় এরই মধ্যে তার বয়স কয়েক বছর বেড়ে গেছে। সেল ব্লকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বিল শেল। আরেক পাশে টম পিবলস আর বেইলি। সবাই নীরব।

boighar.com

'তোমার জন্যে খারাপ খবর আছে, সুসানা,' জিমই নীরবতা ভাঙল আগে।

'বিল তাহলে মিথ্যা কথা বলেছিল আমাদের,' নিখুঁত অভিনয় করল সুসানা, তিরস্কারের দৃষ্টি হানল বিল শেলের দিকে।

'ওর বিরুদ্ধে আমি এখনো কিছু পাইনি। ওটা না।' ইশারায় টম আর বেইলিকে দেখাল ক্রু। 'ওরা দাবি করছে আইভি তোমার পাল স্ট্যামপিড করেছে, রিম-রক থেকে ফেলে দিয়েছে হুণ্ডো ক্যানিয়নের নিচে।'

টম আর বেইলির দিকে আস্তে আস্তে মাথা ঘোরাল সুসানা, কপট বিস্ময়ে তার ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। 'স-ব?'

'দশ-পনেরটা বেঁচে গেছে,' দুর্বল গলায় বলল পিবলস।

'কীভাবে—কী করেছিল ওরা?'

দেহের ভর বদল করল পিবলস, কিন্তু কথা বলার সময়ে স্থির চেয়ে রইল সুসানার চোখে। 'দুপুর নাগাদ ট্রেইলের মাথায় পৌঁছই আমরা, আরেকটু এগোলেই প্রান্তরে পড়ব। ঠিক এই সময়ে আইভি আর তার লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে ছিল ওরা, গুলি ছুড়তে ছুড়তে বেরিয়ে এল। দুটো দলে ছড়িয়ে পড়ল ওরা; একদল গরুবাছুর তাড়িয়ে নিল, অন্য দলটা ধাওয়া করল আমাদের। ওরা দলে অনেক ভারি ছিল, তাই আমরা জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেলাম। পরে ঘুরপথে ফিরে এসে দেখি, ওপর থেকে গরুগুলোকে নিচে ফেলে দিয়েছে। জানই তো, ট্রেইলের শেষ মাথায় ক্যানিয়নের মুখ খুব সরু, একবারে একটার বেশি গরু পার করা মুশকিল; অবস্থা দেখে যতটুকু বুঝেছি

বইঘর.কম

জানোয়ারগুলোকে দাবড়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা, যাতে ধাক্কাধাক্কি করে নিচে নামতে গিয়ে ক্যানিয়নের ভেতর পড়ে যায়।'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সুসানা, হাত বুকের কাছে ভাঁজ করা, চোখ মেঝেয়।

'কে-কে ছিল ওদের দলে?' প্রশ্ন করল ক্রু।

'আগেই বলেছি, শুধু ফ্র্যাংক আইভির কথাই মনে আছে আমার। এটাও হয়ত থাকত না যদি না চিৎকার করে বারবার সে বলত "তাড়িয়ে নিয়ে যাও ওদের, তাড়িয়ে নিয়ে যাও। একটাও যেন বাঁচতে না পারে।" খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা, ফলে সবাইকে দেখবার সুযোগ পাইনি।'

'অন্তত দু-একজনকে তো দেখেছ, নাকি?' বিল শেল জেরা করল।

পিবলস জেদি, মাথা নাড়াল। 'হয়ত দেখেছি, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। শুধু সন্দেহের ওপর কাউকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাতে পারব না।'

একথায় বিল শেলের চোখ কৌতুকে জ্বলজ্বল করে উঠল। পিবলস এমন ভান করছে যেন নিজে ঘা খেতে রাজি তবু সে অন্যায় করবে না। বিল জিজ্ঞেস করল, 'তা, বেইলি, তোমার কী বক্তব্য?'

'আব্রাহামের ওই কালো ঘোড়াটা দেখেছি আমি, তবে ওটার পিঠে অন্য কেউ ছিল।'

ক্রু বলল, 'কিন্তু ফ্র্যাংককে তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি এবং ওর গলাও শুনেছি।'

boighar.com

একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল ক্রু, তারপর সুসানার কাছে এল।

'ফ্র্যাংক এবার সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে, সুসানা। ওকে আর সুযোগ দেয়া যায় না।'

মাথা দোলাল সুসানা, পলক তুলল। পরক্ষণে বাইরের বোর্ডওয়াকে একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেল ওরা এবং তার পর শীলা ভেতরে এসে ঢুকল।

'লেন আমার বাসায়,' একনিশ্বাসে বলল সে, 'মারাত্মক চোট পেয়েছে।' পিবলসের উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল ও। 'টম, তুমি চটপট ডাক্তার পারকিনসনকে খবর দাও একটা। তবে সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।'

সুসানার মনে হল তার হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে গেছে, তারপর হনহন করে সে দরজার দিকে এগোল।

'আস্তে, সুসানা,' শীলা তিরস্কার করল। 'ও যদি লুকাতে চায়, আমাদের উচিত হবে না ধরিয়ে দেয়া।'

কয়েক মিনিট পর, ডাক্তার পারকিনসন যখন এলেন ওরা সবাই তখন শীলার বাসায়। সুসানাকে ডাক্তারের কাছে রেখে শীলা আর জিম ক্রু শোবার ঘর থেকে চলে এল। দেয়ালের গায়ে রান্নাঘরের একটা চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে বিল শেল বসে। তার মুখ গম্ভীর সতর্ক, একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে জিম ক্রু-কে।

ঘরের মাঝখানে থামল ক্রু, সোজা বিলের দিকে তাকাল। 'লেন কোথায় গিয়েছিল, বিল?'

'ভার্গ লি-র পিছু নিয়েছিল ও।'

বইঘর.কম

টেবিলের ওপর পড়ে ছিল লেনের শার্ট। শীলা এগিয়ে গিয়ে ওটার পাশ থেকে রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজখানা তুলে নিয়ে বলল, 'জিম, দেখ তো চিনতে পার কিনা? লেনের কাঁধে আটকান ছিল এটা।'

তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল বিল। ও আর ক্রু একই সাথে ভাল করে দেখল ব্যাণ্ডেজটা। তারপর দুজনেই শীলার উদ্দেশে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল।

'রেড কেটসের ভাঙা নাকে এটা বাঁধা ছিল,' শীলা বলল।

এবার চকিতে বিল শেলের পানে তাকাল ক্রু, আর বিল মৃদু গলায় বলল, 'তারমানে,' একটুক্ষণ চুপ থাকল সে, তারপর স্বগতোক্তির মত করে শেষ করল কথাটা, 'রেড ওকে দান করেনি ওটা, কেড়ে নিতে হয়েছে—আর তা নেবার একটি উপায়ই ছিল।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড ওর দিকে চেয়ে থাকল ক্রু, তারপর মন্তব্য করল, 'ফ্র্যাংক আর রেড তাহলে এক মতলবেই ছিল।'

ডাক্তার পারকিনসন দরজায় এসে বললেন, 'শীলা, তোমাকেও আমার লাগবে।'

শীলা ভেতরে গেল। ক্রু আধপাক হেঁটে রান্নাঘরের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গালে জোরে জোরে হাত ঘষল সে, অখণ্ড নিস্তব্ধতার মাঝে ওর খোঁচা-খোঁচা দাড়ির খরখরে আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল।

'তাহলে এবার?' বেপরোয়া সুরে জানতে চাইল বিল।

ক্রু দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'আমি ফ্র্যাংককে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি।' বিলের উদ্দেশে তাকাল সে, ধূসর চোখে নিপট বিস্ময়। 'ও উন্মাদ হয়ে গেছে, বিল।'

boighar.com

'বরাবরই তা-ই ছিল,' বিল বলল রাগত সুরে। 'আমরা তোমাকে আগেও বলেছি একথা।'

ক্লান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল ক্রু এবং বলল, 'টম আর বেইলিকে দিয়ে সুসানাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। বলবে সে যেন ওখানেই থাকে। আর ফ্র্যাংককে নিয়ে আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে। লেনকে একা ফেলে কোথাও যেয়ো না। আমি আইভিকে ধরার আগেই আইভি ওর খোঁজে আসতে পারে।'

'কথাগুলো কাকে বলছ?' বিল জিজ্ঞেস করল।

ক্রু-র চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তারপর 'কাউকে না,' বলে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

বাড়তে বাড়তে তার অস্থিরতা এখন অসহনীয় পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। ফলে আজ ভোর থেকে শিকারি বাজের মত মুখিয়ে আছে সে। তিনদিন হয়ে গেল, রেড ফিরে আসেনি। ওদিকে ক্রু এখনো বাইরে। এ-দুটি ঘটনা ধৈর্যের পলকা সুতোটাকে ছিঁড়ে ফ্র্যাংক আইভিকে তাড়িয়ে স্যাডলে নিয়ে তুলেছে। জ্যাক বেন্টারকে গতকাল রেডের ট্রেইলে পাঠাবার পর অন্তত শ-বার তার ইচ্ছে হয়েছে ঘোড়ায় চেপে নিজেই চলে যায় ব্রেকের সেই ওঅটর হোলে। উপরন্তু সেবারের যাত্রায় লি-র সঙ্গে যে গিয়েছিল, সেই জেস মুরকেও সে না-হলেও পঞ্চাশবার জেরা করেছে। ফ্র্যাংক নিশ্চিত কিছু একটা ঘটেছে রেডের। মারাত্মক কোন গোলমাল হয়ে গেছে তার পরিকল্পনায়।

কাক-ভোরে সিক্সটি সিক্সে এল ফ্র্যাংক, দূর থেকে বাড়িটাকে লক্ষ করল। এত দূরের জিনিস দেখা সম্ভব নয় তবু সে কাছে যাবার ঝুঁকি নিল না। লেন সয়্যারকে যদি একটু দেখতে পেত তাহলেও সে অনুমান করে নিতে পারত ব্রেকে কী ঘটেছে। সরে

এল সে, উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলল কিছুক্ষণ, তারপর ডি বারের রাস্তা ধরল। হয়ত জর্জের কাছে রিপোর্ট করেছে রেড। যদিও তা হবার সম্ভাবনা কম। তবে এখন সবে সকাল, তার গিয়ে খোঁজ নিতে বাধা নেই।

যেমন চিন্তা, জোরকদমে ঘোড়া ছোটাল সে, পরক্ষণে ধৈর্যের গুরুত্ব মনে পড়ে যাওয়ায় রাশ টেনে হাঁটার গতিতে এগোল। স্যাডলে সে ঋজু ভঙ্গিতে বসে, নির্দয় ব্যবহার করছে ঘোড়ার সাথে।

আমেরিকান ক্রীক পার হবার সময়ে সুসানার বড়াইয়ের কথা মনে পড়ল তার। আজ সকালে যেসব জায়গায় সে গেছে সেগুলোর মালিকানাই দাবি করেছিল সুসানা। তবে এখন ওগুলো আর তার পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ ক্রু যখন বিল শেলের দোষের নিশ্চিত প্রমাণসহ হাজির হবে, সে আর এক মুহূর্ত সময় দেবে না সুসানাকে। কেবল এই একটি আজুহাতের আশায় সে এখনো ধৈর্য বজায় রেখেছে। এরপর পয়লা চোটে খতম করবে সয়্যারিকে এবং তারপর সুসানাকে বেঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ভাবনাটা পুলকিত করে তাকে, কিন্তু এর পাশাপাশি একধরনের শঙ্কাও সে বোধ করে। বলতে কি, ইদানীং সুসানার কথা ভাবলেই এই শঙ্কা তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। সিল্কটি সিল্ককে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার পর সুসানার দেমাগ আর জেদ কি হার মানবে? নাকি সে বশ্যতা স্বীকার না-করা অবধি বারবার তাকে এভাবে সবকিছু জয় করে নিতে হবে? কেন-যেন ফ্র্যাংকের বিশ্বাস হয় শেষ পর্যন্ত এরকমই কিছু একটা ঘটবে। তবে এই একটি ক্ষেত্রে সে

বইঘর.কম

অধৈর্য হবে না সুসানাকে তার চা-ই।

উইলো-ঘেরা ক্রীক আর এর পাড় ছেড়ে সামনে এগোল ফ্র্যাংক। দূরে একদল ঘোড়া দেখতে পেল সে, রাস্তা ধরে তার দিকেই আসছে। কাছে এসে ঘেসো জমিতে নেমে গেল ঘোড়াগুলো, আর ফ্র্যাংক দেখল লিংক টমস ওদের পাহারায় আছে। রাশ টানল সে।

পাশাপাশি হল লিংক, গম্ভীর গলায় বলল, 'হ্যালো, ফ্র্যাংক।' দায়সারা ভঙ্গিতে নড করল আইভি।

'রেড তোমাদের ওখানে, লিংক?' জানতে চাইল সে।

'রাতে তো ছিল না,' লিংক বলল। 'অবশ্যি আমি অনেক আগে বেরিয়েছি। ভোরে এসেছে কিনা বলতে পারব না।'

এ-খবরে ফ্র্যাংক অবাক হল না। অলসভাবে ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাল সে, দেখল ওগুলো সুসানার। ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল, 'ওদের আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, লিংক?'

'সিক্সটি সিক্সে।'

অস্পষ্ট হাসল ফ্র্যাংক, বলল, 'অযথা সময় নষ্ট।' তারপর অবজ্ঞাভরে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সামনে এগোল। জর্জ বুশের সাথে কথা বলার মত রুচি তার এখন নেই। জর্জ কী ভাবছে বা বলল তাতে ওর এখন কিস্যু যায় আসে না। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ফ্র্যাংক, প্রান্তরের ওপর দিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল।

দুপুর নাগাদ বেল ক্যানিয়নের প্রবেশমুখে পৌঁছল সে। পাহারাদার তাকে দেখতে পেয়ে ফুটহিলস থেকে নেমে এল দ্রুত।

ফ্র্যাংক এগিয়ে গেল লোকটার দিকে, রাস্তার আরেক পাশে

boighar.com

মিলিত হল ওরা। পাহারাদার বলল, 'ক্রু খানিক আগে ভেতরে গেছে।'

'আহ,' তৃপ্তির সুরে বলল ফ্র্যাংক। 'ঠিক আছে।' এবার ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল সে, অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়ল র‍্যাঞ্চে। দেখল ক্রু-র ঘোড়াটা কটনউড ঝাড়ের নিচে বাঁধা আছে।

দূরে থাকতেই ফ্র্যাংকের চোখে পড়ল তার অফিস-কামরার দোরগোড়ায় চেয়ার পেতে বসে ছিল ক্রু, এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে সন্তোষ বোধ করল সে। নিশ্চয় সুখবর আছে, নইলে রিলিফ থেকে ফেরার পথে শেরিফ এখানে থামত না।

স্যাডল থেকে নামতে নামতে আন্তরিক গলায় ফ্র্যাংক বলল, 'জিম, তোমাকে ভীষণ পিপাসার্ত দেখাচ্ছে।' ক্রু বলল না কিছু, দেয়ালে হেলান দিয়ে ঠাণ্ডা চোখে ফ্র্যাংককে জরিপ করতে লাগল। ঘোড়া বাঁধছিল আইভি, উত্তর না-পেয়ে ঘাড় ফেরাল, শেরিফের দৃষ্টিতে ঝড়ের আভাস পেল।

ধীর পায়ে ওর কাছে এসে থামল ফ্র্যাংক। ক্রু পথ ছাড়ল না। 'কী ব্যাপার, জিম?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাংক।

'আজ সকালে আমি হণ্ডো ক্যানিয়নে গিয়েছিলাম,' ক্রু বলল শূন্য দৃষ্টিতে ওকে কিছুক্ষণ দেখল ফ্র্যাংক, তারপর যখন বুঝল ক্রু জবাব প্রত্যাশা করছে তখন বলল, 'ওখানে আবার কী?'

হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ক্রু, বলল, 'আমার সাথে তুমি আসছ, ফ্র্যাংক?'

'ঠিক আছে,' ফ্র্যাংক বলল কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সুরে। শেরিফের কথাবার্তার অর্থ সে বুঝতে পারছে না। 'কই, বিল শেলের ব্যাপারে

বইঘর.কম

তো তুমি কিছু বললে না?' কৌতূহল প্রকাশ করল বেল মালিক।

'ওর হাত পরিষ্কার,' বলে বারান্দা থেকে নেমে ঘোড়ার দিকে এগোল ক্রু। টাই রেইলের সামনে গিয়ে থামল, পেছন ফিরে তাকাল ফ্র্যাংকের উদ্দেশে। 'কই, তুমি আসছ?'

'দাঁড়াও,' ফ্র্যাংক বলল চাঁচাছোলা কণ্ঠে। 'আমাকে জানতে হবে ঠিক কী করেছ তুমি।'

ক্রু বলল সংক্ষেপে, 'বিলের বিরুদ্ধে আমি কিছু পাইনি। তুমি আসছ কিনা তাই বল, ফ্র্যাংক?'

ক্রু-র প্রশ্নের আড়ালে থমথমে একটা ভাব রয়েছে। রাগ চুঁইয়ে এতক্ষণে ফ্র্যাংকের মাথায় এটা ঢুকল। চোখ কুঁচকে দীর্ঘ এক সেকেণ্ড শেরিফকে জরিপ করল সে, তারপর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'কোথায় আসব?' জানতে চাইল নরম গলায়।

'হাজতে।'

ফ্র্যাংক নিষ্পলক চেয়ে রইল ওর পানে। ক্রু মিহি সুরে বলল, 'চোখ রাঙিয়ে তুমি আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবে না, ফ্র্যাংক।'

'কেন, হাজতে যাব কেন আমি?' ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল।

ক্রু-র ধৈর্য সীমাহীন। সে বলল, 'তুমি যখন কারো গরুবাছুর রিম রকের মাথা থেকে দুশ ফুট নিচে ফেলে দাও, ফ্র্যাংক, তখন তোমাকে হাজতেই যেতে হয়।'

'না, হয় না,' অবিচল কণ্ঠে বলল ফ্র্যাংক, পরক্ষণে ক্রোধে সে যেন পাগল হয়ে গেল। ক্রু-র মুখের কাছে মুখ এনে কেটে কেটে বলল, 'তুমি আমাকে কী বলতে চাইছ, জিম? যা বলার স্পষ্ট করে বল!'

boighar.com

'কাল পিবলস আর বেইলি যখন সুসানার গরু নিয়ে আসছিল, তুমি হামলা চালিয়ে ওগুলোকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছ।' একটু থেমে শেরিফ যোগ করল, 'আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করছি, ফ্র্যাংক।'

শান্ত গলায় ফ্র্যাংক বলল, 'তুমি একটা মিথ্যুক, ক্রু।'

শীতের শুকনো মাটির মত শক্ত হয়ে গেল জিম ক্রু-র চোয়াল। 'ফ্র্যাংক, তুমি যদি ভেবে থাক, গ্রেফতার করার কথাটা আমি মিথ্যে করে বলেছি, তাহলে ভুল বুঝেছ।'

'কাল আমি বাড়ির বাইরেই যাইনি,' ফ্র্যাংক বলল দৃঢ় স্বরে।

'আমি নিজের চোখে ওই হতভাগ্য গরুগুলোকে দেখে এসেছি।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাংক, ক্রু-কে পাশ কাটাতে কাটাতে বলল, 'তুমি এস আমার সঙ্গে।' গটগট করে বাংকহাউসে গেল সে। দুপুরের খাওয়া সেরে জনাচার-পাঁচেক কর্মচারি তখন বাংকহাউসের দাওয়ায় বসে আড্ডা মারছিল।

ফ্র্যাংক আর ক্রু-কে আসতে দেখে চুপ মেরে গেল ওরা এবং ফ্র্যাংকের ক্রুদ্ধ চেহারা লক্ষ করে দুজন উঠে দাঁড়াল দাওয়া থেকে।

ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল ওদের, 'কাল আমি কোথায় ছিলাম, বাছারা?'

কয়েক মুহূর্ত নিরুত্তর থাকল সবাই, তারপর জেস মুর বলল, 'কেন, এখানেই।'

আর একজন বলল, 'কাল বিকালেও তোমাকে আমি বাসায় দেখেছি, ফ্র্যাংক।' কিন্তু ফ্র্যাংক ততক্ষণে ঘুরে ক্রু-র মুখোমুখি হয়েছে। সে বলল আবার, 'আমি বাড়ির বাইরে যাইনি।'

বইঘর.কম

'সেটা তুমি আদালতে প্রমাণ করার সুযোগ পাবে, ফ্র্যাংক,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে ক্রু বলল। 'এখন তুমি আমার সঙ্গে চল।'

'না,' ফ্র্যাংক আপন সিদ্ধান্তে অটল।

ক্রু সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। ফ্র্যাংক রূঢ়ভাবে বলল, 'তুমি এক্ষুনি আমার সামনে থেকে দূর হও, ক্রু।'

ক্রু নীরবে নজর বোলাল বেল কর্মচারিদের ওপর। ইতিমধ্যে তিন পাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে ওরা। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। একজন মৃদু গলায় বলে উঠল, 'ফ্র্যাংক, আদেশ তুমি দেবে,' এবং তার একথায় জিম ক্রু-র প্রতি বেল র‍্যাঞ্চের ভয় প্রকাশ পেল।

ক্রু-র দৃষ্টি ফিরে আসে ফ্র্যাংকের কাছে। সে বলে, 'আমি তোমাকে আর একবার বলব। এস আমার সাথে।' কথাটা এভাবে বলল জিম যেন ভয়-ভীতি সবকিছুর ঊর্ধ্বে সে।

ফ্র্যাংক জবাব দিল না। জিমের হাত নড়ে উঠল। ফ্র্যাংক চড়া গলায় একবার বলল, 'জিম, সাবধান।'

এক সেকেণ্ডেরও কম সময় ইতস্তত করল ক্রু-র হাত, তারপর কোমরে ঝোলান পিস্তলের দিকে ধেয়ে গেল। গুলি করল বেল কর্মচারিদের কেউ একজন, ক্রু-র হাড্ডিসার শরীর, বুলেটের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল একধাপ। এবার ফ্র্যাংকের পিস্তল বেরিয়ে এল ফাঁকায়, পরপর দুটো গুলি করল সে। ক্রু-র হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছিল দ্বিতীয় বুলেটটা যখন আঘাত করল তাকে। লাট্টুর মত এক পাক ঘুরে গেল সে, মুখ থুবড়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। প্রাণপণে ওঠার চেষ্টা পেল সে, পিস্তল বার করল। ফ্র্যাংক এগিয়ে এসে

boighar.com

সবুট পা তুলে দিল ওর কবজির ওপর। একবার ঝটকা মারল ক্রু, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। আর ঠিক তখুনি ও প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

এবার পলক তুলল আইভি, অদ্ভুত দৃষ্টিতে জরিপ করল প্রতিটি লোককে। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'তৈরি হও সবাই। আমরা এখন এই ঝামেলা একেবারে মিটিয়ে ফেলব।'

সুসানা বড় কামরার জানালায় পর্দা টাঙাচ্ছিল যখন সে লিংক টমসকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখল। বেইলি আর টমস ওকে সাহায্য করল ঘোড়া কোরালে তুলে রাখতে। জানালা থেকে আনমনে ওগুলোকে লক্ষ করে সুসানা, অবাঞ্ছিত কিছু স্মৃতি তার চেতনায় ঝড় তোলে। বাবার কাছে রোপিংয়ের পাঠ নেবার সময়ে ছোট্ট ওই গ্রুলা মেয়ারটা সে উপহার পেয়েছিল। বছর দুই আগে ফ্র্যাংক যে-সোরেলটা দিয়েছিল, জেদবশত যেটায় সে আজো চড়েনি, সেটাও আছে। পেছনে হোসেফার মেঝে ঘষার শব্দ পায় সুসানা। নীরবে আবার সে কাজে ফিরে গেল। এই ঘরদোর সাফ করার মাঝে কী এক নেশা-ধরান আনন্দ আছে, কষ্ট ভুলে থাকা যায়। ভয় এখন সুসানার বুক খামচে ধরেছে। কাজ থামিয়ে কোনকিছু ভাবতে নিলে সেই ভয়টা এমন কুৎসিত আর জঘন্য রূপ নিচ্ছে যে সে লড়াই করবার সাহস হারিয়ে ফেলছে। জীবনে এই প্রথম কারো জন্যে শঙ্কিত বোধ করছে ও। এখন লেনের ছবি, আহত পাণ্ডুর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে শীলার বিছানায়, কোন্ চোরাপথে যেন ঢুকে পড়ল তার মনে এবং ভয় তাকে কুঁকড়ে দিল।

বইঘর.কম

গতরাতে লেনকে দেখবার পর নিজের সঙ্গে আর সে প্রতারণা করতে পারছে না। প্রতিশোধ, নিজের জন্যে আউটফিট আর ক্ষমতা এগুলোর চাইতেও সে এখন বেশি করে কামনা করছে লেন সয়্যারের সুস্থতা। যা কিছু ঘটেছে তার মধ্যে যেন অদৃষ্টের পরিহাস রয়েছে। আজ সকালে সুসানা আরো গভীরভাবে এটা উপলব্ধি করে। তার পরিকল্পনায় জিম ক্রু-র সমর্থন সিক্সটি সিক্স আদায় করতে সমর্থ হয়েছে এবং এর মাধ্যমে অনিবার্য হয়ে উঠেছে ফ্র্যাংক আইভির পরাজয়। ফ্র্যাংক সীমা লঙ্ঘন করেছে এটা বোঝার পর ক্রু আর চুপ করে বসে থাকেনি। ফ্র্যাংককে গ্রেফতার করতে গেছে। কিন্তু সুসানার কাছে এখন এসব মূল্যহীন মনে হয়।

হোসেফা ওর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। 'আরেকবার ঘষলে কিন্তু খুব ভালভাবে পরিষ্কার হত,' নিজের মতামত ব্যক্ত করল সে।

'তুমি যা ভাল বোঝ কর, হোসেফা,' সুসানা আনমনে বিড়বিড় করে বলল।

পর্দা টানান সোজা হয়েছে কিনা দেখার জন্যে জানালা থেকে সরে দাঁড়াল ও, লক্ষ করল লিংক টমস ঘোড়ায় চেপে বাড়ির দিকে আসছে। পোর্চে বেরিয়ে হাত নাড়াল সে, বলল, 'হ্যালো, লিংক।'

স্যাডল থেকে নেমে সলজ্জ হাসল তরুণ র‍্যাংগলার, সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে টুপি খুলে মাথা ঝোঁকাল। 'মন্টিকে ধরতে পারিনি, সুসানা,' বলল, 'ওকে আমি পরে নিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে, লিংক। কফি খাবে?'

'না, ধন্যবাদ,' লিংক বলল। ইতস্তত করল সে, আড়ে তাকাল

boighar.com

কোরালের দিকে, যেখানে বেইলি আর টম রয়েছে, তারপর নিচু গলায় বলল, 'তোমার সাথে একটু গোপনে কথা বলা যাবে?'

লিংক টমসের বলার ভঙ্গিতে ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ করে সুসানা আমোদ পেল। ও বলল, 'অবশ্যই।'

ডাইনিং-রুম হয়ে কিচেনে এল সে। লিংক অনুসরণ করল। টেবিলের কিনারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সুসানা, বলল, 'কী কথা, লিংক?'

হাতের ফাঁকে হ্যাট নাচায় লিংক, কিন্তু তার চোখে বয়ঃসন্ধিক্ষণের উদ্বেগ। 'হণ্ডো ক্যানিয়নে কী ঘটেছে তুমি জান?' সে প্রশ্ন করল।

সুসানা সতর্ক, বলল, 'জানি, লিংক। কিন্তু তুমি কীভাবে জানলে?'

'ঘটনাটা আমি দেখেছি,' লিংক জবাব দিল।

সুসানার মনে হয় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, অনুচ্চ স্বরে লিংকের কথারই পুনরাবৃত্তি করে সে। 'তুমি দেখেছ?'

'টম পিবলস আর বেইলি রিমের ওপর থেকে গরুগুলো ফেলে দিয়েছে!' একনিশ্বাসে বলে গেল লিংক। 'কাজটা ইচ্ছে করে করেছে ওরা, আমি দেখেছি ওদের করতে—তোমার গরুবাছুর!'

'ত্…তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ, লিংক।'

'না, ম্যাম, তরুণ র‍্যাংগলার বলল দৃঢ় স্বরে। 'তোমার লোকদের কাজ এটা, গরুগুলোকে ওরা হত্যা করেছে!'

টেবিল থেকে সরে পেছন ফিরল সুসানা। তার নিখুঁত পরিকল্পনার দফা এখানেই শেষ, ভেস্তে গেছে লাজুক অপরিণত বয়সের এক ছেলের উপস্থিতিতে যে এখনো তার সেই দেখার

গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কিত বোধ করে সুসানা, বোঝে যেভাবেই হোক লিংকের মুখ তার বন্ধ করতে হবে। ভয় দেখাবে ওকে, নয়ত দেশছাড়া করবে, ঘুষ দেবে, আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেবে মনের মধ্যে—ওর মুখ বন্ধ করার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সব করবে সে। কাজটা করিয়ে নেবার মত লোক তার আছে, যারা এ-মুহূর্তে ওর জন্যে সবকিছু করবে। পরক্ষণে সে উপলব্ধি করে এর কোনটিতেই ফল হবে না। স্বেচ্ছায় রাজি না-হলে খুন করা ছাড়া অন্য কোনভাবে বন্ধ রাখা যাবে না লিংক টমসের মুখ। কিন্তু ওই একটি কাজ সে করবে না। ধীর পায়ে টেবিলের কোনা ঘুরে ওপাশে গেল সুসানা, দেখল মুগ্ধ স্তাবকের দৃষ্টিতে লিংক ওকে লক্ষ করছে।

সুসানা থমকে গেল। হ্যাঁ, আছে একটা পথ। লিংককে লক্ষ করতে করতে আবছা হাসল সে। তার সমস্যার জবাব পাওয়া গেছে। লিংক বরাবর তার অনুরক্ত, মনে এবং প্রাণে। মাতাল জন্মদাতার নির্যাতন থেকে বাঁচতে তের বছর বয়সে এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়েছিল সে। বাবাকে বলে সুসানাই ওকে ডি বারে চাকরিটা নিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকে ওর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস লিংকের, তাকে সে ভক্তি করে। সেও ভাল ব্যবহার করে এসেছে এতদিন। কাজেই এখন প্রতিদান চাইবার সময় হয়েছে।

'বস, লিংক,' সুসানা বলল শান্ত গলায়।

চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ল ও, টুপিটা টেবিলে ওপর রেখে অপলকে চেয়ে রইল তার স্বপ্নের দেবীর দিকে।

সুসানা টেবিলের কিনারে বসল, চোখ নামিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে

boighar.com

তাকাল লিংক টমসের উদ্দেশে। 'লিংক, আমি জানি না এখানকার সব ঘটনা তুমি কতটুকু জান। ঘটনা মানে এই আমার আর ওয়াল্ট শিপলির সাথে বাবা আর ফ্র্যাংক আইভির দ্বন্দ্ব আর কি। তবে মনে হয় কিছু কিছু নিশ্চয় জান। তাই না?'

'সামান্য,' লিংক বলল অপ্রতিভ গলায়।

'তুমি জান আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা আমাকে জোর করছেন ফ্র্যাংক আইভিকে বিয়ে করতে? জান শুধু এই একটি কারণেই ওয়াল্ট শিপলিকে দেশছাড়া করেছে ফ্র্যাংক?'

'না, ম্যাম,' লিংক বলল আস্তে। কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় সে প্রভাবিত হয়েছে।

'আমি বাড়ি ছেড়েছি, লিংক, কারণ এই জোর-জুলুম আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। ফ্র্যাংক আইভিকে আমি বিয়ে করতে চাই না; বাবার সাহায্যও চাই না। আমি চাই নিজের মত করে একটা জীবন। কেন চাই তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়, পারছ না?

'পারছি, ম্যাম,' লিংক বলে। তাকে এরকম আন্তরিক এক স্বীকারোক্তির শরিক করায় ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করে সে। আবার গর্বও অনুভব করে। কনকনে শীতে মনিবের লেপের নিচে আশ্রয় পেলে বাড়ির কুকুরের যা হয়, ওর অবস্থা এখন সেই রকম: কুণ্ঠিত আনন্দিত এবং দারুণভাবে কৃতজ্ঞ।

সুসানাও জানে এটা। মিষ্টি করে হাসল সে, দুঃখী গলায় বলতে লাগল, 'যতভাবে পারে বাবা আর ফ্র্যাংক আমার সাথে লড়েছে, লিংক। তারপর ফ্র্যাংকের লোকেরা কালি ফ্যানস্টককে মেরে ফেলায় বাবা এখন সরে দাঁড়িয়েছেন।'

বইঘর.কম

লিংক মাথা দোলায় কেবল, ভেতরের ফুঁসে-ওঠা রাগ ওর বাক রোধ করছে। বাংকহাউসের আড্ডায় যা শুনেছে সে তাতে প্রচুর ফাঁক ছিল। সুসানা এখন সেগুলোই ভরাট করছে, দুঃখ-কষ্ট বেদনা আর সাহসের মিশেলে তাকে জীবন্ত করে তুলে।

মাটিতে নেমে পড়ে সুসানা, শ্লথ পায়ে টেবিলের ওপাশে যায়। লিংকের মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে। ওর পাশে এসে থামল সুসানা, টেবিলের ওপর দুহাত রেখে বলল, 'ফ্র্যাংক আইভিকে আমার ধ্বংস করতে হবে, লিংক, নইলে সে আমাকে ধ্বংস করবে। আর সেজন্যে যদি বাঁকা পথ ধরতে হয়, আমি তাও ধরব।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল লিংক, আর সুসানা টেবিল থেকে হাত উঠিয়ে সহজ-সরল নিরীহ ভঙ্গিতে বাতাসে মেলে দিল সেগুলো। 'ঠিক সেই অবস্থাতেই তুমি আমাকে ধরে ফেলেছ, লিংক। আমি বাঁকা পথে লড়ছিলাম।'

লিংক রুদ্ধশ্বাসে সমনোযোগে ঠায় চেয়ে থাকে ওর পানে, আর সুসানা লজ্জাহীন কণ্ঠে বলে চলে, 'আমার হুকুমেই টম আর বেইলি ওইসব গরুবাছুর হত্যা করেছে। তারপর শেরিফ ক্রু-র কাছে গিয়ে বলেছে কাজটা বেল র‍্যাঞ্চের। ক্রু এখন ফ্র্যাংককে হাজতে ভরবে এবং আর কোনদিন সে আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না।'

বিনা বাক্যে কথাটা হজম করল লিংক, মনের ভেতর সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

সুসানা নরম সুরে বলল, 'ক্রু-র কাছে আমি মিথ্যা বলেছি কেননা এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। ফ্র্যাংক একটা খুনী,

boighar.com

ওকে যে আমার পথ থেকে সরাতেই হবে।' সামান্য দ্বিধা করল সে এবং তারপর শান্তভাবে জানতে চাইল, 'লিংক, আমি কি অন্যায় করেছি?'

'না,' লিংক বলল ধীর গলায়। 'না, সুসানা, অন্যায় তুমি করনি। এটাই ফ্র্যাংকের উচিতসাজা হবে।'

'তুমি খুব ভাল বন্ধু,' সুসানা বলল প্রশ্রয়ের সুরে। 'এমন কিছু তুমি জেনে ফেলেছ, লিংক, যা অন্য কারো জানা চলবে না। কোনও দিন না। বুঝতে পারছ নিশ্চয়,' যোগ করে ও, ম্লান হেসে, 'আমার সুখ-শান্তি সব এখন তোমার হাতেই, লিংক।'

লজ্জারক্ত হল লিংক, উঠে দাঁড়াল। ঠিক এ-মুহূর্তে সুসানার জন্যে সে হাসিমুখে মরতে পারে। তার নিরানন্দ সাদামাঠা জীবনে কখনো এত সুখের সময় আসেনি। তাই লিংক টমস বুঝে উঠতে পারে না কী ভাষায় সে তার কৃতজ্ঞতা তার বিশ্বাস আর তার মর্যাদার কথা প্রকাশ করবে। সে বলল, 'নিশ্চয়ই, সুসানা। তুমি আমার বন্ধু।' লিংক জানে তার একথায় যথেষ্ট বলা হল না, তবু সে আশা করল বাকিটুকু সুসানা বুঝে নেবে।

সুসানা বুঝতে পারে ওর মনোভাব, নিজের হাতের মধ্যে সে ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আলতো চাপ দেয়। 'ধন্যবাদ, লিংক। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। সবসময়ই করব।'

ঘর থেকে অন্ধের মত বেরিয়ে গেল লিংক। তার পিছু নেবার কোন চেষ্টাই সুসানা করল না। অস্পষ্ট একটা লজ্জা মুহূর্তের জন্যে তাকে নাড়া দিয়েই থিতিয়ে গেল আবার। সে জানে এখন সে নিরাপদ। শত চেষ্টাতেও কেউ আর তার গোপন কথা বার করতে

বইঘর.কম

পারবে না লিংকের কাছ থেকে। তরুণ র‍্যাংগলারের জন্যে এখন ও করুণা বোধ করে। ঘটনার সাথে যে-তিনজন সরাসরি জড়িত তারা কোনদিন মুখ খুলবে না। আর অপরজন, লিংক, তার একান্ত অনুগত। সুসানা কল্পনা করে সবকিছু শান্ত হয়ে যাবার পর যখন সে কোন-একদিন লেনকে বলবে ঘটনাটা, লেন এ নিয়ে হাসাহাসি করবে অনেক এবং তারপর বলবে সে খুব ধূর্ত। তবে এই সঙ্গে ওর প্রশংসাও সে করবে, সুসানা নিশ্চিত।

boighar.com

ছয়

গাঢ় ঘুমে ডুবে ছিল শীলা। বিল শেলের ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসল।

'ও জেগেছে, বিল বলল, 'ক্ষুধার্ত।' হাসল সে, আর সেই হাসি শীলাকে আশান্বিত করে তুলল। এটাই বিলের মেজাজের ব্যারোমিটার।

সোফা থেকে উঠে মৃদু স্বরে ও জিজ্ঞেস করল, 'ক্রু ফিরেছে বেল থেকে?'

'না।'

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। উভয়ই জানে অপরজন কী ভাবছে। ক্রু বাইরে থাকার অর্থ আইভি মুক্ত রয়েছে, এবং লেন বিপদের মধ্যে।

চুলোর পাড়ে গেল শীলা। বিল আগেই আগুন ধরিয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল শীলা। সূর্য মাথার ওপরে, গাছপালার নিচে খাড়া ছায়া। মুখহাত ধুল সে, ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে তার সারারাতের ক্লান্তি-জড়ান অবসাদ দূর

বইঘর.কম

হয়ে গেল। চিরুনি তুলে নিল ও, পরক্ষণে পরিপাটি হবার চেষ্টা আপাতত বাদ দিয়ে তড়িঘড়ি শোবার-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিলের ওপর থেকে ওর দিকে চোখ ফেরাল লেন, শ্রান্ত অনিশ্চিতির হাসি হাসল। ভীষণ পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ওর চেহারা, এত যে শীলা কান্না সংবরণ করতে পারল না।

মার্টিন বনডুর‍্যাণ্টের কয়েকটা শার্ট বানিয়েছে শীলা। গতরাতে তারই একটা লেনকে সে পরিয়ে দিয়েছে। এখন সেই ধবধবে শাদা শার্টের পটভূমিতে ওর দাড়ি-ভর্তি শ্রান্ত মুখাবয়বকে নিরেট কালো মনে হচ্ছে।

'শীলা, সিক্সটি সিক্স তোমার এই ঘরের ভাড়া দেবে,' লেন বলল।

শীলা হাসল। 'এখন ওসব কথা থাক। আগে বল কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

'সিগারেট।'

তামাক আর কাগজ নিয়ে দ্রুত হাতে একটা সিগারেট বানাল বিল। আর লেন চিন্তিত চোখে দীর্ঘ একটি মুহূর্ত চেয়ে থাকল শীলার পানে। 'আমার চোট কতটা মারাত্মক? ভীষণ লাগছে কিন্তু।'

'একটা বুলেট কাঁধ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে,' শীলা বলল। 'খারাপ চোট তো বটেই।'

বিল জানতে চাইল, 'কে গুলি করেছিল?'

'রেড কেটস। ভার্গের ক্যাম্পে অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।'

'ওর ব্যাণ্ডেজ আমরা পেয়েছি। নিশ্চয় সে দান করেনি ওটা?'

boighar.com

'না, তা করেনি,' লেন বলল। 'ভার্গও দেয়নি।' বিলের কাছ থেকে ধরান-সিগারেটটা নিল, ধোঁয়ায় ভরে ফেলল ফুসফুস। শীলার দিকে আবার তাকাল সে। মেয়েটি তাকে লক্ষ করছে এখন, দৃষ্টিতে সহানুভূতি গলে গলে পড়ছে।

'ঘটনার পর কেউ কি পিছু নিয়েছিল তোমার?' শীলা জিজ্ঞেস করল।

'মনে হয় না,' লেন বলল, তারপর সিগারেটটা আবার ঠোঁটে রাখার আগে শীলার উদ্দেশে সকৌতুকে হাসল। 'রেড নিশ্চয় বেল থেকে এসেছিল,' বলল স্বগতোক্তির সুরে। 'যাই হোক, ফ্র্যাংক আইভির কাছ থেকে জবাবটা জেনে নেব আমি।'

'আর সেটা তুমি খুব শিগগিরই জেনে নিতে পারবে,' শীলা মন্তব্য করল।

লেন অবাক চোখে তাকাল। শীলা বলল, 'কাল রিম-রকের ওপর থেকে সুসানার গরুবাছুর নিচে ফেলে দিয়েছে ফ্র্যাংক। জিম ক্রু ওকে অ্যারেস্ট করতে গেছে।'

নীরবে অনেকক্ষণ ছাত পানে চেয়ে রইল লেন। তারপর একসময় শীলার দিকে ফিরে অর্থপূর্ণ হাসল। শীলা জানে এই খবরের গভীর এক তাৎপর্য রয়েছে ওর কাছে। সিক্সটি সিক্সের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রথম ধাপ এটা। লেন কতখানি একরোখা সেটাও অজানা নেই শীলার। অথচ সেই মানুষই কী অপরিসীম যত্ন আর চাতুরীর সাথে এ-খেলা চালিয়ে গেছে। তার সমস্ত অস্তিত্ব যখন বিদ্রোহের কথা বলেছে সে তখন সাবধানে পা ফেলেছে। কঠোর হয়েছে ভুলের সাজা দেয়ার ক্ষেত্রে; আবার তেমনি ধৈর্যও ধরেছে।

অন্য কেউ যেখানে রেগে উঠত সেখানে সে শান্ত থেকেছে। এ যেন স্বল্প পুঁজি নিয়ে জুয়াখেলার মত, চরম আঘাত হানবার আগে প্রতি পদে সমঝে চলা। শীলা জানে লেন এখন তার হিসেবি পরিকল্পনার সুফল পাচ্ছে: সীমা লঙ্ঘন করেছে ফ্র্যাংক, আর তার এই ভুল ক্রু-র সমর্থন সিক্সটি সিক্সের পক্ষে এনে দিয়েছে।

লেন এবার বিলের দিকে তাকাল। 'আমি তাহলে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, বিল।'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল। 'যেতে দাও,' বলল হালকা সুরে। 'যদিও তুমি আমাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলে।'

একে অপরের উদ্দেশে হাসল ওরা। শীলা লেনের নাস্তা বানাতে গেল। যে-দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে কালকের রাতটা সে পার করেছে তা কেটে গেলেও শীলা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না। লেন অসুস্থ, আহত। চোটের ধকলে কাহিল হয়ে পড়েছে। গতরাতে পেছনের উঠনে লেনকে দেখার পরপরই যা হয়েছে, ওর মনের গহিনে ফ্র্যাংক আইভির চিন্তা কাজ করে চলেছে এখনো। লেন আহত একথা জেনে গিয়ে থাকলে জিম ক্রু-র কাছে ধরা দেবার জন্যে আইভি বেল র‍্যাঞ্চে বসে থাকবে না—শিকারের আশায় লেনকে খুঁজে ফিরবে। নিজের পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে জিম ক্রু-ও জানে এটা। তাই সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে পালটা ব্যবস্থা নেবার। ক্রু যদি আইভিকে ধরতে না-পারে, কোন জায়গাই আর নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু লেনের যা অবস্থা, অন্য কোথাও তাকে সরিয়ে নেয়াও সম্ভব নয়।

ট্রেতে পরিজ ডিম বিস্কিট আর কফি সাজিয়ে নিয়ে লেনের

boighar.com

সামনে ধরল শীলা। বিল সাহায্য করতে চাইল, কিন্তু ও নিজেই উঠে বসল। এই সামান্য পরিশ্রমে আরো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর চেহারা, শীলা খেয়াল করল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। নাস্তার শুরুতে খানিকটা অংশ গোগ্রাসে খেল সে, তারপর য়েন রুচি হারিয়ে ফেলল। লেন কফি পান করার সময়ে শীলা দেখল জ্বরের ঘোরে ওর চোখ অস্বাভাবিক রকমের রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। যখন সারা হল নাস্তার পর্ব, কাঁধের ড্রেসিংটা বদলাতে বসল শীলা এবং ওর কাজ শেষ হতে হতে প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অবসাদে লেন ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

রান্নাঘরে ফিরে গেল শীলা, দেখল বিল জানালায়। লিভারি আর তার ওপাশের রাস্তার ওপর নজর রাখছে। বেসুরো গলায় শিস বাজাচ্ছে ও। শীলা টের পায় বিল চাপা উত্তেজনায় ভুগছে। হঠাৎ ওর দিকে ফিরল সে, চিন্তিত গলায় বলল, 'আচ্ছা, ক্রু এখনো ফিরছে না কেন, শীলা?'

একথার জবাব দিতে পারে না শীলা। অস্থির পায়চারি শুরু করে বিল, মাঝে মাঝে জানালার সামনে গিয়ে থামে। লেনের গভীর নিশ্বাসের শব্দ এখন শুনতে পাচ্ছে ওরা। বিল একবার দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে, চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ায়।

ঘোড়াগুলো কেমন আছে জানতে বাইরের উডশেডে গেল শীলা। ওরাও খিদেয় ছটফট করছে। শীলা বোঝে কারো সন্দেহ না-জাগিয়ে আজ রাতে যেভাবেই হোক ওদের জন্যে কিছু খাবারের জোগাড় তাকে করতে হবে।

বাসায় ফিরে এল সে। বিলকে টেবিলে গোমড়া মুখে বাসি

খবরকাগজ পাঠরত অবস্থায় পেল। পরিবেশ হালকা করতে ওর কাঁধে আলতো চাপড় মারল শীলা, সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুসানার জামাটা শেষ করতে হবে। কাপড় বার করে কাজে মন দিল সে, আর সেই সাথে সুসানার কথা ভাবতে লাগল। কাল রাতে, শেরিফের অফিসে, লেনের আহত হবার খবর শোনার পর সুসানার প্রতিক্রিয়া তাকে অবাক করেছিল। ওরকম প্রতিক্রিয়া, শীলা জানে, তখন হয় যখন একটি মেয়ে কোন পুরুষের প্রেমে পড়ে। নিজের অজান্তে এমন আচরণ করেছে সুসানা যা শীলার কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছে। আরো একটি জিনিসের ব্যাখ্যা মেলে এতে: হঠাৎ করে নতুন এই পোশাক তৈরির আগ্রহের কারণ। শীলা আপনমনে দুষ্টু করে হাসে। মেয়েরা সবাই, আসলে, এক। তার নতুন নীল জামাটা পরে লেনের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াবে তখন সে নিজেও কি নারীসুলভ গর্ব বোধ করার কথা ভাবছে না? সেও কি পরিকল্পনা করেনি কপট সৌজন্য প্রকাশের যা দেখে লেন হেসে ফেলবে এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাবে তার দিকে? করেছে পরিকল্পনা। সন্দেহ নেই, সুসানাও ঠিক এমন ইচ্ছাই পোষণ করছে।

কথাটা মনে হতে শীলা এখন নিশ্চল বসে থাকে, ভবিষ্যৎ দেখবার প্রয়াস পায়। লেনকে সে ভালবাসে, ও উপহার নিয়ে এল যে-সময়ে তখন থেকেই। একসময় তাকে ওর মনে হয়েছিল নীরব নিঃসঙ্গতা-প্রিয় একজন লোক যে নিজের জীবনের ভয়াবহ কিছু স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। তারপর ওর ওই উপহার দেবার সহজ-সরল ভঙ্গি দেখে মানুষটা সম্পর্কে তার ধারণা আমূল বদলে গেল। শীলা এর বাইরে কিছু জানে না। সে কেবল এটুকু

boighar.com

বোঝে লেনকে বিয়ে করলে তার জীবনে সুখ ও পূর্ণতা আসবে। সুসানাও দেখতে পেয়েছে এটা, তবে শীলা জানে ওদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। লেনের ভেতর সুসানা সেই শক্তির সন্ধান পেয়েছে যার সহায়তায় নিজের উচ্চাভিলাষকে সার্থক করতে পারবে। ও বুঝেছে লেনের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তার স্বাধীনতা যেমন ক্ষুণ্ন হবে না তেমনি ফ্র্যাংক আইভিকে শায়েস্তা করা যাবে। শীলা এখন উপলব্ধি করে সুসানা বাস্তবিক তার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। সাহসের সঙ্গে বাবা আর ফ্র্যাংক আইভির নিপীড়ন মোকাবেলা করছে সে, এবং তার এই সাহস পুরুষ মাত্রেই প্রশংসা করতে বাধ্য। তবে এই ঝোড়ো পথে চলতে গিয়ে কখন-যেন সে শীতল আর পাষাণ হয়ে গেছে, যাকে ঘৃণা করে ঠিক সেই লোকটির মত। আর এটাই, শীলা জানে, ওর সবথেকে বড় দুর্বলতা। পুরুষের চোখে হয়ত অনেক দেরিতে ধরা পড়বে, তবু, ও ভাবে, নিজের চেষ্টায় এটা জানবার অধিকার লেনের আছে।

ভাবনাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলল শীলা, কাজে ডুবে গেল। হঠাৎ বিল শেলের পায়ের আওয়াজে ব্যাঘাত ঘটল ওর একাগ্রতায়। ও পলক তুলল। বিল দরজায় দাঁড়িয়ে।

'আইভি এইমাত্র এল,' বিল ঘোষণা করল।

উঠে পড়ল শীলা, দ্রুত পায়ে জানালায় চলে এল। স্পেশলের সামনে একদল ঘোড়সওয়ার নামছে। লোকগুলোকে সে বেল রাইডার কর্মচারি বলে চিনতে পারল। ঘামে চকচক করছে ওদের ঘোড়াগুলো।

'ক্রু ছিল ওদের সাথে?'

'না।'

বিলের সাথে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল শীলা, তারপর আবার ঘুরল বেল হ্যাণ্ডদের দেখার জন্যে। এবার ও মোড়ে অবস্থিত শেরিফের অফিসের দিকে চকিতে নজর বোলাল একবার। প্রাণের কোন আভাস নেই সেখানে; বেল কর্মচারিদের কেউ জায়গাটাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

গাঢ় স্বরে বিল বলল, 'কিছু একটা ঘটেছে, শীলা।

'কী ঘটতে পারে?'

'আমি জানি না,' বিল স্বীকার করল ধীরে ধীরে। 'আইভি ওদের সাথেই আছে। এমনকি অন্ধ হলেও জিম ওদের পিছু নিতে পারত। যথেষ্ট সময় সে পেয়েছিল।'

বেল কর্মচারিরা সবাই স্পেশলে গিয়ে ঢুকল। শীলা নিজের কাছে ফিরে গেল। বিল জানালায় রয়েছে এখনো, ইণ্ডিয়ানদের মত সতর্ক সধৈর্য পাহারায়। শীলা মাঝে মাঝে আড়ে দেখছে ওকে, বেল কর্মচারিদের তৎপরতা বোঝার আশায়। প্রাণপণে এখন সে গতরাতের ঘটনাগুলো মনে করবার প্রয়াস পেল। লেনের ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে সে। শেরিফের অফিসেও গিয়েছিল সবার অলক্ষে। তারপর সদলে এভাবে বেরিয়েছে ক্রু-র অফিস থেকে, ও নিশ্চিত, কারো মনে কৌতূহল দেখা দেয়নি। পিবলস শপথ করে বলেছে ডাক্তার পারকিনসনের চেম্বারে যাবার সময় কেউ তাকে লক্ষ করেনি। তারপর ডাক্তারও এখানে এসেছিলেন সংগোপনে। শীলা সিক্সটি সিক্স এবং কার্লি ফ্যানস্টকের বন্ধু,

boighar.com

এই একটি স্মৃতি ছাড়া ফ্র্যাংক আইভি এমন কিছু মনে করতে পারবে না যা তাকে এ-বাড়ির প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলতে পারে। তবে এটা ঠিক যে সামান্য আগে বা পরে তার নাম ফ্র্যাংক আইভির স্মরণে আসবে। আর এর অর্থ লেনকে ওর সরিয়ে ফেলতে হবে এখান থেকে, এমন কোথাও যেখানে ফ্র্যাংক আইভি তাকে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত হত্যা করতে পারবে না।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল একসময়। বেল কর্মচারিরা এখনো স্পেশলেই রয়েছে। তবে কোথাও কোন একটা গোলমালের আভাস মিলছে। লোকজন ছুটোছুটি করছে রাস্তায় এবং তাদের সবার লক্ষ্য স্পেশল। একবার একটি ছেলে, চিৎকার করতে করতে, লিভারি বার্নে এসে ঢুকল। পরক্ষণে জো লিলিকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে স্যালুনের দিকে যেতে।

বিলের ডাকে শীলার চমক ভাঙল। 'মিসেস পারকিনসন আসছেন,' বলল সে।

জানালায় সরে গেল শীলা, ডাক্তারের স্ত্রীর আসা লক্ষ করল। মাথায় বেঢপ টুপি আর তাঁর চিরাচরিত কালো পোশাক পরনে মিসেস পারকিনসন স্পেশলের সামনে দাঁড়ান লোকগুলোর সাথে কথা বললেন। সিগন্যালের সবাই তাঁকে পছন্দ করে, ওদের প্রয়োজনে নিজের বাসস্থানকে তিনি হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করতে দেন। অলসভাবে হেঁটে আসছেন ভদ্রমহিলা, পোড়ো জমিটার সামনে থেমে একটি বাচ্চাছেলের সাথে কথা বললেন। তারপর ছেলেটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে লাগলেন আবার, এবং ওদের দৃষ্টিসীমার আড়াল হলেন। শীলা আর বিল দুজনেই

উন্মুখ, তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে, কান খাড়া। তাঁর দাঁড়িয়ে পড়ার শব্দ পেল ওরা, তারপর এভাবে ঝনঝন করে উঠল ডোরবেল যে শীলা চমকে উঠল।

তড়িঘড়ি এগোল সে, দরজা খুলে দিল। মিসেস পারকিনসন ভেতরে পা রাখলেন। ওদের উদ্দেশে গম্ভীরভাবে মাথা দোলালেন তিনি এবং নিজেই বন্ধ করলেন দরজাটা।

'ফ্র্যাংক আইভি আজ সকালে জিম ক্রু-কে হত্যা করেছে,' ঘোষণা করলেন মহিলা।

ঝট করে বিলের দিকে তাকাল শীলা, দেখল [illegible]।

'হত্যা করেছে?' ফিসফিস করে প্রতিধ্বনি করল [illegible]। জিম ক্রু-কে ওরা সবাই, কেন-যেন, অমর ভেবেছিল।

'ক্রু ওকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেছিল, আইভি ধরা দেয়নি। তারপর জিম যখন ড্র করতে গেছে, আইভি বলছে, সে তাকে গুলি করেছে।'

বিলের মুখে চকিতে বেদনার একটা ছায়াপাত ঘটেই মিলিয়ে গেল। নিজের অজান্তে প্রতিবাদ করে উঠতে গেল সে, তারপর সামলে নিল।

মিসেস পারকিনসন জরুরি গলায় বললেন, 'হার্ভে নিজে আসতে সাহস পায়নি তাই আমাকে পাঠিয়েছে। আইভি জানে না লেন সয়্যার চোট পেয়েছে; কিন্তু আইভি বলছে ওর খোঁজে সে গোটা মুল্লুক চষে ফেলবে।' একটু জিরিয়ে নিলেন মহিলা। 'হার্ভে বলেছে লেনকে তোমার সরিয়ে ফেলতে হবে, বিল। এই জায়গার কথা আইভির মনে আসার আগেই।'

boighar.com

'একেবারে আমাদের নাকের ডগায় এরকম পাহারার মধ্যে,' বিল বলল হতাশ কণ্ঠে।

'রাতে সরাবে।'

'সে-পর্যন্ত ও অপেক্ষা করলে হয়,' তিক্ত স্বরে মন্তব্য করল বিল, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

শীলা আর মিসেস পারকিনসন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন একে অন্যের দিকে। মিসেস পারকিনসন নিচু অথচ উত্তেজিত গলায় বললেন, 'ফ্র্যাংক আইভি একটা কুকুরেরও অধম। জিম ক্রু-র জুতোয় চুমু খাওয়ার যোগ্যতাও ওর নেই।'

শীলা বলল, 'ঘটনাটা লেনকে আমার জানাতে হয়।' শোবার ঘরে গেল সে।

জেগে ছিল লেন, জ্বরে চোখ এখনো ভীষণ রকমের উজ্জ্বল, শীলার পানে তাকাল। 'আমি শুনেছি,' বলল সে। 'আমার পিস্তলটা দাও।'

দেয়ালে-ঝোলান বেল্ট থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে ওর হাতে দিল শীলা। লেন গাঢ় স্বরে বলল, 'ওরা যদি এখানে আসেই, শীলা, আমাকে তোমার একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা?'

'তুমি সরে যাবে।'

'এই ওয়াদা আমি করব না,' সংক্ষেপে বলে রান্নাঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল শীলা।

আর ঠিক তক্ষুনি বিল শেলের গলা শোনা গেল। 'ওহ্-হো। আসছেন সাহেব।'

বইঘর.কম

ঝটপট করিডরে বেরোল শীলা, দেখল বিল শেলের মাথা ওর দিকে ফেরান, মুখ কঠিন। জানালার বাইরে তাকিয়ে শীলা দেখতে পেল ফ্র্যাংক আইভি আর তার বিশাল অবয়বের তুলনায় বামনাকৃতির জেস মুর পাশাপাশি লিভারি অতিক্রম করছে।

'শীলা, তুমি পালাও। এক্ষুনি,' বিল বলল।

'থাম,' শীলা বার্ড জবাব দিল। 'আরেকটা উপায় আছে। স্রেফ একটা সম্ভাবনা।' মিসেস পারকিনসনের দিকে ফিরল সে। 'আপনি সাহায্য করবেন?'

'অবশ্যই করব, মেয়ে,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন ডাক্তারের স্ত্রী।

'তাহলে শিগগির লেনের ঘরে গিয়ে আপনার জামা খুলে ফেলুন। কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেবেন না ভেতরে···বিল, তুমিও যাও। এক্ষুনি।'

মিসেস পারকিনসন উঠে শোবার ঘরে গেলেন। বিলকে জানালা থেকে সরিয়ে আনল শীলা। আপত্তি করছিল বিল, শীলা অধৈর্যভাবে ওকে ধাক্কা দিল। 'তাড়াতাড়ি, বিল। লেনকে আমাদের বাঁচাতে হবে।'

পিস্তল হাতে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল বিল, পার্টিশনের পর্দাটা টেনে দিল পেছনে।

ছোট্ট ওই কামরায় ছেলের বয়সী দুই পুরুষের দিকে একবার তাকালেন মিসেস পারকিনসন, মাতৃময়ী হাসি হেসে বললেন, 'তোমাদের সামনে আমার লজ্জার কিছু নেই।' তারপর একটানে কালো জামাটা বার করে নিলেন মাথা গলিয়ে, শুধু পেটিকোট পরনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

boighar.com

বিল শেল হেসে বলল, 'সত্যিই আপনার সাহস আছে, ম্যাম।'

অপর কামরায় শীলা চারপাশে পাগলের মত তাকিয়ে দেখল বিলের উপস্থিতির কোন চিহ্ন পড়ে আছে কিনা। জানালার ওপর আধপোড়া একটা সিগারেট চোখে পড়ল। চট করে ওটা তুলে নিল সে। তারপর ওকে চমকে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে ডোরবেল বেজে উঠতেই, কোন দিশা না-পেয়ে সিগারেটটা স্কার্টের পকেটে রেখে দিল। কয়েকটা পিন মুখে রাখল ও, দরজি বাড়ির কাঁচিখানা হাতে করে গিয়ে দরজা খুলল।

ফ্র্যাংক আইভি আর জেস মুর টুপি হাতে দাঁড়িয়ে। আলতো মাথা দোলাল ওরা। বিস্মিত হবার ভান করল শীলা, মুখ থেকে পিনগুলো নামিয়ে বলল, 'হ্যালো, ফ্র্যাংক। হ্যালো, জেস।'

'শীলা, তুমি একা?' ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল।

'কেন, না,' শীলা বলল, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিস্ময় মিশিয়ে। 'মিসেস পারকিনসনের জামা সেলাই করে দিচ্ছি।' ফ্র্যাংক এভাবে তাকিয়ে রইল যে শীলা বুঝল তার আরো কিছু বলা দরকার। 'হঠাৎ একথা, ফ্র্যাংক? কী হয়েছে?'

'আমি লেন সয়্যারের খোঁজ করছি,' ফ্র্যাংক কঠিন স্বরে জানাল। ওর গলা ভয়ংকর রকমের শান্ত। শীলার বুক দুরদুর করে উঠল।

কণ্ঠে বিষ ঢেলে ও বলল, 'আমি দেখিনি ওকে। আর দেখলেও নিশ্চয় তোমাকে বলতাম না।'

'আমি নিজেই একটু ঘুরে দেখব, শীলা,' ফ্র্যাংক বলল গম্ভীরভাবে। 'তুমি সরে যাও।'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে এক মুহূর্ত অনড় থাকল শীলা, তারপর

বইঘর.কম

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তিক্ত গলায় বলল, 'আমি তোমাকে আটকাতে পারব না।'

ভেতরে ঢুকল ফ্র্যাংক আর জেস মুর। সামনের ঘরে নজর বোলাল ওরা। ফ্র্যাংক বলল, 'ওপাশে কী?'

'শোবার ঘর, একটা আলমারি, আর আমার রান্নাঘর।'

পিস্তল বার করল ফ্র্যাংক। 'এস, জেস,' বলে পা বাড়াল করিডরের দিকে।

ঠিক তখুনি পেটিকোট পরনে মিসেস পারকিনসন শোবার ঘর থেকে বার হতে নিলেন। করিডরের মাথায় জলজ্যান্ত দুই ষণ্ডা পুরুষকে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি, একলাফে ফিরে গেলেন ঘরের ভেতর।

'তুমি একটা মানুষ বটে, ফ্র্যাংক,' ঝাঁঝাল গলায় বলল শীলা।

ফ্র্যাংক নাছোড়বান্দা, করিডরে ঢুকে পড়ল। মিসেস পারকিনসন গলার কাছে শক্ত হাতে পর্দাটা টেনে ধরে মুখ বার করলেন বাইরে।

'ফ্র্যাংক আইভি, তোমার কী চাই এখানে?' রাগতভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'দুঃখিত, ম্যাম, গম্ভীর গলায় বলে গটগট করে রান্নাঘরে গেল ফ্র্যাংক। জেস মুর, চোখ মেঝেয়, অনুসরণ করল মনিবকে। শীলা মুরের পেছনে থাকল।

রান্নাঘরের চারপাশ আতিপাতি করল ফ্র্যাংক। সাংসারিক জিনিসপত্র ছাড়া অন্য কিছুই পেল না।

'আচ্ছা, তুমি এরকম ঝামেলা করছ কেন?' শীলা বিরক্তির

boiRboi.blogspot.com

স্বরে জানতে চাইল।

'বললাম তো লেন সয়্যারকে খুঁজছি আমি।' ওকে পাশ কাটিয়ে করিডরে এসে থামল ফ্র্যাংক। মিসেস পারকিনসন আগুন-ঝরা চোখে ওর দিকে তাকালেন।

'ওখানে কী?' পিস্তল নাচিয়ে শোবার ঘরটা দেখাল ফ্র্যাংক।

'আমি, হাঁদারাম,' সরোষে বললেন মিসেস পারকিনসন। 'গায়ে কাপড় নেই।'

'আমি দেখতে চাই,' ফ্র্যাংক বলল বিব্রত গলায়।

রাগে মিসেস পারকিনসনের গলা কাঁপতে লাগল। 'তুমি এসেই দেখ ভেতরে, হার্ভেকে দিয়ে তোমার পিঠের চামড়া আমি তুলে নেব। সবখানে তোমার জোর চলবে না, ফ্র্যাংক আইভি। এবার তুমি যাও এখান থেকে!'

ঝাড়া এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল ফ্র্যাংক, তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝটকা মেরে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল। বেশ বড়সড় আলমারি ওটা, শীলার কাপড়চোপড় থাকে।

'এরপর নিশ্চয় তুমি আমার পরনের জামাকাপড়ও ঝেড়ে দেখতে চাইবে,' পাশ থেকে টিপ্পনী কাটল শীলা।

সামনে এগোল ফ্র্যাংক, আলমারির কয়েকটা কাপড় সরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে, তারপর আবার করিডরে বেরিয়ে এল।

'ঠিক আছে, জেস। চলে এস।'

সামনের কামরায় ফিরে এল সে, থামল আবার, যেন লেন সয়্যারের উপস্থিতির প্রমাণ না-নিয়ে যেতে চায় না। সুসানার অসমাপ্ত স্কার্টটা পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। পিস্তলের মাথায়

বইঘর.কম

আটকে ওটা চোখের সামনে তুলল সে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল একবার, তারপর দুমদুম করে মেঝে কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। জেস মুর পিছু নিল।

boighar.com

সাত

স্পেশলে ফিরে ব্যাজার মুখে বারে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাংক। টেকো বার্চ নীরবে বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দিল। কনুইয়ের ভরে সামনে ঝুঁকল স্যালুন মালিক, বলল, 'শেরিফের অফিসে খুঁজে দেখতে পার। ব্যাটা হয়ত ওখানে লুকিয়ে আছে।'

'গাধার মত কথা বোল না,' ধমকের সুরে বলল ফ্র্যাংক। গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে সাবাড় করল একচুমুকে, রাগত চোখে একটুক্ষণ চেয়ে রইল শূন্য গ্লাসের ভেতরে। তারপর ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্মচারিদের ওপর নজর বোলাল। কেউ কেউ তাস খেলছে, অন্যরা দেখছে খেলা।

'জেস, ক্রু-র অফিসটা একবার দেখে এস গিয়ে,' আদেশ করল ফ্র্যাংক।

বার্চের থলথলে মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়ল। তার মতামতের মূল্য দেয়া হয়েছে। সবজান্তা ভঙ্গিতে সে বলল, 'ও ঠিকই আসবে। এ-ধরনের লোকেরা পালায় না।'

একজন সঙ্গীসহ জেস মুর শেরিফের অফিসে তল্লাশি চালাতে

বইঘর.কম

বেরিয়ে গেল।

তাসের আড্ডা থেকে গলা চড়িয়ে স্যালুন মালিককে ডাকল একজন। 'ঘরে বাতি দাও, বার্চ। অন্ধকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।' বার্চ তার অনুরোধ রক্ষার্থে এগিয়ে গেল।

চুপিসারে কখন-যেন সাঁঝ ঢুকে পড়েছে স্যালুনে। রাত নামতে বিশেষ দেরি নেই। অথচ এখনো সে অলস বসে আছে, ফ্র্যাংক ভাবে হিংস্রভাবে। সিক্সটি সিক্সের ওপর নজর রাখছে তার এক লোক। রিজ ক্যাম্পে পাহারায় আছে একজন, এবং আরেকজন গেছে রিলিফে। আর সে নিজে অপেক্ষা করছে বেণ্ডার ব্রেক থেকে কী খবর আনে তা শোনার জন্যে। এমন তো হতে পারে, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, রেড তার দায়িত্ব পালন করেছে। ক্রোধের তীব্র এক ঢেউ এখন ঝাপটা মারল ফ্র্যাংক আইভিকে। এখন সে জানে সুসানার ওপর নিরঙ্কুশ বিজয় আর ওর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র লোক—তার নাম লেন সয়্যার। যতদিন লাগুক, ওই লোককে খুঁজে বার করে হত্যা করবে সে। ঘাসের দখল নেবার লক্ষ্যে সয়্যারের দুঃসাহসী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সিক্সটি সিক্সের পক্ষে জিম ক্রু-র সমর্থন আদায়ের উপায় হিসেবে সুসানার গরুবাছুর বিসর্জন দিয়েছে সে। ফ্র্যাংকের মনে কোন সংশয় নেই, ওই স্ট্যামপিডের হোতা লেন সয়্যার। এবং ওর কারণেই জিম ক্রু এখন মরে পড়ে আছে বেল ওয়াগন শেডে।

কৃতজ্ঞতার সাথে কথাটা ভাবে ফ্র্যাংক। ক্রু, এখন সে নিজের কাছে স্বীকার করতে পারে, তার পথের কাঁটা ছিল। ক্রু-কে ভয় পেত না সে, পিস্তলে লোকটার দক্ষতার সুনাম নিয়েও মাথা

boighar.com

ঘামায়নি কখনো, কিন্তু সুসানার মত সেও ক্রু-র সমর্থন লাভের আশায় বহু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। এখন মনে হয় নেহাত বোকামি হয়েছিল কাজটা, আর এই ধারণা ফ্র্যাংকের অসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে তোলে। যেমন হয়ে থাকে, এ-ধরনের সেকেলে নীতিবাগীশ মানুষগুলো, অকুতোভয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ক্রু। কিন্তু জানতেও পেল না ভুল একটি বিশ্বাসের ওপর সে আত্মাহুতি দিল। আর একথা মনে হলেই ফ্র্যাংক আইভি নষ্ট একটা আনন্দ পাচ্ছে। ক্রু ভুল পথে ছিল এই আত্মবিশ্বাস তাকে অধিকার দিয়েছে স্পেশলে এসে ক্রু-কে হত্যা করার কথা অকপটে খুলে বলার। মূলত এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে বলতে পেরেছে যে-কেউ তদন্ত করে দেখতে পারে সুসানার গরুবাছুর হত্যা করার পেছনে তার কোন হাত ছিল কিনা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা, এটা তাকে অধিকার দিয়েছে সুসানাকে পিষে ফেলবার। আর যখন তা ফেলবে জীবিত কোন মানুষ তাকে দোষ দিতে পারবে না। শুধু লেন সয়্যার আর, ঘটনাচক্রে, বিল শেলকে নিকেশ করা এখনো বাকি রয়ে গেছে। এ-দুটো কাজও যখন সারা হয়ে যাবে, সে-ই হবে বেঞ্চের রাজা। সুসানা শেষ, জর্জ বুশের ক্ষমতা অস্তাচলে। তার, ফ্র্যাংক আইভির, কথাই হবে বেঞ্চের আইন।

আরেক দফা ড্রিংক নিয়ে গলায় ঢালল সে, বাইরে তাকাল। অন্ধকার নেমেছে। বিরক্তির সাথে বোতলটা দূরে ঠেলে দিল ফ্র্যাংক। সুরা তাকে আমেজ দিতে পারছে না। একটা সিগার ধরাল সে, বারের আয়নায় দেখল মার্টিন বনডুর‍্যান্ট স্যালুনে ঢুকছে।

বইঘর.কম

বারে এসে দাঁড়াল দোকানি। কাছে গিয়ে বার্চ ওর ফরমাস নিল। ভদ্রলোক মাত্রেই যা করে, বনড্‌র‍্যাণ্টের কর্তব্য ছিল আশেপাশে তাকিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশে সম্ভাষণ জানান। কিন্তু তা করল না সে। বারে কনুই ঠেকিয়ে নীরবে নিজের হস্তরেখা বিচার করতে লাগল। সহসা আইভি অনুধাবন করল বনড্‌র‍্যাণ্ট তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে ব্যাপারটা ক্রুদ্ধ করে তুলল ওকে।

'ইভনিং, মার্টিন, বলল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে শীতল ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বনড্‌র‍্যাণ্ট, চোখ সরিয়ে নিল। ফ্র্যাংক ওর কাছে সরে গেল।

'আমাকে চিনতে পারছ না, মার্টিন?' ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি ফ্র্যাংক আইভি।'

বনড্‌র‍্যাণ্ট ঘাড় ফেরাল, দৃষ্টি এখনো শীতল, বলল, 'হ্যাঁ, চিনেছি। তুমি আর কক্ষনো আমার দোকানে আসবে না, ফ্র্যাংক।'

ফ্র্যাংক চেয়ে থাকল ওর দিকে, চোখে একই সঙ্গে বিস্ময় আর ক্রোধের উচ্ছ্বাস। ডিংক টেনে নিয়ে গলা ভেজাল বনড্‌র‍্যাণ্ট, তারপর আইভির উদ্দেশে ফিরে শান্ত গলায় বলল, 'ওভাবে চলে যাওয়া জিমের প্রাপ্য ছিল না, ফ্র্যাংক। আমরা অনেকেই এটা মনে করি।'

ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে গেল সে। ফ্র্যাংক ফাঁকা দৃষ্টিতে বার্চের পানে তাকাল। 'শুনলে কথা?'

বার্চ নরম হাসল। 'ধাক্কাটা সামলে নেবার জন্যে ওদের একটু সময় দাও। দেখবে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ফ্র্যাংক আবার বোতলের শরণ নিল, কিন্তু এখন নতুন এক রাগ

boighar.com

অনবরত খুঁচিয়ে চলে তাকে। এবং সেই সঙ্গে এক চরম বিস্ময়বোধ। ক্রু-র মৃত্যু সম্পর্কে ওর কথা ওরা তাহলে বিশ্বাস করেনি? তারমানে ওদের ধারণা সত্যি সত্যি সে সুসানার গরুবাছুর হত্যা করেছে এবং তারপর ক্রু যখন তাকে গ্রেফতার করতে গেছে তাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে? ধীরে ধীরে সীমাহীন এক ক্রোধ আচ্ছন্ন করল আইভিকে, তারপর একসময় ঘোর কেটে গিয়ে আক্রোশের রূপ নিল সেটা। ওদের যা খুশি ভাবতে পারে। সে ঠিক পথে আছে। তার বিবেক পরিষ্কার। ওদের সে ঘৃণা করে, গোটা শহরটাকেই, বরাবর তা-ই করে আসছে।

একটা জুয়ার টেবিলে গেল ফ্র্যাংক, বলল, 'আমি খেতে যাচ্ছি।' তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

বেশি লোকের জায়গা হয় না হোটেলের ডাইনিং রুমে। ফ্র্যাংক ওর নির্ধারিত টেবিলের দিকে যেতে যেতে লক্ষ করল খদ্দেররা সবাই কথা বলায় অথবা খাওয়ায় ব্যস্ত। এলিস নামের যে-মেয়েটি সাধারণত তাকে খাবার এনে দেয় আজ রাতে সে এল না। অন্য একটি মেয়ে পরিবেশন করল এবং ফ্র্যাংক অন্ধকার মুখে আহারে মনোনিবেশ করল।

যখন সারা হল খাওয়া, আচমকা আইভি খেয়াল করল ঘরে সে একা। কেউ নেই, এমনকি একজন ওয়েট্রেসও না। একটা সিগার বার করল সে, নিবিষ্ট মনে জরিপ করতে লাগল সেটা। তার অহংকার তাকে তাড়াহুড়ো করতে দেয় না। কিন্তু ওর অন্তস্তলে ফ্র্যাংক জানে সে এখানে অবাঞ্ছিত। আর এই অনুভূতি তাকে খেপিয়ে তোলে। মানুষের কাছে ভালবাসা প্রত্যাশা করে না সে,

কিন্তু সম্মান দাবি করে। স্বাধীন যে-কোন মানুষই যা করবে, নিজের অধিকারকে সে সুরক্ষা করেছে। তবু কেউ তাকে বিশ্বাস করছে না। লেন সয়্যার, সবিদ্বেষে ও ভাবে, কড়ায়-গণ্ডায় এর মাশুল গুনবে। আজ রাতের এই ঘটনার পর গোটা পশ্চিমও সয়্যারকে লুকাবার পক্ষে যথেষ্ট বড় জায়গা হবে না।

খাবারের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এল সে, বারান্দার কোণে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। অন্ধকার ওর স্থৈর্য ফিরিয়ে আনল খানিকটা। আধাআধি শেষ হয়েছে তার সিগার এই সময়ে শীলা বার্ড, বগলে বড়সড় একটা প্যাকেট নিয়ে সাইড স্ট্রিট পেরিয়ে রাস্তার এপাশে এসে হোটেলের ধাপিতে উঠল। ফ্র্যাংকের সাথে চোখাচোখি হল তার। কেউই কথা বলল না। শীলা ভেতরে ঢুকে গেল। কেরানি বাইসের সাথে নিচু গলায় ওর কথাবার্তার আওয়াজ পেল ফ্র্যাংক এবং একটু বাদে শীলা খালি হাতে বেরিয়ে এল। এবারে ওর দিকে তাকাল না মেয়েটা, রাস্তায় নেমে সোজা বাসার পথ ধরল।

এখন উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাংক, ডেস্কে গিয়ে বুড়ো বাইসকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'কেন এসেছিল ও?'

বাইসও জানে। ওর দুর্বল কৃশ মুখে স্পষ্ট অসন্তোষ লক্ষ করে ফ্র্যাংক, এবং এতে তার রাগ আরো চড়ে গেল। বাইস যখন জবাব দিল না কোন, ডেস্কের ওপর দুটো হাতই রেখে ফ্র্যাংক থমথমে গলায় বলল, 'আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি।'

'শীলা জানতে চাইছিল আজকের স্টেজে কেউ যাচ্ছে কিনা বলল প্যাকেটে নতুন একটা জামা আছে, এটা যেন এজেন্টে..

boighar.com

বউয়ের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।'

কথাটা এক মুহূর্ত বিচার করল ফ্র্যাংক, সন্দেহজনক মনে হল না। গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়াল সে, ফের বারান্দায় এসে বসল। রেড আর সয়্যারের খবরের আশায় বেণ্ডারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

সামনের দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে লেন অন্ধকার ঘরের দোরগোড়ায়-ঝোলান পর্দার দিকে তাকাল। জমাট অন্ধকারে বিল শেলের সিগারেটের আগুন গনগন করছে। লেন আবার কান খাড়া করল। জ্বরের ঘোরে তার শোনার ভুল হয়ে থাকতে পারে, তাই নিশ্চিত হতে চাইল। হঠাৎ ফাঁক হয়ে গেল পর্দা এবং শীলা ভেতরে ঢুকল। বাড়ির এ-কামরা ইচ্ছে করেই অন্ধকার রাখা হয়েছে। যাতে কৌতূহলী কোন বেল কর্মচারি হঠাৎ উঁকি দিলেও কিছু দেখতে না পায়।

'বাহ্, এই তো দিব্বি উঠে বসেছ?' শীলার কণ্ঠে আনন্দের ছোঁয়া। 'কেমন বোধ করছ এখন?'

'ভাল,' লেন বলল। 'তারপর, জানতে পারলে কিছু?'

'এখান থেকে কেউ স্টেজ ধরছে না।' ইতস্তত করল শীলা, তারপর যখন খেই ধরল ওর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেছে। 'ফ্র্যাংক আইভি বারান্দায় বসে। আমি কিন্তু খুব ভরসা পাচ্ছি না, বিল।'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই, শীলা,' বিল ম্লান কণ্ঠে বলল। 'লেন ঘোড়ায় চড়ে এক মাইলও যেতে পারবে না।'

'ফ্র্যাংক যদি তল্লাশি করে?'

বইঘর.কম

'তাহলে দফা ওখানেই শেষ,' লেন বলল। ঘর অন্ধকার থাকায় মনে মনে সে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়। ঘাম জমেছে তার কপালে, শরীর কাঁপছে।

'সময় হয়ে এল প্রায়,' বিল মন্তব্য করল। 'তোমার পা দুটোকে এবার একটু খাটাও, বাছা।'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লেন। সামান্য নড়াচড়ায় কাঁধ আর শরীরের বাঁ-পাশে নিমেষে তীব্র তপ্ত যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল। খাট ধরে টাল সামলাল সে, ব্যথা না-কমা অবধি নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল। ওর বাঁ-হাত অসাড়, কোন কাজ করছে না।

'ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই,' বলেই পরক্ষণে লেন বুঝল এ-মুহূর্তে কথা বলা তার উচিত হয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলা কেঁপে গেছে।

পেয়ালায় হিস্ করে বিলের সিগারেট নিভে যাবার শব্দ পেল ও, তারপর বিল কাছে এসে ওর বাহুর নিচে হাত রাখল। ঠাণ্ডা তিনটে ঘামের ফোঁটা নেমে গেল লেনের মেরুদণ্ড বেয়ে, কানের ভেতর টানা ঝমঝম আওয়াজ শুরু হল, এবং তারপর আচমকা এত শীত-শীত করতে লাগল যে সে কেঁপে উঠল।

ক্লান্ত পায়ে করিডরে বেরিয়ে এল লেন। শীলা ওকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে গেল। হাঁটু গেড়ে বসল সে, কেবিনেটের তলা থেকে লুকান-টুপিটা বার করে আনল। ওটা নিয়ে মাথায় দিল লেন, তাকাল শীলার দিকে। ওর মুখ ঝাপসা লাগল তার চোখে। শীলাকে কিছু একটা বলতে চাইল সে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজল। কিন্তু প্রচণ্ড জ্বরে মাথা ঠিকমত কাজ করল না। এখন

boighar.com

শুধু একটি চিন্তাই চলছে তার ভেতরে, অনুপল নিজেকে সে বলছে : সোজা থাক, সোজা থাক।

মুখে ও কেবল বলতে পারল, 'বিদায়, শীলা।' প্রত্যুত্তরে শীলা কিছু বলল না। এবার ঘুরে সামনের ঘরের দিকে এগোল লেন, বিল শেলের সহায়তায় দরজায় গিয়ে থামল। ওকে রেখে চট করে বাইরেটা একবার দেখে এল বিল, ডাকল, 'এস, বাছা।'

বাহুতে শীলার পেলব হাতের স্পর্শ পেল লেন, রাস্তায় নামল। সঙ্গে সঙ্গে বিল ওকে নিজের জিম্মায় নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পোড়ো জমিটার ওপাশে এগোল। রাতের শীতল বাতাসে বুকভরে নিশ্বাস নিল লেন, ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল আবার, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। কিন্তু বিলের সজাগ হাতের ইশারা সোজা রাখল তাকে, লিভারি স্ট্যাবলের দেয়ালের পাশে নিয়ে এল।

'হেলান দাও,' ফিসফিস করে বলল বিল।

তাই করল লেন, মাথা ঝুলছে বুকের ওপর, উদগত বমি রোধ করার চেষ্টায় অনবরত গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছে। যদি এখন একটু জোর পেতাম শরীরে, রাগতভাবে ভাবল লেন। প্রতিটি হার্টবিটের সাথে ওর কাঁধ আর বাম পাঁজর দবদব করছে। এখন সে মরিয়াভাবে সচেষ্ট হল হাঁটু সোজা রাখতে, ঘাড় ফেরাতে চোখে পড়ল বিল কোণে দাঁড়িয়ে। রাস্তার উজানে নজর রাখছে।

চোখ বন্ধ করে লেন। মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে এভাবে। পাপড়ির পেছনে লাল-হলুদ উজ্জ্বল সব বাতি জ্বলছে আর নিভছে। চেষ্টা করলেও কোনকিছুতে মনোযোগ স্থির থাকছে না। আশ্চর্য, একবার রুথ আর ছেলের বেদনার্ত স্মৃতি জেগে উঠল

বইঘর.কম

মনে, কিন্তু সে দুঃখ বোধ করতে পারার আগেই সেসব স্মৃতি সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে নিল আইভির চিন্তা। তারপর সুসানা আর শীলার। লেনের খেয়াল পড়ে শীলাকে সে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এটাও ধরে রাখতে পারল না তার মন, ঘোরের মধ্যে সে সবেগে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল। তারপর বিলের ধাক্কায় হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল, অনুভব করল ব্যথার তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। boighar

'তো ওই কথাই রইল, বাছা। সব মনে আছে নিশ্চয় ?'

'কী কথা ?' বোকার মত ফিসফিস করে বলল লেন। তারপর অস্পষ্টভাবে সে বিলের খিস্তি শুনতে পেল, ভাবল ব্যাপারটা বোধহয় স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে।

'শোন,' বিল বলল ক্ষিপ্ত সুরে।' 'হ্যারি গলা ভেজাতে স্পেশলে ঢুকবে। জো ঘোড়া বদলে আনতে যাবে আস্তাবলের পেছনে। এই ফাঁকে, তুমি স্টেজে উঠে পড়বে। কোন কথা বলবে না, স্রেফ বসে থাকবে চুপ করে।'

জড়ভরতের মত মাথা দোলাল লেন, সোজা হয়ে দাঁড়াল অতিকষ্টে, বিলের সাহায্যে দালানের কোনায় গেল। এখন স্টেজের আওয়াজ শুনতে পায় সে, মোড় ঘুরে লিভারি আর্চওয়ের সামনে থামছে।

জো লিলির সম্ভাষণ শুনতে পেল ও। তারপর পরিষ্কার গলায় হ্যারি বলে উঠল, 'ওই হুইল হর্সটা একবার দেখ, জো। ওটা খোঁড়াচ্ছে।'

কোণের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বিল সন্তর্পণে উঁকি দিল স্টেজের

boighar.com

দিকে। আর ওই অপেক্ষার মধ্যেই লেন হার্নেস চেনের ঝনঝন আর জো লিলির নরম গলার খিস্তি শুনল। তারপর কাঠের মেঝেয় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। প্রত্যেকটা শব্দই জোরাল মনে হয় তার কাছে। এর কারণ সে বুঝতে পারে না, তবু ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, যেন এসব শব্দ আলাদা কোন ইঙ্গিত বহন করছে

'এইবার,' বলে আলতো হাতে তাড়া দিল বিল। পা বাড়াল লেন, হোঁচট খেল। ধরে ফেলল বিল, নিচু কণ্ঠে খিস্তি করে উঠল। লেনকে ধরে স্টেজের পেছনের কোনা ঘুরল সে, দরজা খুলে হতাশা-মেশান গলায় বলল, 'উঠে পড়।'

সমস্ত শক্তি একত্র করল লেন, টের পেল বিল ওর পা স্টেজের রেকাবে তুলে দিয়েছে। একঝটকায় উঁচু হল সে, ভারসাম্য হারাল, দুর্বলভাবে হাত বাড়াল দরজার হাতলের দিকে। পারল না ধরতে, পড়ে গেল, খেয়াল রাখল দেহের ভর যেন ডান পাশে থাকে। দড়াম করে স্টেজের মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে, অনুভব করল ব্যথায় তার শরীরে আগুন ধরে গেছে। ওদিকে দরজাও তখন বন্ধ হয়ে গেছে পেছনে।

এভাবে কাজ হবে না, ভাবল লেন, হাতড়ে পিস্তলটা বার করে নিল কোমর থেকে। ধুলোভর্তি কাঠের মেঝেয় মুখ গুঁজে একটুক্ষণ পড়ে থাকল সে, তারপর মাথা তুলে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল সহযাত্রী আর কেউ আছে কিনা। দেখতে পেল না কাউকে। ঠায় পড়ে রইল সে, ব্যথা কমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

হার্নেসে নতুন ঘোড়া জুড়ে দেয়ার শব্দ পেল ও। এরপর হ্যারি

এসে পড়ল স্পেশল থেকে। নিচু গলায় ও আর জো লিলি শেরিফ ক্রু-র নিহত হবার ঘটনাটা আলাপ করল, তারপর হ্যারি পাদানিতে চড়তেই কঁ্যাচ করে উঠল স্টেজ, সামান্য কাত হয়ে গেল। হ্যারির বকাঝকা ছাপিয়ে ঘর্ঘর শব্দ তুলে এগোতে শুরু করল গাড়ি, খানিক দুর গিয়ে থামল আবার। লেন আঁচ-অনুমানের চেষ্টা করল হঠাৎ কেন এই যাত্রাবিরতি।

'তোমার কাছে কী আছে, বাইস ?' হ্যারির গলা শোনা গেল, লেন বুঝল ওরা এখন হোটেলে।

একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'এটা মিসেস জেন্টি্কে পৌঁছে দিয়ো, হ্যারি।'

এরপর আবার শোনা গেল হ্যারির গলা, এবং লেন, ব্যথা সত্ত্বেও, ওর কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে পারল। 'ওহ্, হ্যালো ফ্র্যাংক।'

'আসার পথে ব্রেকে কাউকে দেখেছ, হ্যারি ?'

'বুড়ো ওয়ার্টনকে। কেন বল তো ?'

'না, এমনি।'

অল্প নীরবতা, তারপর সপাং করে উঠল হ্যারির চাবুক, স্টেজের চাকা গড়াতে শুরু করল।

পাহাড়ি রাস্তায় পৌঁছে কখন-যেন ঢাকা পড়ে গেল সব শব্দ এবং লেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে চেতন হল সে, মনে করবার প্রয়াস পেল কোথায় আছে কিন্তু অসুস্থ মাথা বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। এরপর অনেক, অনেকক্ষণ জেগে থাকল সে। ব্যথায় তার আপাদমস্তক এখন জর্জরিত। মেঝের পাটাতনে মুখ রেখে পড়ে

boighar.com

আছে, রাস্তায় স্টেজের প্রত্যেক ঝাঁকুনিতে একেকটা ব্যথার দমক ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। লেন বোঝে বেশিক্ষণ সে এ-অবস্থা সহ্য করতে পারবে না। মরিয়া হয়ে হাঁটুর ভরে উঠে বসল ও, সিটের সন্ধানে মাতালের মত হাত বাড়াল। নাগাল পেল ওটার।

সিটের পাতলা গদির ওপর রেখে মাথাটাকে বিশ্রাম দিল। তাৎক্ষণিক ব্যথা কমে এল আস্তে আস্তে, এবং একটু আরাম বোধ হওয়ায় ও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই এত জোরে আঘাত পেল যে ককিয়ে উঠে জেগে গেল। স্টেজ আচমকা বাঁক নেয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে কোচের দেয়ালের ওপর ছিটকে পড়েছে সে। সিটে মুখ লুকাল লেন, গদি কামড়ে যন্ত্রণার ধাক্কা হজম করল। ওর কাঁধ আবার ভিজে উঠেছে। বুঝল ক্ষতের মুখ খুলে গেছে। এবার আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে। যেভাবেই হোক, সিটে উঠে তাকে শুয়ে পড়তে হবে। এই একটি কাজের মত আর কোনকিছুই যেন আগে কখনো এত জরুরি মনে হয়নি। হাঁটু গেড়ে বসল সে, ঘেমে নেয়ে উঠেছে, কাজটা সম্পন্ন করার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে। একবার চেষ্টা করল কিন্তু স্টেজের ঝাঁকুনি তাকে ফেলে দিল। পরের বার স্টেজের দোলার সাথে তাল মিলিয়ে উঁচু হল, সিটের পিঠে ঠোক্কর খেল ওর মাথা। তবু নাছোড় সে শরীর ঘুরিয়ে নিল, পিঠ আর অক্ষত হাতের ভরে শুয়ে পড়ল ধপ করে। অল্পক্ষণের ভেতর ঘুমে জড়িয়ে এল তার দুচোখ।

একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে গেল সে, তবে ঘুম একে বলা যাবে না। জ্বরে ওর চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে; ফলে আধো-জাগ্রত মুহূর্তগুলো কাটছে আরো অসহনীয়ভাবে। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাও

বইঘর.কম

মনে করতে পারছে না—এমনকি কোথায় যাচ্ছে এবং কীভাবে এখানে এসেছে তা-ও না। কেবল একবার, স্টেজের টানা ঊর্ধ্বগতি থেকে বুঝতে পারল তারা ওপর পানে উঠছে। পরক্ষণে সিগন্যাল থেকে বহির্গামী পাহাড়ি রাস্তার ছবি বিদ্যুৎচমকের মত ওর মনে পড়ে গেল এবং শিউরে উঠল সে। এভাবে আর খানিকক্ষণ চললে তাকে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর, একটা স্বপ্নের ভেতর থেকে লেন বাস্তবে ফিরে এল মানুষের গলার আওয়াজে। ও টের পেল স্টেজ থেমে আছে।

নিশ্চল পড়ে রইল সে, একটা শব্দ থেকে বুঝল দরজা খুলে কেউ একজন ভেতরে ঢুকেছে।

'তুমি ঠিক আছ, বাছা ?'

বিল শেল। বোবা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লেন, জিভ নেড়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল যাতে কথা বলতে পারে। বাইরে তাকাল বিল, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'আমাকে একটু সাহায্য কর, হ্যারি।'

পাঁজাকোলা করে ওকে বাইরে আনল ওরা, ঢালু একটা জায়গায় শুইয়ে দিল। এরপর ম্যাচ জ্বালল বিল শেল।

আলো সইতে না-পেরে চোখ কোঁচকাল লেন এবং বিলের প্রশ্নের জবাব দিল ফিসফিস করে, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি।'

'তুমি আগে জানালে আমি আরেকটু আস্তে চালাতাম, বিল,' আন্তরিক গলায় সমবেদনা প্রকাশ করল হ্যারি।

'লিলির ব্যাপারে আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি,' বিল ব্যাখ্যা করল। 'প্রথম থেকেই আমি তোমাকে ধরার চেষ্টা করছি।'

boighar.com

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা, তারপর হ্যারি নিচু স্বরে বলল, 'ওকে তুমি বেশিদূরে নিয়ে যেতে পারবে না, বিল।'

'পারতেই হবে।' গালে বিলের চিমটি অনুভব করল লেন, চোখ মেলল। 'ঠিক আছি আমি,' আবার বলল সে।

'বাছা, এবার আমি তোমাকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দেব। পারবে উঠতে?'

জবাব দিতে পারল না লেন। হতাশায় বিল খিস্তি করে উঠল, হ্যারির সাহায্য চাইল।

লেনকে ঘোড়ার পিঠে তুলল ওরা। ব্যথায় ফের তীব্র প্রতিবাদ জানাল তার শরীর। চকিতে একটা স্মৃতি মনে পড়ল ওর। ব্রেক থেকে তার ফিরে আসার ছবি। অক্ষত হাতে কেশর আঁকড়ে ধরল লেন, আর বিল ওর পা দুটো ঘোড়ার পেটের নিচে জড় করে বেঁধে দিল।

হ্যারি বলল, 'ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'তুমি আমার বন্ধু, হ্যারি, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু না,' বিল জবাব দিল। 'আর একটা কথা।'

'কী?'

'ফ্র্যাংক আইভি যদি কখনো একথা জানতে পারে, হ্যারি, আমি তোমাকে খুন করব। কসম।'

'জানবে না,' হ্যারি প্রতিশ্রুতি দিল। 'লোকটাকে আমি পছন্দ করি না।'

'জানলে তুমি মরবে,' পুনরাবৃত্তি করল বিল।

সরে এল ওরা। লেন টের পায় ওর ঘোড়াটা হাঁটছে। জ্বরগ্রস্ত

বইঘর.কম

স্বপ্নের ভেতর আবার সে হারিয়ে গেল। পরে আর কখনই এই রাতের কোনকিছু মনে করতে পারেনি ও, কেবল ঘোড়ার পিঠে এভাবে বসে থাকার স্মৃতি ছাড়া। ওর মনে আছে দুঃসহ এই পথশ্রম তখনই কেটেছিল যখন বিল ওকে নামিয়ে নিয়েছিল ঘোড়া থেকে। দিনের আলো ছিল তখন, তারপর হঠাৎ করে আবার আঁধার হয়ে গেল সব। পিঠের নিচে শক্ত মাটির স্পর্শ পেল সে।

গুহাপথের আবছা আলোয় বিল শেলের মুখের খানিকটা চোখে পড়ল ওর। ক্লান্ত গম্ভীর সে-মুখ।

'খাবে কিছু?' বিল জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়াল লেন। বিল স্বভাবসুলভ হাসি হাসল। 'ঠিক আছে, তুমি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পার, বাছা।'

নিশ্চয় তাকে খুব হতবুদ্ধি দেখিয়ে থাকবে, কারণ এর পরপরই বিল যোগ করল, 'বাছা, এটা রিলিফের কাছেই পুরান একটা খনি। এখানে তুমি নিরাপদ।'

তারও নিশ্চয় বিশ্বাস হয়ে থাকবে কথাটা, কেননা এবার সে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

boighar.com

আট

ওয়াগনে করে খুব সকালে সুসানার মালপত্র সিক্সটি সিক্সে এসে পৌঁছাল। দূরে থাকতেই ওয়াগনের সাথে একজন আউটরাইডারকে চোখে পড়ল তার। ওই রাইডার ওর বাবা।

উঠনে প্রবেশ করল ওয়াগন, বারান্দার সামনে রোদ্দুরের মধ্যে থামল। সুসানা পোর্চের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বলল, 'মর্নিং, বাবা।'

'মর্নিং, সুসানা।' হাত ইশারায় ওয়াগনটা দেখালেন জর্জ বুশ। 'এখনো এসব চাই তোর?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

লেনের খবর না-পাওয়ায় এমনিতেই কাল সারাদিন ভয়ংকর অনিশ্চিতির মধ্যে কাটিয়েছে, তায় রাতটা গেছে নির্ঘুম। ফলে আজ সকালে সুসানার মেজাজ খিটখিটে হয়ে ছিল। তাই কথা বলার সময়ে ওর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল। 'নিশ্চয়ই। এটা তো আমি আগেও বলেছি তোমাকে।'

জর্জ বললেন ওয়াগন চালককে, 'নামাও, ফ্রেড,' এরপর তাঁর বিমূঢ় দৃষ্টি সুসানার ওপর এসে স্থির হল। 'বাড়িটা নাহয় আছে এখনো। কিন্তু গরুবাছুরের কী করবি?'

বইঘর.কম

'তার ব্যবস্থা জিম ক্রু-ই করবে,' সুসানা বলল···'ওগুলো বারান্দায় রাখ, ফ্রেড।'

সুসানা লক্ষ করল ওর বাবা আর ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রম দুজনেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এবার জর্জ বললেন, 'তুই শুনিসনি তাহলে? জিম ক্রু মারা গেছে।'

'না,' সুসানা বলল তড়িঘড়ি।

'জিম ফ্র্যাংককে অ্যারেস্ট করতে নিলে সে ওকে গুলি করেছে।'

দীর্ঘ একটা স্তম্ভিত মুহূর্ত সুসানা স্থির হয়ে রইল, তারপর নিদারুণ এক অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করল। ঘুরে দুহাতে মুখ ঢাকল সে, যেন এভাবে লুকাতে চাইছে। চট করে ঘোড়া থেকে নেমে বারান্দায় ওর কাছে গেলেন জর্জ। ক্ষণিকের জন্যে এমন এক গ্লানি আর মর্মযাতনা অনুভব করল সুসানা, যে, বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁর কোটের ল্যাপেল খামচে ধরে কাঁপতে লাগল।

'আমি ভেবেছিলাম তুই জানিস,' জর্জ বললেন মৃদু কণ্ঠে।

এবার আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল সে, আত্মগোপন করতে চাইল বাবার শরীরের মধ্যে। কারো, কোনদিন, জানা চলবে না, ভাবল সুসানা। কুৎসিত এক ভীতি এখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ওকে। সে-ই খুন করেছে জিম ক্রু-কে। কোনমতেই একথা জানা চলবে না কারো। প্রাণপণ চেষ্টা পায় ও কাঁপুনি বন্ধ করার, কিন্তু বাবার চোখের দিকে তাকায় না। সুসানার শৈশবে যেমন করেছেন, মেয়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন জর্জ। তারপর একসময় মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেল সুসানা, একটা দীর্ঘশ্বাস

boighar.com

ফেলল। এখনই হবে তার শক্তির আসল পরীক্ষা। এবারের লড়াইটা তাকে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। দীর্ঘ কয়েক মিনিটের প্রযত্নে সাহস সঞ্চয় করার পর সোজা হল ও, বাবার বুক থেকে সরে এসে রুমালে চোখ মুছল। জর্জ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ফ্র্যাংক উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'এর মাশুল সে গুনবে,' সুসানা বলল ম্লান অথচ দৃঢ় স্বরে। 'গুনতে তাকে হবেই।'

'কীভাবে?' জর্জের কণ্ঠে এখন আবেদনের সুর বাজল। 'সুসানা, এখানে তুমি ওর কাছ থেকে নিরাপদ নও। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

ঘুরে লিভিং রুমে ঢুকে গেল সুসানা। জর্জ পিছু নিলেন ওর। কাছের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও, অপলকে মেঝের দিকে তাকিয়ে ইতিকর্তব্য ভাবতে লাগল। জর্জ মমতা-মাখা চোখে তাকিয়ে রইলেন তাঁর একমাত্র সন্তানের দিকে।

'সয়্যারের খোঁজে লোকজন নিয়ে কাল রাতে শহরে ছিল ফ্র্যাংক। ওর ধারণা—'

'ওকে ধরে ফেলেছে সে?' চকিতে জানতে চাইল সুসানা।

'না। কেউ জানে না ওর হদিস। ফ্র্যাংকের বিশ্বাস তোর গরুবাছুর সয়্যারই স্ট্যামপিড করিয়েছে, তারপর দোষটা চাপিয়ে দিয়েছে বেল র‍্যাঞ্চের ঘাড়ে। ও কোথায়?'

'আমি জানি না,' ফিসফিস করে বলল সুসানা, তারপর প্রতিবাদের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল, 'ওহ্, বাবা। আমাকে এখন একা থাকতে দাও। একা!'

পোর্চে বেরিয়ে এলেন বুশ। এক চরম হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে সুসানা ঘরে বসে থাকল। তারপর, ধীরে ধীরে, নিজের কষ্টগুলোকে সে আলাদা করতে তৎপর হল। লেন অসুস্থ এবং আহত। ফ্র্যাংক শহরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিল আর শীলা সযত্নে লেনকে রক্ষা করবে তার জন্যে, এই অন্ধ আশা ছাড়া ওর পক্ষে এখন আর অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। এটা তাকে বিশ্বাস করতে হবে, নচেৎ পাগল হয়ে যাবে সে।

এরপর সেই ভীতিটা ফিরে এল আবার। ধূর্ততার সাথে এর বিরুদ্ধে লড়ল সুসানার মন। সে ভাবে ঘটনাটা জানে মাত্র চারজন। পিবলস বেইলি বিল শেল এবং লিংক টমস। প্রথম দুজন বলবে না কারণ তারা সরাসরি অপরাধের সাথে জড়িত। লিংক টমস আমার অনুরক্ত। বিল শেলের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। এবার বিল শেল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সে। বিল লেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুসানার অপরাধের মাত্রা লক্ষ করে সে কি লেনের কাছে বলে দেবে ক্রু-র মৃত্যুর জন্যে ও-ই দায়ী? বিল আবেগপ্রবণ মানুষ, তাকে বিশ্বাস করা যায় না। ও লেনকে সব বলে দিলে সুসানা শেষ হয়ে যাবে। লেনের ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না সে। এরচেয়ে মৃত্যুও বরং বহুগুণে ভাল হবে, তার জন্যে।

সুসানা শুনতে পায় ওর বাবার তদারকিতে ফ্রেড ওয়াগন থেকে মালপত্র নামাচ্ছে। বিলকে থামাবার একটা উপায় মরিয়াভাবে সন্ধান করল ও। তারপর চকিতে একটি কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উত্তেজনার বশে উঠে দাঁড়াল। ঠিক, বিলের ওপর কর্তৃত্ব তার আছে। ঠিক যে ধরনের কর্তৃত্ব বিলের আছে তার ওপর। সুসানা

boiakar.com

নিশ্চিত যে এড বার্মার মৃত্যুর জন্যে বিল দায়ী। তার এই জ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সে বিলের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে। বিল এবং লেনকে খুঁজে বার করতে হবে। লেনের শুশ্রূষার ভার সে তুলে নেবে নিজের হাতে। আর এভাবেই তার হৃদয়ের আর্তিকে প্রকাশ করবে ওর কাছে। এবং এটা পরিণামে বিল শেলের মুখে তালা ঝুলিয়ে দেবে।

একছুটে পোর্চে বেরিয়ে এল সুসানা। দেখল ওর বাবা আর ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রম ওয়াগনের পাশে দাঁড়ান। দুজনেই কান খাড়া করে বাড়ির দূরের প্রান্তের দিকে তাকিয়ে। এরপর কয়েকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেল সে, এবং অল্পক্ষণের ভেতর তিনজন ঘোড়সওয়ার জোরকদমে বাড়ির কোনা ঘুরে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল। এবার সুসানাও এসে দাঁড়াল জর্জের পাশে। জেস মুরকে সঙ্গে করে আইভি দালানের পেছন থেকে বেরিয়ে এল ওদের দৃষ্টিপথে। জেস কোরালের দিকে চলে গেল। ফ্র্যাংক ওদের দেখে একঝটকায় ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখ, বারান্দার কিনারে এসে থামল।

ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রমের উদ্দেশে সে বলল, 'তুমি একদম নড়বে না,' তারপর জর্জ আর সুসানার দিকে ফিরল।

স্টেটসনের ছায়ায় ফ্র্যাংকের ভারি চৌকো মুখাবয়ব শীতল ও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। দৃষ্টির আগুনে সুসানাকে বিদ্ধ করল সে।

জর্জ কঠিন সুরে বললেন, 'এখানে তুমি কোনরকম গোঁয়ার্তুমির চেষ্টা কোর না, ফ্র্যাংক।'

তাঁকে আমল দিল না আইভি, লিণ্ডস্ট্রমের দিকে তাকিয়ে বলল,

'মালপত্র নামানর দরকার নেই।' তারপর রেকাব থেকে একটা পা তুলে নিল সে, স্যাডল হর্নের ওপর হাত রাখল।

'তোমার লোক সয়্যার ভুল করেছে, সুসানা,' গমগম করে উঠল আইভির ভারাট গলা। 'সে আছে এখানে?'

'না।'

'আমি দেখব খুঁজে।'

ঠিক এই সময়ে বার্ন থেকে মুর এবং অপর তিন বেল কর্মচারি টম পিবলস আর বেইলিকে তাড়িয়ে বার করে আনল। দুজনেই হাঁটছে, হাত মাথার ওপরে।

ফ্র্যাংকের কাছে এসে থামল ওরা। আইভি নির্দেশ দিল, 'তোমাদের মধ্যে দুজন গিয়ে বাড়িটা খুঁজে দেখ ভাল করে।' মুর এবং আরেকজন রাইডার সুসানা আর জর্জকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে গেল।

ফ্র্যাংক আবার তাকাল সুসানার উদ্দেশে। 'তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ, সুসানা। আমি তোমার যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

'না, আমি যাব না,' সুসানা বলল সতেজে।

একথার জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না ফ্র্যাংক, ঘাড় ফিরিয়ে পিবলস আর বেইলিকে সে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। 'বেঞ্চে তোমাদের কাজ শেষ। আজই কেটে পড়।'

এবার মুখ খুলল সুসানা, সোজা পিবলসের চোখে তাকিয়ে, 'ওর কথা শোনাই মনে হয় ভাল, টম। জিম ক্রু-কে ও খুন করেছে। এখন আর আইনের আশ্রয় পাচ্ছ না তুমি।'

সন্ধানী দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল পিবলস। সুসানা জানল টা

তার ইঙ্গিত বুঝেছে। এই একটি কথায় সে ওদের জানিয়ে দিয়েছে তার যে-নির্দেশ ওরা পালন করেছিল তা শেষ পর্যন্ত জিম ক্রু-র মৃত্যু ডেকে এনেছে। ঠোঁট ভেজাল পিবলস, বলল 'এখুনি?' তারপর ফ্র্যাংকের পানে তাকাল। আইভি চাঁচাছোলা গলায় বলল, 'এক্ষুনি। সুসানার জন্যেও ঘোড়া সাজাও।'

পাহারাদার পরিবেষ্টিত হয়ে পিবলস আর বেইলি কোরালে ফিরে গেল। আইভি আবার ফিরল সুসানার দিকে।

'তোমার লোক সয়্যার কেটসকে হত্যা করেছে বটে, তবে কেটসের গুলিও তার গায়ে লেগেছে।'

'রেড কেটস?' আঁতকে উঠে জর্জ বললেন।

বুশের দিকে ফ্র্যাংক তাকায় না পর্যন্ত, কেবল সুসানাকে লক্ষ করে। 'আমি ওকে ঠিকই শেষ করব, সুসানা। ডাক্তার এবং শীলা বার্ড দুজনেই মিথ্যে কথা বলেছে ওর হয়ে। ও সিগন্যাল থেকে পালিয়েছে। খুঁজে আমি ওকে বার করবই। এমন কোন জায়গা—' কথা থামাল ফ্র্যাংক এবং সুসানার মুখ দেখে বলল, 'অ, তারমানে তুমি জানতে লেন ওখানে।'

সুসানা জবাব দেয় না। সে বোঝে তার মুখে স্বস্তির ছাপ ফ্র্যাংকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফ্র্যাংক চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'চিন্তা হচ্ছে, না, সুসানা?' এবারও সুসানা নিরুত্তর রইল এবং ফ্র্যাংক একই ভঙ্গিতে বলল, 'আহত একটা লোক লুকিয়ে থাকবে আমার কাছ থেকে এরকম জায়গা খুব বেশি নেই। ওকে আমি ধরে ফেলব।'

হোসেফাকে সঙ্গে করে বারান্দায় পা রাখল মুর আর তার সঙ্গী। জেস বলল, 'নাহ্, এখানে নেই।'

বইঘর.কম

'আমার তা মনে হয় না,' বলে ফ্র্যাংক তাকাল হোসেফার দিকে। 'ওয়াগনে ওঠ তুমি,' আদেশ করল। মেক্সিক্যান আয়া নীরবে নেমে এল বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে, ওয়াগনে গিয়ে উঠল।

এবার, বেল কর্মচারিদের পাহারায়, সুসানার ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে হাজির হল পিবলস আর বেইলি।

ফ্র্যাংক আদেশ করল, 'স্যাডলে ওঠ, সুসানা।'

'না।'

'এই জায়গা আমি জ্বালিয়ে দেব।'

এতক্ষণে সুসানা উপলব্ধি করল জেদ করা বৃথা। ফ্র্যাংক সিক্সটি সিক্সকে ধ্বংস করার পণ করেছে। ওর সে-শক্তি নেই যে বাধা দেয়।

বুশ আপসের সুরে বললেন, 'ফ্র্যাংক, এর জন্যে তোমাকে একদিন পস্তাবে হবে। এ-কাজ তুমি কোর না।'

'স্যাডলে ওঠ, সুসানা,' জর্জকে উপেক্ষা করে আবারো বলল ফ্র্যাংক। 'রিজ ক্যাম্পে গিয়ে লাভ হবে না। ওটাও আমি দখল করে নিয়েছি।'

পিবলস দাঁড়িয়ে ছিল চেস্টনাটের লাগাম ধরে। সুসানা গিয়ে লাগামটা নিল ওর কাছ থেকে। বলল, 'ধন্যবাদ, টম। তোমার জায়গায় থাকলে আমি এখন যত দূরে পারি চলে যেতাম।'

অস্পষ্ট হাসল পিবলস। ওর কথা সে বুঝেছে। ও বলল, 'আমিও তা-ই করব, ম্যাম।'

এরপর বেইলির সাথে করমর্দন করল সুসানা, স্যাডলে উঠে বসল।

হোসেফাকে পাশে বসিয়ে ওয়াগন ঘুরিয়ে নিল লিণ্ডস্ট্রম। জর্জ

boighar.com

তাঁর ঘোড়ার পিঠে চাপলেন। চেস্টনাটের পেটে আলতো স্পার ছুঁয়ে বাবার পাশাপাশি হল সুসানা, তারপর ওরা যখন রওনা দিল তখন ফ্র্যাংক ডাকল, 'সুসানা!'

রাশ টানল সুসানা। ঘোড়া হাঁকিয়ে আইভি ওর পাশে এসে থামল। বুশ এগিয়ে চললেন।

বুভুক্ষু চোখে তাকাল ফ্র্যাংক, মৃদু গলায় বলল, 'কী লাভ এসব করে, সুসানা? এখনো ফেরার সময় আছে।'

জবাবে কিছু বলল না সুসানা। ঘোড়া ছুটিয়ে ওর বাবাকে ধরে ফেলল। নীরবে এগিয়ে চলে ওরা, সুসানা টের পায় জর্জ ওকে লক্ষ করছেন। খানিক পর তিনি বললেন, 'যাক, আমি যা পারিনি ফ্র্যাংক তা সম্ভব করেছে। তুই এবার বাড়ি ফিরছিস।'

থমকে গেল সুসানা, তাকাল বাবার দিকে। 'তুমি ভুল বুঝেছ, বাবা। আমি বাড়ি যাচ্ছি না।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, উত্তরে ছুটে চলল। জর্জ চিৎকার করে ডাকলেন পেছন থেকে, 'সুসান! সুসান! কোথায় চললি!'

সুসানা জবাব দেয় না। এগিয়ে চলে শহরের উদ্দেশে, শীলার কাছ থেকে সে জানবে লেন আর বিল শেল কোথায় লুকিয়ে। রিজ পার হয়ে পেছন ফিরে নিচু টিলাটক্করের আড়ালে-পড়া সিক্সটি সিক্সের দিকে একবার তাকাল ও। কালচে ধোঁয়ায় অলস একটা স্তম্ভ উঠে যাচ্ছে সকালের আকাশ পানে। সিক্সটি সিক্স জ্বলছে।

বনডুর‍্যাণ্টের দোকানে কেনাকাটা সেরে বাড়ির পথ ধরল শীলা, স্পেশলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নতুন করে স্বস্তি অনুভব

বইঘর.কম

করল। লেন নিরাপদে পালাতে পেরেছে। এটা সে জানে কারণ ফ্র্যাংক আইভি আজ সকালে দ্বিতীয়বারের মত তল্লাশি করেছে তার বাড়ি। এ থেকে বোঝা যায় লেনকে সে ধরতে পারেনি। তবে আনন্দের পাশাপাশি উদ্বেগও আছে শীলার মধ্যে। লেন অসুস্থ এবং আহত। যদিও শীলা গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে ও সেরে উঠবে। অত্যন্ত দুর্গম এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে লেনকে। সময়ই তার শুশ্রূষা করবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কোথায় খুঁজতে হবে ওকে ফ্র্যাংক আইভি তা জানে না।

লিলির আস্তাবল পেরিয়ে পোড়ো জমির ওপর দিয়ে এগোল শীলা, ভয়ংকর ক্লান্তি অনুভব করছে, তবে এজন্যে বিশেষ চিন্তিত নয় সে। বাড়ির দিকে আধাআধি পথ গেছে এমন সময়ে শুনতে পেল কেউ ওকে নাম ধরে পেছন থেকে ডাকছে। ঘাড় ফেরাল শীলা, দেখল সুসানা বুশ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। ওর পরনে বাড়ির জামার ওপর একটা অ্যাপ্রন। হাঁপাতে হাঁপাতে শীলার সামনে এসে থামল সে।

'শীলা, আমাকে তোমার বলতে হবে বিল আর লেন কোথায়,' ঈষৎ চড়া গলায় বলল সুসানা।

'বলব,' শীলা বলল নম্র সুরে। 'কেন, কোন গোলমাল?'

শীলার শান্ত জবাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সুসানার গালে রঙ ধরাল। কপালের ওপর থেকে একগোছা অবাধ্য চুল সরাল সে, নিচু স্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, শীলা। আসলে ওদের চিন্তায় চিন্তায় আমার পাগল হবার জোগাড় হয়েছে।'

'এস আমার সাথে,' বলে ওর একটা হাত ধরল শীলা।

boighar.com

সুসানা বলল, তিক্ত সুরে, 'ফ্র্যাংক আজ আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

এরপর ক্রুদ্ধ আবেগতাড়িত কণ্ঠে সিক্সটি সিক্সে সংঘটিত ঘটনাবলী শীলাকে জানাল সে। বাসায় পৌঁছে দরজা খুলে আগে সুসানাকে ভেতরে যেতে দিল শীলা, এবং পরক্ষণে সুসানার ব্যাপারে সহসা সে চরম এক অনাগ্রহ বোধ করল। সত্যি তো, সিক্সটি সিক্সের ক্ষতিতে তার কী মাথাব্যথা? বরং ওই বাথানের কারণে লেন প্রায় খুন হতে বসেছিল এবং ওটা ওদের সবার জীবনই দুর্বিষহ করে তুলেছে। সহসা শীলার খেয়াল হয় সুসানা অনেকক্ষণ আগে কথা বলা বন্ধ করেছে। পলক তুলল সে। সুসানা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, চোখে অপমানাহত দৃষ্টি।

'আমি বোধহয় একটু ক্লান্ত, সুসানা,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল শীলা। 'আমি আসলে শুনছিলাম না।'

'ওটাই সব নয়,' সুসানা উত্তর দিল। 'আসলে তোমার কিছু যায় আসে না আমার ক্ষতিতে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শীলা, অকপটে স্বীকার করল, 'তোমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেবার ব্যাপারটা তো? ঠিক, আসলেই আমার কিছু যায় আসে না।'

'কিন্তু ওটাই আমার ঘর ছিল,' সুসানা বলল নিরুত্তাপ গলায়। 'যা কিছু আমি স্বপ্ন—'

এবার যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল শীলার, ও সুসানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ওটা তোমার ঘর ছিল না, সুসানা। ওয়াল্ট শিপলি ওটা তোমাকে দান করে গেছে। আর ফ্র্যাংক আইভিকে

শায়েস্তা করার অস্ত্র হিসেবে তুমি তা খোলামকুচির মত ব্যবহার করেছ।'

শেষ করেই কথাটা বলেছে বলে অনুশোচনা হল শীলার। আবার, এক অর্থে, সে দুঃখিত হল না। সুসানার মুখে মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় জেগে উঠতে দেখল সে, তারপর ক্রোধ লক্ষ করল।

'আমাকে তুমি পছন্দ কর না, শীলা, তাই না?' সুসানা সরাসরি আক্রমণ করল এবার।

গভীর করে নিশ্বাস নিল শীলা। তার মেজাজ এখন নিয়ন্ত্রণে। সুসানার সাথে তর্কে জড়াতে যাচ্ছে সে, কিন্তু তাই বলে হারও মেনে নেবে না।

'ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দেও আসলে কিছু যায় আসে না,' শীলা বলল ধীরেসুস্থে। 'আমার বিশ্বাস, এখন বাস্তবতার দিকে তাকাবার সময় আমাদের হয়েছে, সুসানা।'

'তাহলে তাই তাকান যাক।'

এক মুহূর্ত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল শীলা, শেষমেষ হাল ছেড়ে দিল। সুসানাকে অনেক সাহায্য করেছে সে কিন্তু আর করবে না। শান্তভাবে ও বলে, 'বেশ, তাই হোক। আমি তোমাকে করুণা করতাম, সুসানা। জর্জ আর ফ্র্যাংক তোমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। তুমি প্রতিবাদী হয়েছ বলে কেউ তোমাকে দোষ দিতে পারবে না। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, তোমার প্রতিবাদ অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এবং আরো কেড়ে নেবে। এই-যে এতগুলো জীবন ঝরে গেল অকালে, শেষ পর্যন্ত এর কি কোন মূল্য থাকবে?'

boighar.com

'থাকবে না?'

'না, থাকবে না। যদি লেনকে হত্যা করতে পারে ফ্র্যাংক।'

'এবার বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার বাস্তবতার কথা বলছ,' নগ্ন বিদ্বেষের সুরে হুল ফোটাল সুসানা।

শীলা শান্ত, মাথা ঝাঁকাল। 'কারণ লেনই আমার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

'ওর ব্যাপারে আমার মনোভাবও এটাই।'

'পুরোপুরি এক নয়, সুসানা। তুমি ওকে চাও প্রতিশোধ আর ক্ষমতার পাশাপাশি।'

শান্ত নিরাবেগ এই অভিযোগে সুসানার চোখ হিংস্র হয়ে উঠল। হিসহিস করে সে বলল, 'নিশ্চয় এটা তুমি বলে দিয়েছ ওকে।'

'তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিনি।'

'কেন বলনি, তুমিও যখন ওকে চাও?'

ক্ষীণ হাসল শীলা। 'পুরুষের কাছে কোন মেয়ের বদনাম করতে নেই, সুসানা। নিজের চেষ্টাতেই তাকে সেটা জানতে দিতে হয়।'

সুসানা বলল আক্রোশের সুরে, 'পুরুষ বাগাবার অভিজ্ঞতা আমার কম, শীলা। তোমার মত এত চর্চা করিনি কিনা।'

এবার ঝাঁ করে রক্ত চড়ে গেল শীলার মাথায়, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে ও বলে, 'তাহলে আমি তোমকে শিখিয়ে দেব কীভাবে একজনকে নষ্ট না-করতে হয়। তোমার লোভ আর উচ্চাশার জন্যে লেনকে তুমি ধ্বংস কোর না, সুসানা।'

সুসানা ধীরে ধীরে বলল, 'হয়ত তাই করব কিংবা করব না।

বইঘর.কম

যেটাই হোক না কেন, তা নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ।' রাগত চোখে শীলার দিকে তাকাল সে এবং তার পর যোগ করল, 'তুমি বোধহয় আমাকে বলবে না লেন আর বিল কোথায়?'

'নিশ্চয়ই বলব,' শীলা অবসন্ন গলায় জবাব দিল। 'রিলিফের ওপরে সেন্ট লুই নামে পরিত্যক্ত একটা খনি আছে। ওরা আপাতত ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে দরজার উদ্দেশে ফিরল সুসানা।

'দাঁড়াও, সুসানা,' শীলা ডাকল।

উগ্র মূর্তিতে ওর মুখোমুখি হল সুসানা, কিন্তু শীলা শান্ত অথচ জরুরি গলায় বলল, 'তুমিই বলেছ লেনকে তুমি ভালবাস। তাহলে একটা কথা মনে রেখ। ফ্র্যাংক আইভি তোমার ওপর নজর রাখবে। লেনের কাছে পৌঁছাবার একটা উপায়ই এখন তার আছে। যে যাবে ওর কাছে তাকে অনুসরণ করা।'

'আমাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাইছ?'

'লেনকে তুমি ভালবাস,' মৃদু গলায় বলল শীলা বার্ড, 'সুতরাং সব দায়-দায়িত্ব এখন তোমার।'

নীরবে একটি মুহূর্ত পরস্পরকে জরিপ করল একই পুরুষের প্রেমের দাবিদার এই দুই রমণী, তারপর সুসানা ঘুরে বেরিয়ে গেল।

boighar.com

নয়

সন্ধে নাগাদ লেনের জ্বর ছাড়ল। ঘুম থেকে জেগে ও দেখল গুহায় আর কেউ নেই। সুড়ঙ পথের আধো-আলোয় চারপাশে নজর বোলাল সে, পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করল। সুড়ঙের দেয়ালে ছেনি আর গাঁইতির চিহ্ন দেখে বুঝল ও একটা খনিতে রয়েছে। দূর-পেছনে, পাহাড়ের গর্ভে, নাগাড়ে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। এরপর ক্যান্টিনটা চোখে পড়ল তার, অতিকষ্টে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল ওটা। ছিপি খুলল দুহাঁটুর মাঝে ক্যান্টিন আটকে রেখে, প্রাণভরে কয়েক ঢোক পানি খেল। তারপর আবার শুয়ে পড়ে হাঁপ ছাড়ল। এই সামান্য নড়াচড়াতেই কাহিল হয়ে পড়েছে। ভীষণ রকমের শ্রান্ত সে, জ্বরে দুর্বল। তবে মাথা কিছুটা হালকা বোধ হচ্ছে এখন, চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। ঘামে তার পিঠ এখনো ভেজা, পরনের জামাকাপড় আঠাল।

ক্যান্টিনের পাশেই তামাক আর কাগজের প্যাকেট পড়ে। অক্ষত হাতের সাহায্যে মিনিট কয়েকের কসরতের পর একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল ও, ভাবতে লাগল এখানে কীভাবে

বইঘর.কম

এসেছে। বিল শেল তাকে এনেছে, জানে সে, কিন্তু কেমন করে এনেছে তা মনে নেই। ঠিক কোথায় এখন রয়েছে তাও সে আন্দাজ করতে পারল না।

সুড়ঙের ভেতর দিকে আচমকা একটা ঘোড়ার নাক ঝাড়ার শব্দে চমকে উঠল ও। তারপর বুঝল বিল ওদের ঘোড়াগুলো পেছনের ওই পানির ধারে লুকিয়ে রেখেছে। এবার বিলকে তার দেখতে ইচ্ছে হল।

খনিমুখের ঠাণ্ডা বাতাসে শীত-শীত করে ওর, গায়ে কম্বল টেনে নেয়। এরপর, সাবধানে, জখমি বাহুটা নাড়াতে সচেষ্ট হয়। আড়ষ্ট হয়ে আছে, নাড়ান কঠিন। তবে দবদবে ভাবটা আর নেই, নড়াচড়া করলেই কেবল ব্যথা লাগছে। সিগারেট খিদেটা উসকে দিয়েছে, কিন্তু ব্যথা বেড়ে যাবার ভয়ে খাবারের খোঁজে সে উঠল না। এখন তার মাথায় শুধু পালাবার চিন্তা চলছে।

অবশেষে রাত নামে একসময়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হয়ে যায় গুহা। লেন অতীতের কথা ভাবে। শীলার বাসায় ফ্র্যাংক আইভির হানা দেয়ার ঘটনাটা স্মরণ হয় ওর। ডাক্তার ওদেরকে জিম ক্রু-র মৃত্যুর খবর দেয়ার পরপরই সে এসেছিল। জিম ক্রু-র কথা মনে পড়ায় গভীর বিষাদ আর নিঃসঙ্গতাবোধ আচ্ছন্ন করল তাকে। লেন জানে তার এই মনোভাব শীলা বুঝবে। বান্ধবহীন মানুষ ছিল জিম ক্রু, বরণও করেছে বান্ধবহীন মানুষের মৃত্যু। কিন্তু এও সত্যি, ওই নির্বিবাদী স্বল্পবাক স্বভাব সত্ত্বেও সে ছিল উদার এবং সুবিবেচক। এরপর শীলার কথা ভাবে লেন। ওর মনে পড়ে কী রকম অসমসাহসের সাথে আইভিকে মোকাবেলা করেছিল সে,

boiRboi.com

এবং শীলার প্রতি ও গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। অনেক ভেবেও লেন নিশ্চিত হতে পারল না তাকে সাহায্য করেছে এটা জানবার পর আইভি শীলাকে কোনরকম শাস্তি দেবে কিনা। তারপর সে আঁচ-অনুমানের চেষ্টা করল ক্রু-র অবর্তমানে আইভি এখন কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে সাহসী হবে। সুসানাই, মূলত, নিগৃহীত হবে ওর হাতে। পরক্ষণে যখন ওর মনে হল সুসানা তার সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় কাছে পাচ্ছে না ওকে তখন লেন ভীষণ আফসোস বোধ করল। ভাবনাটা ওর মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তবে লেন এটাও বুঝতে পারে এই অনুভূতি বস্তুত মানুষের অহংকারেরই একটি অংশবিশেষ।

কথাটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ও। পরে যখন সজাগ হল তখন দেখল বিল শেল তার পায়ের কাছে আগুনের পাশে বসে। লেন নড়ে উঠতে বিল তাকাল ওর দিকে। চকিতে স্বভাবসুলভ অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার মুখ, সে কাছে সরে এল।

'তুমি সহজে মরবে না,' হাই তুলে বলল বিল। 'তারপর, বুড়ো খোকা, কেমন আছ?'

'মোটামুটি,' লেন বলল। 'তবে খুব খিদে পেয়েছে।'

হাসল বিল, বলল, 'কফির পানি চড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে নিয়ে আমাদের ব্যবস্থা করব।' ইশারায় দেয়ালের পাশে-রাখা চটের একটা বস্তা দেখাল সে। 'ববের ভুসির মজুদে হানা দেয়ার জন্যে এই অন্ধকার অবধি বসে থাকতে হয়েছে আমাকে।'

'আমরা এখন কোথায়?' লেন জিজ্ঞেস করল।

বিল সংক্ষেপে জানাল। সেন্ট লুই, ও বলল, বছর আগের পরিত্যক্ত একটা খনি। রিলিফের অনেক ওপরে গাগাছায়-ছাওয়া দুর্গম এক ক্যানিয়নে এর অবস্থান। খুব কম লোকই যার হদিস জানে। কথা শেষ করে পেছনে গেল বিল, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে এসে খাবারের আয়োজনে বসল।

সিগন্যাল থেকে পালানর ইতিহাস লেনকে খুলে বলল ও। শুনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল লেন। ওর সবচেয়ে বড় ভাগ্য, নিঃসন্দেহে, শীলা। ওর শুশ্রূষা করেছে, বাঁচিয়েছে আইভির কবল থেকে এবং সিগন্যাল থেকে পালানর সুযোগ করে দিয়েছে। লেন এখন ভেবে অবাক হল, দুটি মেয়ে, শীলা আর সুসানা, এই নির্বান্ধব পুরীতে ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপর বিলকে খাবার বাড়তে দেখে ও জিজ্ঞেস করল, 'শীলা দিয়েছে?'

'এখানে যা-যা আছে সবই ওর দেয়া,' শান্ত গলায় বলে অস্পষ্ট হাসল বিল। 'একদিন শীলার প্রেমিক এসে এসব উটকো ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে ওকে। আর তখন ও সময় কাটাবার জন্যে কোন কাজ পাবে না।'

'ওর প্রেমিক আছে?' লেন কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল বিল। 'চাইলেই ও আমাকে প্রেমিক হিসেবে পেতে পারে, কিন্তু শীলা জানে আমি একটা ভাঁড়। ওকে কেউ বোকা বানাতে পারবে না।'

লেন বলতে পারবে না কেন, কিন্তু বিলের কথাগুলো তাকে অদ্ভুত এক সন্তুষ্টির আস্বাদ দিল। বিল ঠাট্টাচ্ছলে বলেছে কথাটা, কিন্তু লেন জানে ভেতরে ভেতরে সে কতখানি আন্তরিক। শীলা

boighar.com

ওকে গ্রহণ করবে না। আর এক্ষেত্রে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, বিল জানে শীলাই এখানে ঠিক। ওর মধ্যে ছেলেমানুষী আছে একধরনের যার কারণে কখনই তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে না।

খাবার পরিবেশন করল বিল। স্টিক কফি আর বড় একখণ্ড রুটি। লেন উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। নীরবে খেতে শুরু করল। অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে, আবার কখন শোবে একথা ভেবে তার প্রাণ আনচান করে উঠল। Boighar

পরে, সুড়ঙের মুখ থেকে দুটো গাছের কাণ্ড টেনে আনল বিল, ওগুলোর মাথা গুঁজে দিল আগুনে। এরপর বসে পড়ল গোড়ালির ভরে, তামাকের থলে বার করল। ঘাম চটচটে দাড়িভর্তি ওর শ্যামলা মুখখানা কৃশ ও শ্রান্ত দেখাচ্ছে; কিন্তু লেনকে জরিপ করবার সময়ে তার দুচোখে আগের মতই নির্ভীক বন্য সাহস প্রতিভাত হল।

'আজ সকালে বেঞ্চের ওপর একবার নজর বুলিয়েছিলাম। রিজের ওপাশে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি! মনে হল সিক্সটি সিক্সে।'

'আগুন?'

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল বিল। লেন ওর সিগারেটটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। নীরবে অনেকক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল ওরা, তারপর অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসল বিল, প্রশ্ন করল, 'তো, বাছা, আমাদের অবস্থাটা এখন কী দাঁড়াল তাহলে?'

'তোমার কী মনে হয়?' লেন জিজ্ঞেস করল।

সিগারেটে সুখটান দিয়ে গোড়াটা আগুনে নিক্ষেপ করল বিল,

ধীরে ধীরে বলল, 'সুসানা শেষ। ফ্র্যাংক ওর গরুবাছুর মেরে ফেলেছে, কর্মচারিদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে ওর, জিম ক্রু-কেও হত্যা করেছে।' একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থামল বিল, তারপর নিচু স্বরে খিস্তি করে যোগ করল, 'শালা একটা আস্ত নেকড়ে।'

লেন চিন্তিত গলায় বলল, 'কিন্তু আমার প্রশ্ন ও হঠাৎ এরকম করল কেন?' এরপর বিলের চোখে জিজ্ঞাসা দেখে লেন ব্যাখ্যা করে বলল, 'মানে, এরকম খেপে উঠল কী কারণে? ফ্র্যাংকও সুকৌশলে ক্রু র সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় ছিল, আমাদের মতই।'

'ওর মধ্যে একটা পশু আছে,' বিল যুক্তি দেখাল।

'না,' লেন জবাব দিল দৃঢ় কণ্ঠে। 'এ ঘটনাগুলো ঠিক মেলে না। হঠাৎ করে সুসানার গরুবাছুর মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। ও জানত এর ফলে ক্রু ওর বিপক্ষে চলে যাবে। ক্রু-কে হত্যা করাই যদি ফ্র্যাংকের লক্ষ্য হত, আরো অনেক সহজ রাস্তা ছিল তার।'

'কিন্তু এভাবে সে গরুবাছুর আর জিম দুটোকেই সরাতে পারছে।'

লেন অনমনীয়ভাবে আবার তার প্রথম প্রশ্নে ফিরে এল। 'কিন্তু ওর এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে মূল কারণটা কী?'

কাঁধ ঝাঁকায় বিল, সতর্কভাবে লক্ষ করে লেনকে। গূঢ় চিন্তায় ওর চোখ গম্ভীর এবং তন্দ্রালু। 'ওটা কোন ব্যাপার নয়, বাছা,' মন্তব্য করল সে। 'ফ্র্যাংক কাজটা করেছে, এটাই আসল। এবং আমরা হেরে গেছি, আমি বলব।'

'না,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল লেন। 'আমরা হারিনি।'

অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়াল বিল, দেখল লেন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আগুনের ভেতর।

'সুসানা যা চায় তা অর্জন করার মোক্ষম একটা অস্ত্র আছে,' লেন ঘোষণা করে। 'আর ওই অস্ত্রই শেষ করতে পারে আইভিকে।' এবার সরাসরি বিলের পানে তাকাল সে, এভাবে কথা বলতে লাগল যেন তার ভাবনার গভীর থেকে উঠে আসছে এটা। 'আইভিকে কেউ ভালবাসে না, বিল। স্রেফ ভয় পায়। ওকে শেষ করে দাও, কর্মচারিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। আদালতে গেলে বেল র‍্যাকের তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে সুসানা। ওই টাকায় সে নতুন করে বাথান গড়ে তুলতে পারবে।' কথাটা আবারো বলল লেন, 'কেবল এই একটা অস্ত্রই যথেষ্ট।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল বিল। 'আমি অন্তত সেই অস্ত্র নই, বাছা। আইভির কাজ আমি দেখেছি।' এখন রাগে শক্ত হয়ে উঠেছে ওর মুখ। 'একবার আমি দেখেছি ও কীভাবে হত্যা করেছে এক লোককে। আইভি হাল ছাড়ে না। প্রতিটি ঝোপে খুঁজবে তোমাকে, তারপর ঝোপটাকেই উপড়ে ফেলবে। শুরুতে সহজ মনে হবে ব্যাপারটা। তুমি ফাঁকি দেবে ওকে, কলা দেখাবে, কিন্তু সে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরপর সারাক্ষণ চাপা উত্তেজনায় ভুগবে তুমি। মনে হবে এই বুঝি আইভি এল। এক লহমার জন্যে স্বস্তি পাবে না। চলার ওপর থাকতে হবে সর্বদা। খাওয়া-ঘুম হারাম হয়ে যাবে। যেখানে যাবে সেখানেই দেখবে ওর লোক অপেক্ষা করছে। যেখানে নেই সেখানেও মনে হবে

আছে। তারপর একসময় হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করবে তুমি। এবং তখন আইভি তার পছন্দের কোন জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তোমাকে হত্যা করবে।' বিল ফের মাথা নাড়াল। 'একবার আমি দেখেছি কীভাবে ঘটেছিল এটা। চার-পাঁচজন লোক দাও, আমি ওকে কোণঠাসা করে মারতে রাজি আছি। কিন্তু একা—কভি নেহি। আমি পালাব।'

লেন নিশ্চুপ রইল, আর বিল ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাছা, তোমার যখন চলাফেরা করার মত শক্তি হবে, আমি এই পাহাড় টপকাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, বিল,' লেন বলল শান্ত গলায়। 'এস, এখন একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক।'

লেনের চেহারায় অবসাদের ছাপ খেয়াল করেছে বিল, কিন্তু সে এখুনি একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে চাইল। 'তুমিও আমার সাথে এলে ভাল করবে, বাছা,' বলল।

'আমি থাকছি।'

হতাশাভরে মাথা নাড়াল বিল। 'আমি বুঝতে পারছি না এটা। কেন থাকতে চাইছ তুমি—সুসানার জন্যে?'

পলকে পলক তুলল লেন, ভ্রূকুটি করে ভাবল একটুক্ষণ, শেষমেষ বলল, 'কি জানি!' এরপর আগুনের দিকে চোখ নামাল। তারপর আবার যখন ওপরে তাকাল সে, সবিস্ময়ে দেখল বিলের চোখে মুহূর্তের জন্যে করুণা রেখাপাত করেই মিলিয়ে গেল। বিস্মিত হলেও, এখন লেন ভীষণ ক্লান্ত, তাই সে এ-রহস্য ভেদ করার চেষ্টায় ব্রতী হল না।

boighar.com

একগাল হেসে বিল উঠে দাঁড়াল। 'এক মেয়েকে চুমু খাওয়ার অপরাধে একবার আমাকে গুলির মুখে পড়তে হয়েছিল। আর সুসানার জন্যে কাজ করতে গিয়ে তুমি মারা পড়বে,' চাঁচাছোলা সুরে মন্তব্য করল সে। 'তারচেয়ে ওসব চিন্তা ঘুম পাড়িয়ে দাও, বাছা।'

'আমি ঘুমাব, বিল। কিন্তু চিন্তাকে ঘুম পাড়াব না। আমি থাকছি এখানে।'

বইঘর.কম

দশ

শহর লিংক টমসের জন্যে অফুরন্ত এক আমোদ-প্রমোদের জগৎ। কিন্তু আজ বিকেলে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে সদর রাস্তায় পৌঁছে সে সামান্যই আনন্দ অনুভব করল। আজ হপ্তাবার গেছে। টাকা রয়েছে ওর পকেটে। এ-দিনে সাধারণত সে জো লিলির কাছে যায়, খানিক আড্ডা মারে করাতকলের উলটো দিকে করবেটের স্যাডল শপে বসে, জিম ক্রু-র সাথে দেখা করে—এবং যদি ইচ্ছে হয়, শহরের ভাটিতে গিয়ে সমবয়সী ছোকরাদের সঙ্গে মিলে কিছুক্ষণ ঝাঁপাঝাপি করে ক্রীকের পানিতে।

তবে আজ লিংক শহরে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উদ্দেশ্যে। শেরিফের অফিস অতিক্রম করল সে, বেদনা আর অস্বস্তির সাথে দেখল জায়গাটাকে। জিম ক্রু নিহত হয়েছে, এবং তার কারণ লিংকের অজানা নয়।

সামনে লিভারির দিকে তাকাল ও। সহসা উপলব্ধি করল জো-র সাথে সাক্ষাতে তার আগ্রহ নেই। কারণ এখন সে নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে আছে। এর শুরু ডি বারের সিগন্যাল

boighar.com

ফেরৎ এক কর্মচারির সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে। ওই লোকের কাছেই খবর পেয়েছে সে, সুসানার গরুবাছুর হত্যার অভিযোগে জিম ক্রু ফ্র্যাংক আইভিকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করলে আইভি তাকে খুন করেছে।

এই খবর ভীত করে তুলেছে লিংককে। এখন সে জানে তার কাছে এমন এক গোপন তথ্য রয়েছে যার গুরুত্ব দুদিন আগে যা মনে হয়েছিল তার চাইতে শতগুণ বেশি। কাল সারাদিন ওই কর্মচারিকে সে এড়িয়ে চলেছে। কেননা লিংক বুঝতে পেরেছিল যে উদ্বেগ সে বোধ করছে তা নিশ্চয় তার মুখে ফুটে উঠেছে। আর ওই সাথে সে সুসানা বা তার কোন কর্মচারি মারফত একটি আশ্বাস পাবার অপেক্ষায় ছটফট করেছে: লিংক চায় ওরা এমন কিছু বলুক যা থেকে বোঝা যায় তার প্রতি ওদের অটুট আস্থা রয়েছে এবং তারাও সমভাবে এই মানসিক যন্ত্রণা সইছে।

তারপর, ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রম সিক্সটি সিক্স থেকে ফিরে আসার পর সেখানে আইভির পদধূলি পড়ার কথা জেনেছে ওরা। কিন্তু লিংক উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে এবং মনে রেখেছে ফ্রেডের অন্য একটি বর্ণনা। ক্রু র মৃত্যুর খবর কীভাবে গ্রহণ করেছে সুসানা। যেন কেউ আঘাত করেছে এভাবে ওর ঘুরে দাঁড়ান এবং দুহাতের মাঝে মুখ লুকানর ছবি কল্পনা করে কিশোর লিংকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছে। সে উপলব্ধি করেছে সুসানা ভয়ংকর এক অপরাধবোধে ভুগবে, এবং এখন পাশে তার একজন বন্ধু প্রয়োজন। আর সুসানার প্রতি বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই অবিবেচক অন্ধ ভালবাসার প্রচণ্ড তাগিদেই সে ছুটে এসেছে ওকে সান্ত্বনা দিতে।

রেস্তরাঁর দোকানের সামনে নেমে রাস্তা পার হল লিংক। তালি দেয়া বিবর্ণ পোশাক পরনে লিকলিকে এক তরুণ, চেহারায় যার রাজ্যের দুশ্চিন্তা। সুসানার শহরে আসার কথা বলেছিল লিণ্ডস্ট্রম। লিংক স্থির করল হোটেলেই খুঁজবে আগে।

সুসানার কামরার নম্বর কেরানি জানাল ওকে। টুপি হাতে করে একেকবারে দুটো সিঁড়ি টপকে লিংক হাঁপাতে হাঁপাতে ওর ঘরের সামনে এসে থামল। দরজায় টোকা দেয়ার জন্যে হাত তুলল সে, তারপর দ্বিধায় পড়ে গেল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে সুসানাকে কী বলবে ও? মরে যাবে তবু ওর গোপন কথা ফাঁস করবে না, এই একটি কথা ছাড়া আর কী-বা বলবার আছে তার?

এরপর আস্তে করে টোকা দিল লিংক, এবং তারপর নিজের কুণ্ঠায় নিজেই লজ্জা পেয়ে জোরে জোরে।

সুসানাই খুলল দরজা। লিংক দেখল ওর স্বপ্নের দেবী স্মিত মুখে সামনেই দাঁড়িয়ে, চেহারায় তার বিষাদের লেশমাত্র নেই। লিংকের জিহ্বা যেন কেটে দিয়েছে কেউ, সে কথা বলতে পারে না। সুসানা হেসে হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিল ভেতরে। 'তুমি অযথা লজ্জা পাচ্ছ, লিংক। এস, ভেতরে এস।' দরজা বন্ধ করল ও, তরুণ র‍্যাংগলারের উদ্দেশে ফিরে বলল, 'তুমি এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছি।'

'আমি ভাবলাম,' শুরু করল লিংক, তারপর নিজের মনোভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না-পেয়ে তোতলাতে লাগল। শেষমেষ অতিকষ্টে কেবল বলতে পারল, 'অ···অনেক কিছু ঘটে গেছে।'

boighar.com

সুসানা স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, অনেক কিছু,' তারপর লিংকের টুপিটা নিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। সোফায় গা এলিয়ে দিল সে, আর লিংক পিঠ-উঁচু একটা চেয়ারে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সুসানাকে। লিংক জানে না ঠিক কী ধরনের অভ্যর্থনা সে প্রত্যাশা করেছিল মনে মনে। হয়ত ভেবেছিল ওকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়বে সুসানা। কিংবা আশা করেছিল কৃতকর্মের জন্যে সন্ত্রস্ত দেখাবে তাকে, অথবা অনুশোচনায় কাতর। কিন্তু সেসব কিছুই ওর মাঝে লক্ষ করল না লিংক। ও সেই আগের সুসানাই: সুন্দরী, সদয়, সহানুভূতিশীল। এবং অচেনাও বটে, লিংক ভাবল, এমন আচরণ করছে যেন জিম ক্রু-র মৃত্যুর খবর এখনো সে শোনেইনি।

সুসানা গাঢ় স্বরে বলল, 'আজ সকালেই আমি জিম ক্রু-র খবরটা শুনেছি, লিংক। আ···আমি বুঝতে পারছি না কী বলব এ-অবস্থায়।'

লিংকও জানে না, কিন্তু ঠিক এ কথাটা অন্তত সে বলবে না। লিংক শুধু বলল, 'ক্রু ভাল মানুষ ছিল।'

সুসানা তাকাল ওর চোখে। 'সব দোষ আমার লিংক,' মৃদু গলায় বলল সে।

লিংকের বিবেচনায় সুসানার এই কথাটুকুই যথেষ্ট, কিন্তু তার এও মনে হয় এগুলো নিছক কথার কথা—সুসানার মর্মপীড়ার বহিঃপ্রকাশ নয়। মাথা ঝাঁকাল সে, এখনো সুসানাকে লক্ষ করছে নিবিষ্টভাবে। ওর ওই দৃষ্টির সামনে সুসানা অস্বস্তি বোধ করে।

বইঘর.কম

'এখন কী করব আমি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে।

লিংক তার হাতের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়াল। 'কথাটা আমিও ভাবছি,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'তুমি দোষ স্বীকার করলে, সুসানা, কার লাভ হচ্ছে এতে? ফ্র্যাংক আইভির।'

'তোমার ধারণা ওর লাভবান হওয়া উচিত?'

'না।'

'তুমি মনে কর আমার উচিত দোষ স্বীকার করা?'

'না।'

'আমিও তা মনে করি না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সুসানা। 'ভুল আমি একটা করেছি, লিংক। এবং সেজন্যে আমি দুঃখিতও। কিন্তু তাই বলে পেছনে তাকান চলে না।'

লিংক ভাবে: কিন্তু এই ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হতে পার তুমি। বর্তমান থেকে অন্তত কিছু সময়ের জন্যে ছুটি নিয়ে অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে পার। কেননা এতে করে মানসিক যন্ত্রণায় তোমার আত্মশুদ্ধি ঘটবে। কিন্তু কিছুই বলল না সে। সুসানা উঠে জানালায় গিয়ে বাইরে তাকাল।

স্বগতোক্তির মত করে ও বলল, 'জিম ক্রু আমার বন্ধু ছিল, লিংক।'

'আমি জানি।'

'ফ্র্যাংক আইভির প্রয়োজন ছিল না ওকে খুন করার। তবু করেছে কারণ সে জানত সুযোগটা না-নিলে ভবিষ্যতে ক্রু তার বিরোধিতাই করবে।'

'হ্যাঁ, লিংক বলল। কিন্তু মনে মনে ও জানে ফ্র্যাংকের ঘাড়ে

boighar.com

সুসানা মিথ্যা অপবাদ না-চাপালে সে কখনই ক্রু-কে হত্যা করার সুযোগ পেত না।

সুসানা ঘুরে ওর মুখোমুখি হল। 'তাহলে কি আমার ভুল হচ্ছে, লিংক, জিমের হত্যার বদলা নেয়ার জন্যে ফ্র্যাংককে পরাজিত করার চেষ্টা করায় ?'

লিংকে ধীর গলায় বলল, 'ফ্র্যাংককে হারাতেই হবে।' তবে জিমের মৃত্যুর শোধ নেয়া প্রসঙ্গে কিছুই বলল না, কারণ সে জানে যে চলে গেছে শত চেষ্টাতেও তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

'তাহলে আমি ওর সাথে লড়ে যাব, লিংক। আমি এখনো হেরে যাইনি। আর একটা কথা যদি কখনো পারি তোমার এই উপকারের প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা আমি করব।'

উঠে দাঁড়াল লিংক, টুপি তুলে নিল। সুসানা এগিয়ে এসে করমর্দন করল ওর সাথে, হাসি মুখে বিদায় জানাল করিডরে বেরিয়ে পেছনে দরজাটা আস্তে করে টেনে দিল লিংক, ধীর পায়ে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সুসানাকে সে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, কিন্তু লিংককে তার প্রয়োজন নেই।

কিছু একটা ঘটে গেছে ওই ঘরে, কিন্তু সেটা কী তা সে কোনদিন জানতে পারবে না। তবে লিংক এটা জানে সুসানাকে আর ভালবাসে না সে। নিজের জীবন দিয়ে হলেও সহায়তা করবে ওকে, কারণ সুসানা বরাবর সদয় আচরণ করেছে তার সঙ্গে। অতএব ঋণ শোধ করবার একটা দায় ওর আছে। কিন্তু সুসানাকে ভাল আর কোনদিনই বাসতে পারবে না। প্রশান্ত মনে এই সত্যটি মেনে নিল লিংক, তার পর মাথায় টুপি চাপিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি

বইঘর.কম

বেয়ে নেমে এল।

সুসানা ওর ঘরের জানালা থেকে লিংকের যাওয়া দেখল। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ও। লিংক সম্পর্কে ভাবল একটুক্ষণ, বুঝল ছেলেটি আমূল বদলে গেছে। লিংক যেন আর কিশোরটি নেই, বড় হয়ে গেছে সহসা। এটাই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য; কুৎসিত কিছু ঘটনা চাক্ষুষ করেছে সে, পরোক্ষভাবে জড়িত হয়েছে ওইসব ঘটনার সাথে, এবং এগুলোই তাকে বদলে দিয়েছে। তবে ওর মুগ্ধ যে-দৃষ্টির সঙ্গে সুসানা পরিচিত আজ বিদায় নেবার সময়ে লিংকের চোখে তা ছিল না। কথাটা মনে হতেই উঠে বসল সে। লিংক তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। নিজের দোষ সে স্বীকার করেছে, আর ও-ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গোপনীয়তা রক্ষা করবার। এরপর আপনমনে হাসল সুসানা। কিছু যায় আসে না এতে। লিংক এখনো তার অনুগত রয়েছে—এবং এটাই আসল।

অন্ধকার নামবার সধৈর্য প্রতীক্ষায় আবার শুয়ে পড়ে ও। ঠিক পথেই এগোচ্ছে সবকিছু। টম আর বেইলি চলে গেছে, লিংক এখনো তার বন্ধু আছে। আগামীকাল বিল শেলের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে সে, এবং আবার দেখা করবে লেনের সঙ্গে। সুসানা শীলার উপদেশ উপেক্ষা করতে যাচ্ছে। সে লেনের কাছে যাচ্ছে।

boighar.com

এগারো

হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিস্ফারিত চোখ অন্ধকারের মধ্যে তাকাল বিল শেল। জন্তু জানোয়ারের যেমন হয়, নিমেষে সজাগ হয়ে উঠেছে ওর প্রতিটি ইন্দ্রিয়। খনিমুখের সামান্য ভেতরে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ছিল সে, উঠে বসল ধড়মড় করে, কান পেতে রাতের শব্দ শুনল, ঠিক কোন শব্দটা তাকে জাগিয়ে দিয়েছে বোঝার প্রয়াস পেল। আবার হল সেই শব্দ—একটা ঘোড়া হাঁটছে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল বিল। দলছুট ঘোড়া আর স্যাডল হর্সের হাঁটাচলার আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বিল ওটার হাঁটার ছন্দ বোঝার চেষ্টা করল। এই ঘোড়ার পিঠে, শিগগিরই জানল সে, সওয়ারি আছে।

উঁকি দিয়ে আকাশের তারা দেখল বিল, বুঝল ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। শান্তভাবে বাস্তবতাকে এবার মেনে নিল সে। কেউ একজন জরিপ করছে এলাকাটা। এর অর্থ, সেন্ট লুইয়ের বাস তুলতে হবে ওদের। কোমরে গানবেল্ট বাঁধল সে, পায়ে বুট গলাল। সুড়ঙের পেছনের অংশ থেকে ও শুনতে পাচ্ছে লেনের গভীর অথচ

বইঘর.কম

অস্পষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। উঠে দাঁড়াল বিল, কান খাড়া করল। একটু বাদে ক্যানিয়নের ভাটিতে আবার শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

পরিত্যক্ত এই খনির মুখটা প্রায় ক্যানিয়ন-তলদেশের সমতলে। খনির শাখা-প্রশাখা ক্যানিয়নের সর্বত্র মাটির স্তূপ হয়ে জাল বিস্তার করেছে, ফলে প্রবেশপথটা ঠিক কোথায় তা একনজরে বুঝবার উপায় নেই। খনির লগ কেবিনগুলো আরো উজানে, ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বহুকাল আগেই ভেঙে পড়েছে। আর সুড়ঙের মাথায় আড়াল তুলেছে আগাছা আর স্ক্রাব ওকের ঝোপঝাড়। বিল শেল এবার ত্বরিতে অথচ নিঃসাড়ে বেরিয়ে এল ওগুলোর ভেতর দিয়ে, পা টিপে টিপে ক্যানিয়নের ওপর পানে কেবিনগুলোর দিকে এগোল। বিপদ যদি আসে শেষ পর্যন্ত, বিল ভাবল, সে ওপরে থাকলে লেনের গোপন আস্তানার প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না।

জরাজীর্ন বাংকহাউসের গাঢ় ছায়ায় সরে গেল ও, বাতাসে কান পাতল। ঘোড়ার এগিয়ে আসার শব্দ এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। পিস্তল বার করে দেয়ালের সাথে মিশে গেল বিল, উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে স্নায়ু।

কিছুক্ষণ পর ক্যানিয়নের ভাটির জমাট অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক রাইডার, ঝুপড়িগুলোর সামনে জংলা ঘাসে-ছাওয়া একফালি ফাঁকা জমির মাঝখানে রাশ টেনে থামল। অস্বস্তিভরে নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা। বিল অন্ধকারে ভয়াল হাসি হাসল। ঘোড়াটা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। ওর অস্থিরতা থেকে ঘোড়সওয়ার যদি তা আঁচ করতে পেরে না-থাকে, তার অর্থ দাঁড়াবে

boighar.com

লোকটা আনাড়ি। আলতোভাবে পিস্তল ধরে রাখল বিল, ক্যানিয়নের ভাটির দিকে কান ফেরাল। খুবই সহজ, সাদামাঠা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে ঘটনাটা। ত্রিশ গজ দূরের ওই ঘোড়সওয়ার যদি একা এসে থাকে, তার আর বাঁচার কোন উপায় নেই। আর কোন শব্দ শুনতে পেল না বিল, তাই এবার অখণ্ড মনোযোগ দিল সামনের ওই ঘোড়াসওয়ারের ওপর।

নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসল সে, হাতড়ে পাথর কুড়িয়ে নিল একটা, আস্তে করে ছুড়ে দিল ক্যানিয়নের আরেক পাশে। পাথর পড়ার শব্দে ভয়ে চমকে উঠল ঘোড়াটা, যেদিকে হয়েছে শব্দ লাফিয়ে সেদিক থেকে সরে বিলের সামনে চলে এল।

পিস্তল উঁচু করল বিল, পরক্ষণে নতুন একটা শব্দ পেয়ে থেমে গেল। বাতাসে কাপড়ের খসখস শব্দ। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল সে, তারপর বুঝল ঘোড়সওয়ার একজন মেয়ে। নিচু স্বরে বিল বলল, 'শীলা?'

'বিল, বিল, ভয়ার্ত কণ্ঠে সাড়া দিল সুসানা।

ওর দিকে এগিয়ে গেল বিল, রাগতভাবে বলল, 'আগে থাকতে আওয়াজ দাওনি কেন, সুসানা?'

'আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না ঠিক জায়গায় এসেছি কিনা।'

ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল বিল, রুক্ষ সুরে বলল, 'সুসানা, এখানে তুমি কী জন্যে এসেছ?

'লেনকে দেখতে।'

'কেউ তোমার পিছু নিয়েছিল?'

'এরকম অন্ধকার, কী করে বুঝব ?'

প্রচণ্ড বিরক্তির সুরে বিল বলল, 'যত্তসব !'

ওর তিরস্কারে একটু মিইয়ে গেল সুসানা। 'বকছ কেন, আমি আবার কী দোষ করলাম ?'

'কিছু না—আশা করি,' তিক্ত স্বরে জবাব দিল বিল। 'কেন, শীলা বলেনি, তোমার ওপর নজর রাখা হতে পারে ?'

'বলেছিল। কিন্তু লেনকে যে আমার দেখতেই হবে।'

'লেনকে দেখতে চাও নাকি ওর মৃত্যু ?' ভেংচি কাটল বিল।

এবার মুখরা সুসানা মুখিয়ে উঠল, 'আমার সাথে আর কক্ষনো এভাবে কথা বলবে না, বিল। আমি এসব সহ্য করব না।'

'ঠিক আছে,' বিল বলল হাল ছেড়ে দিয়ে। 'দয়া করে নাম এবার। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

বিলের সহায়তায় মাটিতে নেমে, সুসানা আগে ওর স্কার্টের ভাঁজ সমান করল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ও কেমন আছে, বিল ?'

'ভীষণ দুর্বল,' বিল জবাব দিল গম্ভীরভাবে। 'আরো দিন চারেক শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারলে আবার ঘোড়ায় চড়ার মত শক্তি ফিরে পাবে।'

বিলের হুল-ফোটান কথাবার্তায় আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সুসানা। 'আর কী করতে পারতাম আমি, যেখানে জানি না লেন বেঁচে না মারা গেছে ?'

'শীলা যা করছে তা-ই,' টিপ্পনী কাটল বিল। 'অপেক্ষা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুসানা। 'ঠিক আছে, বিল, মানছি আমার

boighar.com

ভুল হয়েছে। তবে আমি হুঁশিয়ার ছিলাম, কেউ অনুসরণ করেনি।'

বিল কিছু বলল না আর। সুসানা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'স্ট্যামপিডের ঘটনা ও জানে?'

'আমি অন্তত বলিনি।'

বিলের বাহুতে হাত রাখল সুসানা। 'ওহ, বিল, আমাকে বাঁচাও। ওই ভুল আমি শুধরে নেয়ার চেষ্টা করছি।'

বিল বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল, 'সুসানা, এখনো তুমি মনে কর তা তুমি পারবে?'

'না, পারব না,' নতমুখে স্বীকার করল সুসানা। 'ওই কাজটার জন্যে আমি অনুতপ্ত, বিল, তাই লেনকে সত্যি কথাটা জানতে দিতে চাই না। আমার বিশ্বাস, এড বার্মার খুনের ব্যাপারে নিশ্চয় তোমার মনোভাবও এরকম।'

দীর্ঘ একটি মুহূর্ত চুপ করে থাকল বিল, তারপর বলল, 'তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছ, সুসানা। আসলে তুমি কিছু জান না।'

'জানি,' সুসানা বলল শান্ত কণ্ঠে। 'বার্মা আমার গোপন কথা, বিল, ঠিক স্ট্যামপিডের ঘটনাটা যেমন তোমার।'

বিল বিরস গলায় বলল, 'তোমার কথাগুলো কিন্তু অনেকটা আপসরফার মত শোনাচ্ছে।'

'বাস্তবেও এটা তা-ই।'

অন্ধকারের মধ্যে হাসল বিল, ধূর্ত গলায় বলল, 'তুমি খুব শক্ত মেয়ে, সুসানা।'

'না, আমি শুধু আমার চাহিদাটা জানি।'

'লেন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ওপর খোদার রহমত বর্ষিত হোক,' বিল বলল বিরস সুরে। 'লেনের ওপরেও। ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই, তোমার গোপন কথা আমার কাছে গোপনই থাকবে। যাকগে, অনেক বকবক হয়েছে, এবার এস আমার সঙ্গে।'

সুড়ঙের মাথায় পৌঁছে বিল বলল, 'আমি আশপাশ একটু ঘুরে দেখতে যাচ্ছি, সুসানা। তুমি বরং আগুনটা উসকে দাও গিয়ে, যাতে সকাল হতে হতে পুড়ে শেষ হয়ে যায় লাকড়ি।'

অস্ফুটে কিছু একটা বলল সুসানা, ঝোপঝাড় ভেঙে সুড়ঙের ভেতরে ঢুকে গেল। সম্ভবত আগেই জেগেছে লেন, ওর বিস্ময়সূচক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বিল, তারপর সুসানার জবাব।

এবার ক্যানিয়নের ভাটিতে এগোল ও, অন্ধকারে একজন ইণ্ডিয়ান যে-রকম সন্তর্পণে এগোয়। এখন চাপা উত্তেজনায় ভুগছে সে, ভেতরটা ছটফট করছে। এখানে আসা চরম বোকামি হয়েছে সুসানার; কেউ ওর পিছু না-নিয়ে থাকলে তা হবে অলৌকিক ব্যাপার। ওর ট্রেইল বেল কর্মচারিদের চোখে পড়তে বাধ্য। আইভি এত নিরেট নয় যে ওর ওপর নজর রাখবে না। এরপর তিক্ততার সঙ্গে ও ভাবল কতটা সময় ওদের হাতে আছে। লেন এখনো দুর্বল, পথের ধকল সহ্য করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

সবশেষে সুসানা সম্পর্কে ভাবল বিল, এবং আবছা হাসল। লোকজনের সাথে মেলামেশা করবার ক্ষেত্রে একধরনের সহজ সহ্যক্ষমতা আছে বিল শেলের। আর এ-কারণেই এমনকি এখনো সে সুসানার কঠিন সমালোচকে পরিণত হতে পারল না। একটা

boiRboi.com

ভুল করেছে মেয়েটি, এবং তার গুরুত্বও সে বুঝেছে। এমন ভুল মানুষের হতেই পারে। বিল নিজেও অনেক ভুল করেছে। তাই ওই ভুলের জন্যে সুসানাকে সে দোষ দিচ্ছে না। তবে এই লুকোচুরির মধ্যে নীচতার একটি আভাস আছে, বিলের আপত্তি সেখানে। সুসানার কাছ থেকে এরচেয়ে ভাল আচরণ পাবার যোগ্যতা লেন সয়্যার রাখে। যেমন ওর কাছে লেনের প্রাপ্য এড বার্মার মৃত্যু সম্পর্কিত আসল ঘটনাটি জানা। বিলের চরিত্রে অদ্ভুত এক সততা আছে যার কষ্টিপাথরে এখন সে সত্যকে চিনতে পারছে। বলতে কি, লেনের সঙ্গে যে ও এখনো রয়ে গেছে তারও মূল কারণ ওর এই সততাবোধ। এভাবে নিজের ভুল সে শোধরাতে চাইছে, যদিও জানে না কীভাবে সম্ভব করবে এই অসম্ভবকে। কিন্তু সুসানার উদ্দেশ্য ভুল শোধরান নয়, বরং নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা—আর এটাই বিল মানতে পারছে না।

রাতের মিশকাল রঙ এখন ফিকে হয়ে আসাছে ক্রমশ। পুবাকাশের তারাগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে থামল বিল, কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল সুসানার ব্যাক ট্রেইলে আর কেউ আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এই সময়ে শব্দটা ধরা পড়ল ওর কানে। একটা গুলির শব্দ।

ভাটিতে মাইল দুয়েক দূরের কোন ঢাল থেকে এসেছে ওটা। বিল নিশ্চল দাঁড়িয়ে, পাহাড়ের দেয়ালে আর গাছপালায় এর প্রতিধ্বনি শুনতে লাগল। ওর ভেতরে হিমশীতল এক যন্ত্রণা এখন জেগে উঠেছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না তাকে, আরো দূর-উত্তরের অন্য একটি জায়গা থেকে আরেকটা গুলির আওয়াজ

ভেসে এল।

যা সন্দেহ করেছিল ও তাই ঘটেছে। পথে কোথাও সুসানাকে দেখে ফেলেছে ওরা, অনুসরণ করে বুঝেছে রিলিফে যাচ্ছে না সে, এবং এখন তারা সমবেত হচ্ছে হামলা চালাবার জন্যে।

ছুটতে ছুটতে ক্যানিয়নের উজানে ফিরে চলল বিল, ক্রোধ আর হতাশায় গা জ্বলছে। স্বার্থপর চিন্তায় ওদের সবার জীবনের ওপর বাজি ধরেছিল সুসানা, এবং তাতে ওর পরাজয় হয়েছে। এবার লেনকেও হারাবে, যদি-না দৈব ওদের সহায়তা করে।

সুড়ঙে পৌঁছাল বিল, দেখল গায়ে কম্বল জড়িয়ে লেন বসে আছে। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ও তাকাল লেনের দিকে, ফ্যাকাসে প্রাণচাঞ্চল্যহীন চেহারা দেখে মনে মনে গাল বকল।

আগুনের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে সুসানা মাংস গরম করছিল। বিল বলল, 'আমি ঘোড়া সাজাতে যাচ্ছি, এই ফাঁকে তোমরা যা পার খেয়ে নাও। আইভি আসছে।'

ঝটিতি ঘুরেই উঠে দাঁড়াল সুসানা। বিল অগ্নিদৃষ্টি হানল ওর উদ্দেশে, হিসহিসে গলায় বলল, 'এবার খুশি হয়েছ তো?' তারপর গটগট করে এগোল ঘোড়াগুলোর দিকে।

লেন জিজ্ঞেস করল, 'কত দূরে আছে?'

'বড়জোর মাইল দুয়েক,' বিল জবাব দিল। 'লোকজন ডেকে জড় করছে। তবে আমাদের উচিত হবে সকাল হবার আগেই বেরিয়ে পড়া।'

Boighar

লেনের উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াল না সে, ঝটপট সুড়ঙের পেছনের অংশে চলে গেল। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাবার

boiRboi.com

সময়ে ভবিষ্যতে কথা ভাবল, নিদারুণ হতাশা বোধ করল। বর্তমানে লেনের যা অবস্থা, কারো চোখে ধুলো দিতে পারবে না সে। একদিনের মধ্যেই ওকে ধরে ফেলবে ওরা, এবং তখন শেষ হয়ে যাবে ওদের সমস্ত আশা-ভরসা। সুতরাং ওর এখন দায়িত্ব হবে লেনের ওপর থেকে ওদের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া, যাতে লেন এখান থেকে নির্বিঘ্নে সরে পড়বার সময় পায়।

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে বাইরে গেল বিল, খানিক বাদে ফিরে এল আবার। মাংস আর কফি রাখা ছিল ওর জন্যে। হাত বাড়িয়ে শুধু কফির কাপটা তুলে নিল সে, তারপর খেয়াল করল লেনের চেহারা কঠিন হয়ে উঠেছে।

'এখন কেউ আমার সাথে তর্ক করলে আমি তাকে মারব,' বিল বলল। 'এখানে আমিই বস্।' সুসানার দিকে তাকাল সে। নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠেছে মেয়েটার চোখে। এরপর লেনের উদ্দেশে দৃষ্টি ফেরাল বিল। 'তুমি সুসানার ঘোড়ায় উঠছ, লেন। সুসানা আর আমি একসাথে বেরোব এখান থেকে, গিরিপথের দিকে যাব। তুমি সোজা দক্ষিণে ছুটবে, যত জোরে পার।'

'গিরিপথের দিকে গেলে তোমরা সরাসরি ওদের খপ্পরেই গিয়ে পড়বে,' লেন মন্তব্য করল।

'তার আগেই আলাদা হয়ে যাব আমরা। সুসানাকে কিছু বলবে না ওরা। আর নিজের জন্যে আমি চিন্তা করি না। এখনো পর্যন্ত এমন কাউকে আমি পাইনি যে এই পাহাড়-পর্বতের মধ্যে আমাকে ধরার ক্ষমতা রাখে।'

লেন নিরুত্তর রইল, বিল কথা চালিয়ে গেল রুক্ষ স্বরে। 'আমার

ধারণা আইভি যখন দুজোড়া ট্র্যাক দেখতে পাবে, যার একটিও সুসানার ঘোড়ার না, তখন ধরে নেবে তুমি আর আমিই পালাচ্ছি। এবং ওগুলোর পেছনেই সে ছুটবে।'

লেন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলল, 'আমি এ-কাজ করব না, বিল।'

'আর কী উপায় আছে তাহলে? আমি বলছি তোমাকে, আইভি আমাকে ধরতে পারবে না। আর সুসানা ওর লক্ষ্য নয়। একদিনের জন্যে হলেও তোমার ওপর থেকে ওর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারব আমি।' একনিশ্বাসে কথা শেষ করে থামল বিল, তারপর আবারো বলল, 'এছাড়া আর কী উপায় আছে বল?'

কোন জবাব দিতে পারল না লেন। উঠে পড়ল বিল, তলানি কফিটুকু আগুনে ঢেলে দিয়ে কাপটা ফেলে দিল মাটিতে। 'এটা তর্ক করার সময় না, বাছা। অন্তত এই একটিবার আমার কথা রাখ।'

লেনের পেছনে গেল সে, দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে। সামনে কী আছে জানে, তাই নায়কের দুর্বলতা লক্ষ করে বিল ভয় পেল। লেনের কাঁপুনি অনুভব করে সে, মাথায় দোমড়ান স্টেটসন থাকা সত্ত্বেও ম্লান আলোয় ওর কপালের চিকন ঘাম দেখতে পায়। তবে তার চেয়েও বড় কথা, লেনের চোখে অপ্রকাশ্য এক জেদ দেখে সে, বোঝে ওর মনেও সাফল্যের বিষয়ে কোন স্বপ্নবিলাস নেই।

ভোরের ধূসর আলোর মধ্যে দাঁড়ান ঘোড়াগুলোর কাছে এল ওরা। লেনের বাঁ-হাত শিথিলভাবে ঝুলছে শরীরের পাশে, কোটের নিচে কাঁধের ব্যাণ্ডেজ উঁচু হয়ে আছে সামান্য। ভয় পেয়েছে সুসানাও, বিল আর লেনকে তার নিজের ঘোড়ার পাশে

boighar.com

রেখে নীরবে সে এগিয়ে গেল লেনের রোয়ানের উদ্দেশে।

পালা করে চেস্টনাট আর বিলের দিকে তাকাল লেন, ম্লান কণ্ঠে কৌতুক করার প্রয়াস পেল, 'ওর পিঠে একবার উঠলে, আর কোনদিন আমি নামতে পারব না।'

বিল হাতের দশ আঙুল বাঁধল একত্রে, লেন সবুট পা তুলে দিল ওগুলোর ওপর, বিল উঁচু করল। লেনের শরীরে একরত্তি বল নেই, বিল দেখল এবার। নিজের ভর সামলাতে রীতিমত হিমশিম খেল লেন, ময়দার বস্তার মত ধপ করে স্যাডলের ওপর পড়েই দাঁতের ফাঁক দিয়ে হুস করে নিশ্বাস ছাড়ল। চোখ বুজে অনড় বসে থাকল সে, বিল ঝটপট একটা সিগারেট বানিয়ে ঝুলিয়ে দিল ওর ঠোঁটে, ম্যাচ জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করল।

আধো-আলোয় দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা, তারপর লেন অবসন্ন গলায় বলল, 'সুসানাকে এর বাইরে রাখ, বিল। যা-ই ঘটুক, ওকে অন্তত বিপদে পড়তে দিয়ো না।'

বিল অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'আগেই তো বলেছি, আমি সরে যাব ওর কাছ থেকে। এই তল্লাট ছেড়ে পালাচ্ছি আমি, আর সেই সাথে আইভিকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছি পেছনে।'

করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল লেন সয়্যার, অস্ফুটে বলল, 'বিদায়।'

হাতটা গ্রহণ করে স্বর্গীয় এক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিল। আর ঠিক তখনই সুসানা ঘোড়া নিয়ে ওদের পাশাপাশি হল।

বিল শুষ্ক গলায় বলল, 'সুসানা, আমি চাই তুমিও এটা শোন।' লেনের উদ্দেশে তাকাল ও। 'আমি আর বব বার্মাকে লড়তে বাধ্য

করেছিলাম, লেন। ঠাণ্ডা মাথায় ওকে আমি খুন করেছি। এবং এজন্য আমার কোন দুঃখ নেই।'

মাথা দোলাল লেন, গাঢ় স্বরে বলল, 'আমিও আন্দাজ করেছিলাম এটা।'

হাসল বিল, ভোরের প্রথম আলোয় সুসানার পানে তাকাল। ওর প্রতি ঘৃণা জেগে উঠেছে বিলের চোখে, দেখতে না-পেলেও সুসানা এটা অনুভব করে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার গোপন কথা ফাঁস করবে না সত্যি, কিন্তু কারো ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকারও সে হবে না তা গোপন রাখার জন্যে। এবং এ-কারণেই নিজের মুখে স্বীকার করে নিল অপরাধ।

বিল বলল চাঁচাছোলা সুরে, 'তৈরি সুসানা?' তারপর নিজের ঘোড়ার কাছে গেল।

এবার লেনের দিকে ফিরল সুসানা, তিক্ত স্বরে বলল, 'আমি বোধহয় কখনই কোন ঠিক কাজ করি না···না?'

'কেউই করে না, আইভি ছাড়া,' মন্তব্য করল লেন।

'কিন্তু দেখ আমি কী করেছি,' সখেদে উচ্চারণ করল সুসানা। 'কোথায় এলাম তোমাকে সাহায্য করতে, কিন্তু এখন উলটো তোমার পেছনেই একদল নেকড়ে লেলিয়ে দিয়েছি।'

লেন শান্তভাবে বলল, 'একটা সময়ে এ-অবস্থা আসতই, সুসানা। আমি যেটা স্মরণ করব, তা হল তুমি এসেছিলে।'

'কখন স্মরণ করবে, লেন—এই দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর?'

'তুমি চাও আমি চলে যাই?' লেন প্রশ্ন করে।

'আমি চাই তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ। আমি অপেক্ষা করব, লেন।

boighar.com

প্রয়োজনে সারাজীবন, যদি কথা দাও তুমি ফিরে আসবে।'

'কথা দিলাম, সুসানা,' নিশ্বাসের শব্দে বলল লেন।

প্রত্যূষের পাণ্ডুর আলোয় ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে নীরবে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। লেন দক্ষিণে যাচ্ছে, বিল আর সুসানা উত্তরে।

বার

গাছপালার ভেতর দিয়ে নাগাড়ে দক্ষিণে ছুটে চলল লেন, ট্রেইল গোপন করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে বুঝে গেল বেশিক্ষণ এভাবে চলা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। দুর্বলতাই এখন ওর বড় শত্রু হয়ে উঠেছে, রৌদ্রালোকিত কোন জায়গায় শুয়ে পড়ে লম্বা একটা ঘুম দিতে ভীষণ ইচ্ছে যাচ্ছে। একদিকে সময় গড়াচ্ছে, আর সেই সঙ্গে প্রবল এক অনীহাবোধ পেয়ে বসছে তাকে। এরকমটা হবার কারণ ও বুঝতে পারে। লাথি-খাওয়া কুকুরের মত পালাচ্ছে সে, আর তাই ঘা লাগছে ওর পৌরুষে। সুসানার স্বপ্ন ভেঙে গেছে, জিম ক্রু মৃত। বিল শেল পালাচ্ছে। আর সে পালাবার আগে ক্ষণিকের বিশ্রাম পেয়েছিল স্রেফ শীলার সাহসী ভূমিকার সূত্রে।

বনের ভেতর একটা ঘেসো জমির দেখা পেল ও, পিঠে রোদের তাপ নিয়ে ছুটে চলল তার ওপর দিয়ে। এখন লেন জানে পালিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। বরং বিল যখন পালাবার সময় করে দিচ্ছে তখন সেই সময়কে সে ফিরে যাবার কাজে লাগাতে

boighar.com

পারে। পরক্ষণে ও বুঝল এই অসুস্থ শরীরে সম্ভব হবে না এটা করা। সে-চেষ্টা করলে সে মারা পড়বে, তারচেয়ে পৌরুষকে জলাঞ্জলি দিয়ে, আইভির নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করাই হবে এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তবে পরে সে ফিরে আসবে, যেমনটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সুসানাকে।

ঘেসো জমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গাছপালার ফাঁকে খাড়া একটি চড়াইয়ের ওপর ঘোড়া তুলে দিল লেন। তেমন উঁচু নয় চড়াইটা, কিন্তু ওতেই সে হাঁপিয়ে গেল, কাঁধে চিনচিনে ব্যথা শুরু হল আবার। রিজের মাথায় উঠে থামল ও, পরিস্থিতি বিচার করল। এখন একমাত্র দক্ষিণের পথ খোলা আছে তার জন্যে। যদি এই ট্রেইল ধরে চলে, ফেডারেলসের অপর পাশের সমভূমিতে পৌঁছাতে পারবে এবং রিজার্ভেশনের দক্ষিণ সীমানায় গিয়ে খাবার সংগ্রহ ও ঘোড়া বদলাবার সুযোগ পাবে। এটাই তার করা উচিত।

গাছপালার ওপর দিয়ে পেছনের প্রান্তরে তাকাল লেন, জানে শেষবারের মত ওখানে নজর বোলাচ্ছে। তারপর আচমকা সজাগ হয়ে উঠল ও। দেখল, নিঃসঙ্গ একজন ঘোড়সওয়ার তৃণভূমির ঘন ঘাসবন মাড়িয়ে মাঝারি কদমে তার ট্রেইল অনুসরণ করছে।

এবার মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠল লেন, ট্রেইল এবং সকালের ঝাঁঝাল রোদ্দুর থেকে সরে রিজের ওপাশের বনজঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। পেছনের লোকটার কথা ভাবল সে, বোঝার চেষ্টা করল ঘোড়সওয়ার তাকে দেখে ফেলেছে কিনা। ধারণা করল লোকটা দেখতে পায়নি তাকে; অলস একটা ভাব রয়েছে ওর চলার ভঙ্গিতে যা থেকে মনে হয় সে ধরেই নিয়েছে তার সামনে সুসানা রয়েছে।

বইঘর.কম

সম্ভবত আইভির কড়া নির্দেশ আছে সুসানার ওপর দৃষ্টি রাখার, কিন্তু পাশাপাশি আরো বলা আছে তার লোকজনকে ওকে যেন নির্যাতন করা না হয়।

এবার নিজের ট্রেইল গোপন করতে সচেষ্ট হল লেন, কিন্তু পরক্ষণে এক্ষেত্রে নিয়তির বিধানকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করল। ট্রেইল লুকাতে হলে দুর্গম এলাকা দিয়ে চলতে হবে, কিন্তু শরীরের এ-অবস্থায় সেটা ও করতে পারবে না। দুপুর নাগাদ খাড়া পাড় বেয়ে পাথুরে একটা নালায় নামবার সময় ওর এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হল। চেস্টনাট পিছলে ঢালের নিচে নেমে যাবার সময়ে হাঁটু দিয়ে স্যাডল আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পেল লেন কিন্তু সফল হল না। হর্নের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, পতন রোধ করার জন্যে অক্ষত হাতের সাহায্যে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরল। নালায় পৌঁছে চেস্টনাটের সাথে স্নেহের সুরে দু-চারটে কথা বলল সে, তারপর কষ্টেসৃষ্টে আবার বসল সোজা হয়ে। এখন অসীম হতাশার সাথে ও উপলব্ধি করে ঘোড়াটা নেহাত শান্ত, নইলে পিঠ থেকে নির্ঘাত ফেলে দিত তাকে। আরো একটা জিনিস বুঝতে পারল ও। নিরাপত্তার জন্যে যদি জোরকদমে ছুটতে হয় স্যাডলে সে বসে থাকতে পারবে না। নালার ভাটিতে এগোতে এগোতে শান্তভাবে বাস্তবতাকে গ্রহণ করল লেন। এখন একটি কাজই করতে পারে সে-লড়াইয়ের মত কোন একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে এই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা।

নালার দুই পাড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে ও, টের পায় শার্টের নিচে ঠাণ্ডা ঘামে ওর পিঠ ভিজে গেছে। নালার একটা বাঁক

boighar.com

ঘুরল সে, ডান দিকে শরবন চোখে পড়ল। থেমে ভাল করে দেখল জায়গাটা, নালার পাড়-লাগোয়া ঘন ঝোপঝাড়ের ওপর নজর বোলাল। তারপর সন্তুষ্ট মনে ভাবল শত্রুকে ফাঁদে ফেলার জন্যে চমৎকার একটা স্থান এটা।

ভাটিতে আরো শ-খানেক গজ এগিয়ে গেল সে, তাকাল পেছনে। যা চাইছিল, বাঁকের মুখ থেকে এ-জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়। ওখানে নামল ও, প্রকাশ্যে ঘোড়া বেঁধে রেখে শরবনের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল।

থেমে থেমে, অতিকষ্টে, ডালপালা ঠেলে এগোল ও, কিছুদূর যাবার পর মোড় নিয়ে একটা পাইন গাছের নিচে চলে এল। এখানে বসে পড়ল লেন, জখমি হাতটা আলতোভাবে টেনে নিয়ে এল কোলের ওপর, তারপর পিস্তল বার করে নামিয়ে রাখল পাশে, কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল। গ্রীষ্মকালীন বিকেলের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর আর পাইনের সুরভি, কিছুই যেন এখন আর স্পর্শ করতে পারে না ওকে, সজাগ সে প্রতিটি শব্দ চিনতে পারে আলাদাভাবে।

প্রায় আধঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর, নালার পাথুরে বুকে নাল-পরান ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ শুনতে পেল ও। এবার পিস্তল বাগিয়ে ধরল লেন, উঁচু হল হাঁটুর ভরে। ইতিমধ্যে আরেকটু কাছে এসে পড়েছে শব্দটা, তারপর জেস মুরের কৃশ অবয়ব, কুঁজো হয়ে আছে স্যাডলে, নালার বাঁকের মুখে দৃষ্টি গোচর হল।

সামনে তাকিয়ে ছিল মুর, তারপর হঠাৎ এভাবে রাশ টানল যে তার ঘোড়াটা চেঁচিয়ে উঠল চিঁহি করে, সামনের পা দুটো

আকাশ পানে তুলে ধরল।

ঝরনার ভাটিতে সুসানার চেস্টনাটটা চোখে পড়েছে ওর লেন জানে এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে আগে নালার অপর পাড়ে নজর বোলাল জেস, তারপর লেন যে-পাশে রয়েছে ধীরে ধীরে সেদিকে ঘুরে আসতে লাগল তার চোখ। এখন পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছে সে। অবশেষে লেনকে পেরিয়ে গেল ওর দৃষ্টি, তারপর ফিরে এল তার কাছে, এবং এক পলকের জন্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

লেন বলল, 'আমি এখানে, জেস।'

এর আগেই উঁচু হতে শুরু করেছিল মুরের পিস্তল, ওটার বিকট গর্জনে খানখান হয়ে গেল অপরাহ্নের অটুট স্তব্ধতা। একই সময়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল মুর। নিশানা করতে গিয়ে লেন যখন দেখল নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ, তড়িঘড়ি ট্রিগারটা টেনে দিল। ধপাস করে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়াটা, হাওয়ায় পাখা মেলল মুর, বাঁকের ওপাশে দৃষ্টির আড়াল হল।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল লেন, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল শরবনের ভেতর, ডালপালা ঠেলে এগোল সামনে। পেছনের পথে ঘুরে গিয়ে মুরকে ধরার আশায় পাড়ে উঠল।

আচমকা মাটি সরে গেল পায়ের তলায়, পেছনে লাফ দিল সে, কিন্তু অনেক দেরিতে। দেবে গেল বানের পানিতে ক্ষয়ে-যাওয়া পাড়টা, লেন ঝরনার নুড়ি-বিছান বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

আর ঠিক তখুনি প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল মুরের পিস্তল, এত

boighar.com

কাছ থেকে যে লেনের মনে হল সে বধির হয়ে গেছে। জখমের তোয়াক্কা করল না লেন, গড়ান দিয়ে উঠে বসল হাঁটু ভাঁজ করে। তারপর অসাবধানতাবশত বাম কনুইয়ের ওপর ঝুঁকল সে, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবার আগমুহূর্তে দেখল খাড়া পাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে মুর গুলি করছে ফের। এবার সচেতনভাবে কাত হয়ে পড়ল ও, একটানে বার করে আনল পিস্তল, ঝটপট দুটো গুলি করল।

জেস মুরের বুকের পাশে আঘাত করল ওর দ্বিতীয় গুলিটা। পাড়ের ওপর ছিটকে পড়ল সে, এত জোরে যে ছোটখাট একটা ভূমিধস নামল।

হাঁটু গেড়ে বসল লেন, টের পেল কাঁধের সেই দবদবে ব্যথাটা শুরু হয়েছে আবার। কোটের নিচে হাত ঢোকাতে চেষ্টা করল সে, পিস্তলের জন্যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে লক্ষ করে হোলস্টারে রেখে দিল অস্ত্রটা।

এরপর ব্যথায় নিশ্বাস বন্ধ করে রেখে, হাত ঢোকাল ভেতরে, টের পেল ব্যাণ্ডেজ ফের ভিজে উঠেছে। হাত বার করে আনল সে, তালুতে লেগে-থাকা কালচে আঠাল পদার্থের দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে এল বাস্তবে। স্থির বিকেলে দূর-নিচে থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে এসেছে ওই শব্দ। ওগুলো ওর আর মুরের গুলির জবাবে ছোড়া হয়েছে।

আতঙ্কিত হয়ে ওঠে লেন। মুরকে হত্যা করতে গিয়ে সে আরেক লোকের দৃষ্টি টেনে এনেছে এদিকে। ওই লোক এখন

আরো মানুষজন ডেকে আনবে। এতক্ষণে পালাবার একটা তাগিদ অনুভব করল ও, উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে, জেসের ঘোড়াটাকে পাশ কাটিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল নালার ভাটিতে।

চেস্টনাটের কাছে পৌঁছাতে ঝাড়া দুমিনিট লাগল ওর। স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে শরীর উঁচু করল, প্রচণ্ড ব্যথার মধ্যেই পা নিয়ে গেল ওপাশে, তারপর সোজা হয়ে বসল অতিসৃষ্টে।

এবার নালা থেকে সরে গেল ও, গুলি যেদিকে হয়েছে তার বিপরীত দিকক্কার পাহাড়পর্বত অভিমুখে ছুটে চলল। ওটা তার পথ নয়, কিন্তু এখন এসব গ্রাহ্য করল না সে। জানে, অন্ধকার নামলে ধাওয়াকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের রাস্তায় ফিরে আসতে পারবে। আরো একটি সত্য এ মুহূর্তে উপলব্ধি করে লেন; আজকের দিনটা সে টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু কাল আর তা সম্ভব হবে না। তাই ও তৎপর হল বিরুদ্ধ সময়কে নিজের অনুকূলে টেনে আনতে।

গিরিপথে পৌঁছে বিল শেল রাশ টানল ঘোড়ার, সুসানার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যখন সে পাশাপাশি হল, ইশারায় ট্রেইল দেখিয়ে বিল বলল, 'সোজা চলে যাও, সুসানা। সব সময় রাস্তার মাঝখানে থাকবে। তাড়াহুড়ো করবে না একদম এবং সরাসরি সিগন্যালের দিকে এগোবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওরা ধরে ফেলবে তোমাকে।'

'তুমি যাচ্ছ কোথায়?' সুসানা প্রশ্ন করল।

boiabar.com

দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল বিল. তাকাল সুসানার পানে 'আমি অন্য রাস্তায় যাব।'

'সোজা রিজার্ভেশনে চলে যাচ্ছ না কেন?

ধূর্ত হাসল বিল। 'ওই রাস্তাটাই ওরা বন্ধ করবে সবার আগে।' পথ ছেড়ে দাঁড়াল ও, যাত্রার ঢঙে সুসানাকে ইশারা করল এগিয়ে যেতে।

'থাম, বিল,' বলল সুসানা। ওর নীলাভ সবুজ চোখ বিস্ফারিত এবং শান্ত, আর ওগুলোর তারায় কৌতূহল। 'আমার কোনকিছুই তোমার পছন্দ না···না?'

'তোমার মধ্যে কোন গলদ নেই,' বিড়বিড় করে বলল বিল, চোখে দুর্বিনীত কৌতুক। 'তুমি অনেকটা ঘোড়া কুকুর বা অন্য যে-কোন মেয়েছেলের মতই। একবার স্বভাব বুঝে ফেললে আর কোন ঝামেলা হবে না।'

'এই লড়াইয়ে আমি জিততে যাচ্ছি, বিল

'ফ্র্যাংককে বিয়ে করে?'

'না। জয় ছিনিয়ে নিয়ে। আর যখন তা নেব, আমার ইচ্ছা তুমি ফিরে এসে আবার কাজে যোগ দাও।'

'সম্ভব নয়, ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বিল বলল।

'কেন নয়? আমরা একে অপরকে বুঝি।'

কানে গিয়ে ঠেকল বিলের হাসি, অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এবং সম্ভবত একটু বেশি মাত্রায় বুঝি। চলি, সুসানা।' চকিতে একবার সুসানার দিকে তাকাল ও। 'ওরা যখন তোমাকে আটকাবে, ওদের বলবে তুমি আমার সাথে ছিলে—লেনের সঙ্গে

নয়। ওরা বিশ্বাস করবে না তোমার কথা।'

রাস্তায় উঠল বিল, সতর্ক নজর বোলাল একবার, তারপর ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে ঝটপট অপর পাশে চলে গেল। এরপর, ট্রেইল গোপন করার সামান্যতম চেষ্টা না-করে, ভাঙাচোরা পাথুরে অঞ্চলের দিকে ছুটল। নাগাড়ে এগিয়ে চলল সে, আপন ভাবনায় বিভোর হয়ে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠল ওর চেহারা। দুপুর নাগাদ পেছনে যখন গুলির আওয়াজ হল, একটিবার ঘুরেও তাকাল না সে। কারণ বিল শেল গভীরভাবে আত্মদর্শন করছে এখন, এবং নিজের চেহারা দেখে নিজেই শিউরে উঠছে। প্রথমাবধি এই ব্যাপারটা নিয়ে সামান্যতম গর্ব বোধ করতে পারেনি সে। লেনের প্রস্তাব ও গ্রহণ করেছিল মূলত প্রতিহিংসার তাড়নায়। ভেবেছিল এভাবে বিল এবং ফ্র্যাংক আইভির ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাওয়া যাবে, এবং তা সে বাস্তবায়ন করতে পারবে আইনের আড়াল নিয়ে

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর সে-রকম থাকেনি। এক্ষেত্রে কেবল হাতেগোনা তিনজন সৎ মানুষকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে সে। লেন সয়্যার জিম ক্রু আর শীলা বার্ড। সুসানার ইন্ধন আর ওর সমর্থন মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে জিম ক্রু-কে, লেনেরও বাঁচবার সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ। আর এই অবস্থা বিষিয়ে তুলেছে ওর অন্তর। সুসানা সম্পর্কে মনে জন্ম নিয়েছে তীব্র এক বিতৃষ্ণা। বলতে কি, ওর আর আইভির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুসানা সেই জাতের মানুষ যারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পরে তা অপব্যবহার করে, এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে সম্মানের

boighar.com

সাথে মারা যায়। সুসানা আর আইভির মধ্যে এই-যে রেষারেষি, এতে যেন কৌতুকের খোরাক পায় বিল, আবার একই সঙ্গে ঘটনাটা নিজের জীবনের প্রতি তার মনে সাতিশয় ঘেন্না জাগিয়ে তোলে। প্রথমেই সে লেনকে বলে দেয়নি কেন, সুসানা আসলে বাঘিনী, লেনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে চারপাশের সবকিছু গ্রাস করতে চাইছে? লেনের একটা নখের সমান যোগ্যতা নেই ওর। অবশ্যি এটাও সত্যি, শেষ পর্যন্ত ওকে সে পাবেও না।

বিল নির্বোধ না, জানে সুসানা হোঁচট খাবে এবং লেন ওর ভেতরটা দেখতে পাবে। আর যখন তা দেখবে, শীলাকেও চিনতে পারবে সে। শীলার কথা ভাবতে গিয়ে কোনরকম বেদনা বোধ করে না বিল জয় করবার একটা চেষ্টা নেবার আগেই ওকে সে হারিয়ে বসে আছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল একজন মানুষের কাছে যেতে শীলার বাধা নেই—লেন সয়্যার তেমনি একজন ভাল মানুষ। আর শীলাও ওকে ভালবাসে, বিল জানে। সুতরাং তার এখন দায়িত্ব হবে শীলার জন্যে লেনকে বাঁচিয়ে রাখা।

তাই সময়ের সদ্ব্যবহার করাই এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিমধ্যে গ্রানিট পীকের চারপাশে নিশ্চয় জাল বিস্তার করা হয়ে গেছে আইভির এবার তাকে তাড়িয়ে ওই জালের মধ্যে নিয়ে ফেলবে সে। এ-কাজ করতে বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে ওদের। তারপর জাল গুটিয়ে আনবে ওরা, এবং মাঝ-বিকেল নাগাদ ফ্র্যাংক আইভি জেনে যাবে লেন সয়্যারের পরিবর্তে সে এতক্ষণ বিল শেলের ট্রেইল অনুসরণ করছিল। কিন্তু আমি যদি গ্রানিট ট্রেইলের ছায়াও না-মাড়াই? বিল ভাবে এবার। আচ্ছা, বোল্ডার ফিল্ডে ওদের

সরিয়ে নিলে কেমন হয়, যেখানে গেলে ওরা নিশ্চিত হয়ে যাবে আর কোথাও পালাতে পারব না আমি এবং চূড়ান্ত আক্রমণ চালাবার জন্যে রাতটা ওখানেই তারা কাটিয়ে দেবে অপেক্ষা করে? সেক্ষেত্রে সকালের আগে আইভি জানতে পারবে না কার পিছু সে নিয়েছিল, আর এর ফলে আরো বার ঘণ্টা সময় হাতে পাবে লেন। এসব কথা ভাবতে ভাবতে গ্রানিট পীকের ট্রেইলে উপস্থিত হল বিল। একটুক্ষণ থেমে দিগন্ত-ছোঁয়া চূড়ার পানে তাকিয়ে রইল সে, তারপর মাথা নাড়াল ডানে-বাঁয়ে, যেন নিজেকেই-করা কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। এরপর এগিয়ে চলল আবার, তবে ট্রেইল ধরে নয়: ও যাচ্ছে বোল্ডার ফিল্ডের দিকে।

সারা বিকেল টানা ছুটে চলল সে, সন্ধেবেলায় বনের সীমায় পৌঁছে ছড়ান-ছিটান পাথরচাঁইয়ের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোতে লাগল রাত নাগাদ দেখা পেল একটা ক্যানিয়নের, যার একমাত্র নির্গমন পথ এর প্রবেশমুখ। বিনা দ্বিধায় ওখানে ক্যাম্প করল সে, তারপর ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিয়ে একরাশ বোল্ডারের মাঝে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল যেখানে তীব্র বাতাসের অত্যাচার থেকে সামান্য আশ্রয় মিলবে। এবার সমস্ত কার্তুজ বার করে পায়ের কাছে সাজিয়ে রাখল ও, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগল।

প্রথম ঘোড়সওয়ার যখন নিছক সন্দেহের বশে নাক গলাতে চেষ্টা করল ক্যানিয়নের ভেতর তখনো পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেনি অন্ধকার। ওর উদ্দেশে গুলি ছুড়ল বিল, চকিতে উধাও হয়ে গেল রাইডার, পরক্ষণে বিল তার চিৎকার শুনতে পেল। গুলির

boighar.com

আওয়াজ হল আরো কয়েকটা, তারপর জবাব এল সেগুলোর বিল মুচকি হাসল। হায়েনার দল জোট বাঁধছে।

অন্ধকার নামবার বেশ কিছু সময় পর, যখন হাওয়া পড়ে গেছে তখন, আড়মোড়া ভাঙতে উঠে দাঁড়াল বিল। ওর পেছন দিককার রিমের মাথায় কড়াৎ করে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। কাছের একটা বোল্ডারের গায়ে আঘাত হানল বুলেটটা, ছিটকে চলে গেল আরেক দিকে। বিল চট করে বসে পড়ল আবার।

এরপর ফ্র্যাংক আইভির গলা শুনতে পেল ও। 'সয়্যার, বাঁচতে চাইলে বেরিয়ে আস, নইলে আমরা আসছি তোমাকে খতম করতে।'

হৃষ্টচিত্তে একগাল হাসল বিল। এখন তার মনে একটাই দুঃখ: প্রতিপক্ষের কথার জবাব দিতে পারছে না। এধরনের কাজে সবচেয়ে ভাল হয় যা করলে তাই করল ও। আইভির কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল একটা।

এরপর, বিল দেখে কীভাবে ঘটতে যাচ্ছে ব্যাপারটা। নিশ্ছিদ্র আয়োজন ফ্র্যাংক আইভির। রিমের চারপাশে লোক বসান হয়েছে, ভেতরেও আছে দু-তিনজন। চমৎকার পরিকল্পনা, অন্ধকার সত্ত্বেও, তার প্রতিটি নড়াচড়া যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের চোখে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটে আসছে। ভুল চালে যদি আগেভাগে সাঙ্গ না-হয়ে যায় খেলাটা, বিল ভাবল, এর শেষটা দারুণ উপভোগ্য হয়ে উঠবে মধ্যরাত নাগাদ। দুবার অবশিষ্ট অ্যামুনিশন নিয়ে অন্য জায়গায় সরে গেল সে, এবং একবার আগেই ওকে দেখে ফেলল ওরা। অন্ধকারের কারণে হিসেবে ভুল হওয়ায়

হিমশীতল পাথরের পেছনে মাটি কামড়ে শুয়ে পড়তে হল ওকে, এবং প্রতিপক্ষ তার উদ্দেশে কয়েক পশলা গুলি বর্ষণ করল।

এখন শীত করছে ওর, খিদেও পেয়েছে। এ সময় একটা সিগারেট হলে দারুণ জমত, কিন্তু ম্যাচ জ্বালতে সাহস পেল না। অনবরত আশ্রয়স্থল বদলাতে লাগল সে, প্রত্যেক বারেই ওর মনে হচ্ছে আগের বোল্ডারের চেয়ে নতুনটা যেন আরো বেশি ঠাণ্ডা। বেল কর্মচারিরা এখন এগোচ্ছে না আর; তাকে মুঠোয় পুরে ফেলেছে ওরা, তাই ভোর অবধি অপেক্ষা করতে তাদের কোন বাধা নেই

Boighar

ভোরের দিকে শীতে ভীষণ কাঁপতে শুরু করল বিল। এখন যে-পাথরের পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে মনে হচ্ছে সেটা যেন বরফে তৈরি। ঠকঠক করে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে সে আর গাল বকছে। অবশেষে পিস্তল তুলে নিয়ে নিঃশব্দে এগোল অন্ধকারের মধ্যে, প্রথমে যেখানে লুকিয়েছিল সেই পাথরের দিকে রওনা হল। সন্তর্পণে এবং ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সে, উবু হয়ে রয়েছে যাতে ক্যানিয়নের মেঝে অতিক্রম করার সময়ে ধূসর গ্রানিট পাথরের পটভূমিতে তার কালো অবয়ব পরিষ্কারভাবে রেখায়িত হয়ে না-ওঠে।

প্রথমবারের সেই পাথরখানা চোখে পড়ল ওর, নিঃসাড়ে ঢুকে পড়ল ওটার আশ্রয়ে। গোড়ালির ওপর বসল সে, ঠাণ্ডা সহ্য করার জন্যে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল দুই বগলের তলায়। পিঠে একটা গান ব্যারেলের ছোঁয়া অনুভব করল ও, নিমেষে টানটান হয়ে গেল শরীর, তারপর শক্ত জিনিসটা যখন আঘাত করল তখন সে

boighar.com

ঘুরতে শুরু করেছে। একটুও ব্যথা লাগল না ওর, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করল মৃত্যুকে।

ফস করে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠেই নিভে গেল। ফ্র্যাংক আইভি গাল বকল। দ্বিতীয় কাঠিটা তালুর আড়ালে ধরিয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে, পায়ের কাছে পড়ে-থাকা লাশের মুখের ওপর নিয়ে গেল দিয়াশলাইয়ের কম্পমান শিখাটা।

যখন চিনতে পারল লোকটাকে, কাঠিটা ছুড়ে ফেলে দিল সে, একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর হিংস্রভাবে লাশের গায়ে লাথি মারল ফ্র্যাংক, ঘুরে ঘোড়ার দিকে এগোতে এগোতে তার সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'ভুল লোক! স্যাডলে ওঠ সবাই!'

তের

www.boighar.com

লেন যখন পৌঁছাল ডি বারে, বাংকহাউসের শেষ প্রান্তে টিমটিমে একটা বাতি ছাড়া গোটা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে ছিল। ক্লান্ত ঘোড়াসহ উঠনে প্রবেশ করে ও আশা করল এবার কুকুরের হাঁক-ডাকে সবাই জেগে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বারান্দার সামনে এসে থামল সে তবু কোন শোরগোল উঠল না।

এবার আরো জটিল হয়ে দাঁড়াল সমস্যাটা। একা নামতে গেলে পড়ে যাবার ভয় আছে, তবু ঝুঁকিটা এখন তাকে নিতেই হল। হর্নের সাথে বুক ঠেকাল সে, সাবধানে পা ঘুরিয়ে আনল এপাশে, তারপর অক্ষত হাতের ভরে নামতে শুরু করল। ওর ভার সইতে পারল না হাতটা, হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে গেল ঘোড়ার গায়ের ওপর। ভয় পেয়ে ঘোত করে নাক ঝাড়ল চেস্টনাট, আধপাক ঘুরে গেল। ওটার কেশর আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল লেন, সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

এরপর কৌতূহলী একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। 'কী হচ্ছে এখানে?' পলক তুলল ও, দেখল জর্জ বুশ দরজায় দাঁড়িয়ে, পরনে

boighar.com

রাত্রিবাস, চোখ ঘুম-জড়ান। জর্জের পেছনের দেয়ালে-ঝোলান ব্র্যাকেট ল্যাম্পের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ, বার কতক পাপড়ি ফেলল সে, অবসন্ন গলায় বলল, 'আমার একটা তাজা ঘোড়া দরকার, জর্জ।'

জর্জ বুশ বাইরে এসে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন ওর সামনে, এরপর ঘুরে বাংকহাউসের দরজায় গিয়ে ডাকলেন, 'লিংক! লিংক টমস!' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর জর্জকে বলতে শুনল লেন, 'এই মেহমানকে একটা ঘোড়া এনে দাও, বাছা। শোন, আমার কালো স্ট্যালিয়নটাই আনবে। জলদি।' লেনের কাছে ফিরে এলেন জর্জ, নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'ভেতরে এসে অপেক্ষা কর।'

তাঁর পেছন পেছন ঘরে ঢুকল লেন, দেয়ালের ধারে একটা ব্যারেল চেয়ারে ডুবে গেল। মাথা পেছনে এলিয়ে দিল সে, চোখ বুজল। ক্রোধ আর করুণা মিশ্রিত অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করলেন বুশ, তাঁর চোখে নীরব সমবেদনা ফুটে উঠল। লেনের ক্ষতের মুখ খুলে গেছে আবার, কোট রক্তে ভিজে উঠেছে। বাহু বেয়েও নেমেছিল এর ধারা, ফলে সারা হাত জমাট-বাঁধা রক্তে কালচে হয়ে আছে। কালো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আস্তর পড়েছে রক্ত আর ধুলোর। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ গর্তে-বসা এবং পাণ্ডুর। ওকে দেখলে মনে হয় মুমূর্ষু একটা লোক, নিভে যাবার অপেক্ষায় যার জীবনপ্রদীপ দপদপ করছে।

জর্জ বললেন, 'জেগে আছ তুমি?' তারপর লেন যখন চোখ মেলল তখন জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার কত পেছনে আছে ওরা?'

'অনেক।'

বইঘর.কম

'ওটা সুসানার ঘোড়া না ?'

'ওরা এসে পড়ার আগমুহূর্তে ও আমার সাথেই ছিল।'

বুশ জরুরি গলায় জানতে চাইলেন, 'ও ও কি জড়িয়ে পড়েছিল লড়াইয়ে ?'

ক্লান্তভাবে মাথা নাড়াল লেন, সবিস্তারে সবকিছু খুলে বলার মত শক্তি পাচ্ছে না। নীরবে পরস্পরের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওরা, তারপর লেন বলল, 'ওকে বাড়ি ফিরিয়ে আন, জর্জ। যেখানে ওর ওপর তুমি নজর রাখতে পারবে।'

হাসলেন না বুশ। 'চেষ্টা করেছিলাম। বলেছে আসবে না। আমাকে ও ঘৃণা করে।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল লেন, যেন একথার অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। বুশ খেই ধরলেন, 'দুবার বলেছি, মিনতি করেছি। কিন্তু এখন বোধহয় আর ওকে চাই না আমি।'

এবারেও লেন বুঝতে পারল না কিছু, কিন্তু টের পেল বিষয়টা নিয়ে জর্জ আলাপে আগ্রহী নন।

জর্জ বললেন, 'তা এখন কী করবে তুমি ?'

'পালাব, যদি সম্ভব হয়।'

'খাবারের প্রয়োজন হবে তোমার। আমি নিয়ে আসছি।'

বেরিয়ে গেলেন তিনি, আর লেন অবসন্নভাবে ওখানে বসে চেষ্টা পেল সুসানা সম্পর্কে তাঁর হেঁয়ালিভরা কথাবার্তার জট ছাড়াতে। অল্পক্ষণের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ল ও।

মুখে ব্যথা পেয়ে যখন জেগে উঠল তখন তার মনে হল সে যেন গভীর এক কুয়ো থেকে উঠে আসছে। চোখ মেলল লেন। সামনেই

boighar.com

এক কিশোর দাঁড়িয়ে, চোখে শঙ্কা। ছেলেটাকে আগেও দেখেছে, তবে এখন ওর নাম সে মনে করতে পারল না।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে,' লিংক টমস বলল। 'আমি তোমাকে জাগাতে পারছিলাম না।'

নিমেষে জরুরি ভাবটা ফিরে এল আবার, লেন বলল, 'আমাকে উঠতে সাহায্য কর।' হাত বাড়িয়ে দিল ও, লিংকের সহায়তায় উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

'তোমার ঘোড়া বাইরে,' জানাল তরুণ র‍্যাংগলার।

দরজার দিকে এগোল লেন, ক্লান্ত ভঙ্গিতে, মাতালের মত এলোমেলো পায়ে। বাম হাতখানা ঝুলছে শিথিলভাবে, যেন নিছক একটা বাহুল্য ওটা। লিংক ওর পিছু নিল।

বাইরে, লেনকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল সে, ব্যথায় ওর গুঙিয়ে ওঠার শব্দ শুনল। এরপর লাগামটা লেনের হাতে তুলে দিল লিংক, শান্ত গলায় বলল, 'আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, সয়্যার। আমি মুখ বন্ধ রাখব।'

'এখন আর যায় আসে না কিছু,' লেন বলল নিস্তেজ স্বরে। জর্জ নিজের ঘোড়া ওকে দিয়েছেন এ-খবর গোপন থাকবে না।

কিশোর লিংক এরপর ধীর গলায় বলল, 'কিন্তু ওরা যদি জেনে যায় তখন সুসানা কী করবে?'

লিংকের এই শেষের কথাটা মাথার ভেতরে একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করল লেন, বুঝতে পারল না কিছুই, বাধ্য হয়ে ভারি গলায় ও বলল, 'তোমাকে আরেকটু খোলাসা করে বলতে হবে, বাছা।'

'যদি কখনো জানতে পায় সুসানাই বলেছিল স্ট্যামপিড করতে

বইঘর.কম

তখন ওরা কী করবে? ক্রু-র মৃত্যুর জন্যে সবাই ওকে দোষ দেবে না?'

ধীরে ধীরে, লেনের মগজে ঢুকল এটা। তীক্ষ্ণ চোখে সে তাকাল লিংকের দিকে। এখন ও পুরোপুরি সজাগ, চিন্তাশক্তি পুরোদমে কাজ করছে আবার। 'সুসানা বলেছিল স্ট্যামপিড করতে?'

'প্লিজ,' লিংক বলল রাগতভাবে। 'এরকম ভান কোর না যে আমি জানি না কিছু। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছি আমি। কেন, সুসানা তোমাকে বলেনি কিছু?'

'না।'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি,' লিংক পুনরাবৃত্তি করে। 'পিবলস আর বেইলি যখন কাজটা করছিল পেছন থেকে দেখে ফেলেছি আমি। সুসানার সাথে কথা বলেছি এ নিয়ে। ও আমাকে শপথ করিয়েছে কাউকে না-বলতে।' থামল লিংক, দ্বিধায় ভুগছে। 'অথচ এখন তুমি কিনা বলছ কিছু যায় আসে না।'

সামনে ঝুঁকে এল লেন, নিচু কণ্ঠে বলল, 'তুমি দেখেছ বেইলি আর পিবলসকে স্ট্যামপিড করতে?'

'হ্যাঁ। আমি জানি সুসানা আর তুমি কী পরিকল্পনা করেছিলে। অথচ এখন এমন ভান দেখাচ্ছ যেন আমি একেবারে কচিখোকা!'

'কী পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা?' জিজ্ঞেস করল লেন।

'তোমরা চেয়েছিলে স্ট্যামপিডের দোষ আইভির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ক্রু-র সমর্থন আদায় করতে। অবশ্যি তোমরা তখন জানতে না, যে, আইভি খুন করবে ওকে। তোমাদের কপাল মন্দ। না-না, আমি দোষ দিচ্ছি না তোমাদের। নিশ্চিন্ত থাকতে পার কাউকে

boighar.com

আমি কিছু বলব না কোনদিন।' লিংকের কণ্ঠ অভিমানে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, এবং এরপর সে আবারো বলল, 'কিন্তু এখন তুমি বলছ ওরা জানলেও কিছু যায় আসে না। আমি কার কথা বিশ্বাস করব, তোমার না সুসানার?'

'সুসানা তোমাকে বলেছে মুখ বন্ধ রাখতে···সত্যি?'

'হ্যাঁ। দুবার। বাসায় এবং তারপর শহরে। কাল।'

জর্জ বুশের পায়ের আওয়াজ পেল লেন, আস্তে করে বলল, 'তাহলে মুখ বুজেই থাক। কী নাম যেন তোমার?'

'লিংক টমস।'

ছোট্ট একটা ব্যাগে করে খাবার নিয়ে ফিরে এলেন জর্জ। ব্যাগটা বেঁধে দিলেন স্যাডল হর্নের সাথে, বললেন, 'তুমি আর দেরি কোর না, বাছা।'

'না, করব না,' লেন বলল। 'ধন্যবাদ, জর্জ। আমি ঠিক ফিরে আসব।'

জর্জ বা লিংক কেউই বলল না কিছু, লেন ঘোড়া ছোটাল অন্ধকারে। সেতু পেরিয়ে অল্পক্ষণের ভেতর এসে পড়ল প্রান্তরের পথে, স্যাডলে ঢিলে হয়ে বসে কিছুক্ষণ আগে শোনা ওই কথাগুলো ভাবতে লাগল।

লিংক টমসকে বিশ্বাস করেছে সে। আর এ-কারণেই মানতে বাধ্য হচ্ছে ওর অনুপস্থিতির সময়ে সুসানা তার গরুবাছুর স্ট্যামপিড করার নির্দেশ জারি করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, লিংকের বক্তব্য অনুযায়ী, আইভির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সিক্সটি সিক্সের অনুকূলে ক্রু-র সমর্থন আদায় করা। হ্যাঁ, সুসানা জানত

বইঘর.কম

কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এটা। কেন, সে-ই কি বহুবার ওকে বোঝায়নি একথা? তাই জিম ক্রু-র সাহায্য লাভের আশায় ওর অজ্ঞাতসারে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে সুসানা, তারপর এই চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় কথাটা গোপন করে গেছে। তারপর লিংক টমস, এই পরিকল্পনার সাথে সিক্সটি সিক্সের সবাই জড়িত একথা ধরে নিয়ে, সরল মনে আজ রাতে ওকে বলে ফেলেছে সেটা।

পুরো ঘটনার বাস্তব চিত্র এখন দেখতে পেয়ে লজ্জায় আধোবদন হল লেন। শুরু থেকেই কাজটা ছিল ভুল, তাই পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ওরা। আবর্জনার মোকাবেলা আবর্জনার মাধ্যমে করতে হবে, এরকম একটা হাস্যকর যুক্তি খাড়া করেছিল সে, অতি-আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে ভেবেছিল নিজের লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। যদিও গোড়াতেই এ-ব্যাপারে তার মনে সন্দেহ জেগেছিল একবার, এবং ক্রু নিজেও সংশয় প্রকাশ করেছিল। মুখে বলেনি বটে, কিন্তু শীলাও মানতে পারেনি এটা। এবার লেন দেখতে পায় কোথায় সে ভুল করেছে। এড বার্মাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার অভিযোগ বিল শেল যখন জোরগলায় অস্বীকার করেছিল, লেনের কিন্তু বিশ্বাস হয়নি সেটা। আসলে তখনই পিছিয়ে আসা উচিত ছিল ওর, কিন্তু তার পরিবর্তে গোটা ব্যাপারটাকে সে মর্মান্তিক এক পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। সুসানা, যে কিনা বিল পিবলস বা বেইলির মতই অস্থিরপ্রকৃতির, প্রতারণা করেছে তার সাথে এবং জিম ক্রু র মৃত্যুর কারণ হয়েছে। সুসানার প্রতি সহানুভূতিবশত নিজের সাধারণ বুদ্ধিকে মূল্য দেয়নি সে, আর তার সুযোগ নিয়ে মেয়েটা নির্লজ্জভাবে ব্যবহার

boighar.com

করেছে তাকে যেমনটা একবার করেছিল ওয়াল্ট শিপলিকেও।

এবার সুসানাকে সম্পূর্ণ নতুন এক মানদণ্ডে যাচাই করে লেন। ওকে চিনতে পেরে গভীর লজ্জা আর নিদারুণ ঘৃণায় তার অন্তর ছোট হয়ে আসে। বাইরের আপাতসুন্দর স্বভাবের পেছনে সুসানা অত্যন্ত শীতল এবং সুচতুর এক মেয়ে—ফ্র্যাংক আইভির মতই উচ্চাভিলাষী। আসলে ওরা দুজন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকদের ঘাড়ে পা রেখে ক্ষমতার চূড়ায় উঠেছে আইভি, তারপর লাগামহীন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কুক্ষিগত করে রেখেছে সেই ক্ষমতা। সুসানাও ঠিক এ-পদ্ধতিতে ক্ষমতাবান হতে চাইছে এবং, একবার তা হতে পারলে, সেও সমান স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। আর ও তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন হয়েছে ক্রু কালি আর বিল শেল।

এরপর লেন ভাবল সুসানার স্বভাবের এই দিকটা শীলা দেখতে পেয়েছে কিনা। পরক্ষণে সে বুঝল শীলার নজর এড়ায়নি এটা। কিন্তু কখনো সে বলবে না তাকে, যেমন বলবে না বিল শেল। বিলের নিজের দুর্বলতা আছে কিছু, তাই গোপনীয়তা বজায় রেখেছে সে। শীলা নীরব থেকেছে, কারণ ও জানে পুরুষকে তার মত করেই জানতে হয় এসব জিনিস। তাকে বোঝার মত প্রজ্ঞা ওই একটি মেয়েরই আছে। এখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে নামতে লেন উপলব্ধি করে কেন সে ফিরে যাচ্ছে শীলার কাছে। মরণপণ সংকল্প গ্রহণ করেছিল ও, শীলার কাছে স্বীকার করবে নিজের ব্যর্থতা, বলবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সে পারেনি জয়ী হতে। এবং ওর দৃঢ় বিশ্বাস শীলা

বইঘর.কম

ব্যাপারটা বুঝত। কিন্তু এখন লেন জানে শীলার কাছেই যাচ্ছে সে, তবে পরাজিত সৈনিকের বেশে নয়। হেরে যায়নি সে, এখনো নয়। লিংক টমস দাবার ছক উলটে দিয়েছে।

পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে সিগন্যালে প্রবেশ করল ও, দেখল স্পেশলের বাতিগুলো ছাড়া সারা শহর অন্ধকার। লিভারি স্ট্যাবলের লণ্ঠনের সলতে শেষ হয়ে এসছে প্রায়। শীলার বাড়ি আঁধারে ডুবে আছে। দুর্মর ইচ্ছে জাগল ওর শীলাকে একবার দেখে। কিন্তু সে জানে তা সম্ভব নয়। ঠিক এই মুহূর্ত থেকে একা লড়তে হবে তাকে।

এবার চারপাশে নজর বোলাল ও, জিম ক্রু-র অন্ধকারাচ্ছন্ন অফিসের ওপর দৃষ্টি পড়ল। চোখ কুঁচকে একটুক্ষণ দেখল ওটা, ঘোড়া হাঁটিয়ে জেল ভবনের পেছনে চলে গেল। সেখানে, ও নামল ঝোপ ঝাড়ের ভেতর, এবং পড়ে গেল। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল ওভাবে, লড়াই করল ঘুমের সাথে। এরপর, উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে, ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখল গাছের সাথে, খাবারের থলেটা তুলে নিয়ে ফুটপাতে এসে উঠল, শ্লথ পায়ে অফিস-কামরার দরজায় গেল।

ওর অনুমান ঠিক। তালা দেয়া নেই দরজায়। ভেতরে ঢুকে দরজায় হুড়কো তুলে দিল লেন, মেঝে অতিক্রম করে ওপাশের গানর‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা কারবাইন বার করে নামিয়ে রাখল মেঝেয়। তারপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। এবং প্রায় তক্ষুনি নিদ্রা নেমে এল তার দুচোখ জুড়ে, মাথার কাছে খাবার আর রাইফেল রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাস্তার অপর পাশের দালানকোঠায় প্রতিফলিত প্রথম বিকেলের

boiRboi.com

উজ্জ্বল রোদ জাগিয়ে দিল তাকে। একমুহূর্ত অনড় সে পড়ে থাকল, খালি মেঝেয় শোয়ার দরুন ঘাড় আর মুখে ব্যথা করছিল, ডলে দূর করল তা, তারপর উঠে বসল হাঁটু ভাঁজ করে। ওর কাঁধ আড়ষ্ট, বাম বাহু নাড়াতে পারছে না এখনো। উবু হয়ে দেয়ালের ধারে চলে গেল সে, জানালার নিচে বসে খানিকক্ষণের চেষ্টায় ঘুমের শেষ রেশটুকু তাড়াল। এরপর খাবারের থলের ওপর চোখ পড়ল তার, কাছে টেনে নিল ওটা, এক হাতে বহু কসরতের পর মুখটা খুলে ফেলল। ঠাণ্ডা মাংস আর কেকের ভাঙা একটা টুকরো ছিল ভেতরে, প্রচণ্ড খিদেয় তৃপ্তি সহকারে ওগুলোই খেয়ে নিল, আস্তে আস্তে নাড়িয়ে বাম বাহুতে সাড়া ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হল।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল ওর, কিন্তু তা পূরণের জন্যে ঘরে কিছু না-থাকায় বাতিল করে দিল চাহিদাটা। হামাগুড়ি দিয়ে আরেক প্রান্তে গেল সে, অন্য একটা জানালার পাশ দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল বাইরে, রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থিত স্পেশলের ওপর নজর বোলাল।

ছয়টা বেল হর্স, গায়ে ঘাম আর কাদা মাখামাখি, বাঁধা রয়েছে. টাই রেইলে। লেন অনুমান করে নিল গতরাতের ব্যর্থ অভিযান শেষে খাবার আর পানি সংগ্রহের জন্যে আইভি ফিরে এসেছে। আইভির ঘোড়াটা চেনার চেষ্টা করছিল ও, হঠাৎ তার দৃষ্টি কেড়ে নিল ধূসর রঙের একটি ঘোড়া। অনেক সময় নিয়ে ঘোড়াটা দেখল লেন, তারপর ওর চোয়ালের পেশি আর ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল।

ওই ঘোড়ার মালিক বিল শেল। যে-সত্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে এখানে

বইঘর.কম

ওটার উপস্থিতি তা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বিলকে মেরে ফেলেছে ওরা। ভাঙা বুকে এই কথাটা সে ভাবল অনেকক্ষণ ধরে, শূন্য দৃষ্টিতে রাস্তায় তাকিয়ে রইল। জীবন দিয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে বিল; লেনকে পালাবার সুযোগ করে দিতে আইভিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে দূরে এবং তা করতে গিয়ে ও মারা পড়েছে। এভাবেই নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে, লেন জানে। বেঁচে থাকতে, বিল ছিল আবেগপ্রবণ অনির্ভরযোগ্য এবং দুর্বলচেতা। আর মৃত্যুবরণের সময় স্থির অবিচল ও নিঃস্বার্থ একজন মানুষের সাহসে মহীয়ান। সত্যিকার অর্থে একজন বন্ধু ছিল সে।

আর একথা মনে হতেই, লেন নিমেষে সজাগ হয়ে উঠল আবার। ঋজু ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, পূর্ণ দৃষ্টিতে বাইরে তাকাল। রাস্তার ওপাশে স্পেশলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শীলা। বিকেলের রোদ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওর সোনালি চুলে, টুপির প্রান্ত ঘেঁষে বেরিয়ে-থাকা কুন্তলগুলো চিকচিক করছে। দৃশ্যটা ঘাই মারল ওর বুকে। নীল একটা জামা—তার দেয়া সেই সিল্কটা—পরেছে শীলা। এরচেয়ে সুন্দর দৃশ্য, লেনের মনে হল, জীবনে আর কখনো দেখেনি সে। তৃষিত চোখে ওকে দেখতে দেখতে লেন টের পেল তার হৃত মনোবল সে ফিরে পাচ্ছে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে শীলাও নজর বোলাচ্ছিল ঘোড়াগুলোর ওপর। হঠাৎ থমকে গেল সে, ছাইরঙা ঘোড়াটার দিকে চেয়ে থাকল। মাত্র এক মুহূর্ত লাগল ওর ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে, তারপর সে এগিয়ে চলল আবার। আর লেন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে

boiabar.com

মাথা নাড়াল আপন মনে।

এবার দুজন লোক বেরিয়ে এল স্পেশল থেকে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবল কী যেন, তারপর একজন আবার ফিরে গেল স্যালুনে। আরো তিনজন লোক বাইরে এল, এবং ওদের মাঝে কালো পোশাক পরনে শালপ্রাংশু অবয়বের ফ্র্যাংক আইভিকে আবিষ্কার করল লেন। আইভিকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে একটুক্ষণ শলাপরামর্শ করল ওরা, লেন দেখল নির্দেশ দিতে গিয়ে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করছে বেল মালিক। তারপর দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল লোকগুলো। চকিতে খাপ থেকে পিস্তল বার করে নিল লেন, তাকাল অস্ত্রটার দিকে।

দরজা অভিমুখে পা বাড়াল ও, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আবার, ঝট করে থেমে গেল। লোক চারজন ওদের ঘোড়ার বাঁধন খুলছে, কিন্তু আইভি যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে কিছু বলল সে, তারপর স্যাডলে চাপল রাইডাররা, ক্লান্ত ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তার দিকে।

লেন দেখল বনডুর‍্যান্টের দোকান থেকে এখন বেরিয়ে এসেছে শীলা, বাসায় ফিরে যাচ্ছে। আইভিকে পাশ কাটাবার সময় ওর দিকে তাকাল না সে, আর আইভি পেছন থেকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জরিপ করল ওকে, তারপর ঘুরে রাস্তার উজানে হোটেল অভিমুখে এগোল, ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে। সাইড স্ট্রিট অতিক্রম করল সে, লেন দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল। বেল হ্যাণ্ডরা পেরিয়ে গেছে হোটেল, ফ্র্যাংক হোটেলের বারান্দায় উঠে ভেতরে ঢুকে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল লেন, ধৈর্যের সুতোয় টান পড়েছে। এখন গোলাগুলি হলে আওয়াজ পেয়ে বেল কর্মচারিরা ফিরে আসবে শহরে। কিন্তু সে আইভিকে একা বাগে পেতে চাইছে। অপেক্ষা করতে থাকে ও, হোটেলের ওপর নজর রেখে, নিশ্বাসের সাথে রাস্তার ধুলো আর অনতিদূরের কটনউড ঝোপ-সংলগ্ন ওঅটর ট্রাফের আশপাশে পড়ে-থাকা ঘোড়ার নাদির উৎকট গন্ধ নিতে নিতে।

কয়েক মিনিট পর আইভি যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল তখনো ঠায় দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল লেন। আশপাশে নজর বোলাল আইভি, রাস্তা পার হবার সময় যা করে লোকে। তারপর ওর দৃষ্টি শেরিফের অফিস স্পর্শ করল। ফুটপাত থেকে নেমে পড়ল সে, এগিয়ে আসতে লাগল সোজা, দৃষ্টি এখনো শেরিফের অফিসের ওপর, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ক্রস স্ট্রিটের মাঝখানে।

লেন বুঝল আইভি দেখতে পেয়েছে তাকে এবং চিনেছে। বাইরের ফুটপাতের ওপর পা রাখল সে, হিচ রেইলের নিচ দিয়ে গলে মাঝরাস্তার দিকে এগোল।

কোনরকম কথাবার্তা বা অপেক্ষার মধ্যে গেল না ফ্র্যাংক আইভি। সরাসরি এগিয়ে এল ওর পানে, হাতের ঝটকায় কোটের ঝুল ঠেলে দিল পেছনে, পিস্তল বার করে আনল। তারপর সম্ভবত এক চরম অসহিষ্ণুতা পাগল করে তুলল ওকে, ছুটতে শুরু করল সে লেনের উদ্দেশে, যে তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দৌড়ের ওপরেই পিস্তল তুলল আইভি, গুলি করল। আর ঠিক

boighar.com

তখুনি বোধহয় সে উপলব্ধি করল এরকম করার কোন অর্থ হয় না। ফ্রাংক থমকে গেল। এবার পিস্তল বেরিয়ে এল লেনের হাতে, স্থির হল এবং গর্জে উঠল। ধপ করে, আচমকা বসে পড়ল আইভি, নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠেছে চেহারায়। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উঁচুতে পিস্তল নিশানা করল সে, বাম হাতের থাবড়ায় নিচে নামাল মাযলটা, গুলি করল আবার। লেনের পায়ের কাছে ধুলো উড়ল কিছু।

এরপরও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল লেন, উদ্যত পিস্তল হাতে। তারপর যখন দেখল তৃতীয়বারের মত উঁচু হচ্ছে আইভির পিস্তল, নিশানা স্থির করল সে, দ্রুত গতিতে এবং নির্দয়ভাবে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগোল সামনে। আইভি চিত হয়ে পড়ে গেল রাস্তার ধুলোয়।

এবার থামল লেন। কাত হল আইভি, উঠে বসল হাঁটুর ভরে, প্রাণপণ শক্তিতে পা সোজা করে ঘুরে দাঁড়াল। এখন রক্ত গড়াচ্ছে কশ বেয়ে, কালো চোখ দুটিতে মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আবার উঁচু হতে শুরু করল ওর পিস্তল।

চোখ কুঁচকে ব্যাপারটা লক্ষ করে লেন, পিস্তলটা উঠে এসেছে আইভির কোমরের কাছে, কিন্তু ব্যারেল কাত হয়ে রয়েছে নিচের দিকে। এবার আইভির মুখের দিকে তাকাল লেন। বুকের ওপর মাথা ঝুলে পড়েছে, ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল সে। টুপিখানা গড়িয়ে চলে গেল রাস্তার মাঝখানে, ধীরে ধীরে ওটার গায়ে ধুলো জমতে লাগল।

আইভির কাছে গেল লেন, অনড় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তাকে।

এরপর সে টের পেল চারধার থেকে লোকজন ছুটে আসতে শুরু করেছে। বাহুতে বলিষ্ঠ একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল লেন, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সুসানা দাঁড়িয়ে পাশে, ওর আস্তিনে মুখ গুঁজে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে।

মার্টিন বনডুর‍্যান্ট টেনে পাশ ফেরাল ফ্র্যাংককে, উপুড় করে দিল আবার। লেনের উদ্দেশে তাকাল দোকানি, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে একটা কাঁধ উঁচু-নিচু করল। লোকটাকে হাসতে দেখে বিজাতীয় এক অনুভূতি হল লেনের, তারপর ও সুসানাকে বলতে শুনল, 'ওহ, লেন, থ্যাংক গড!' তারপর একই রকম নাটুকে গলায় যোগ করল সে, 'তুমি চোট পেয়েছ আবার।' ওর বাহু ধরে আলতো টান দিল সুসানা।

এবার, নীরবে, ওর পাশাপাশি হল লেন, এবং সোজা হোটেলে চলে এল ওরা, লবি অতিক্রম করে দোতলায় উঠে সুসানার ঘরে গেল। সুসানাই ভেতরে ঢুকল আগে, লেনকে ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসাতে চাইল। আর ঠিক তখুনি মুখ খুলল লেন।

'আমি ঠিক আছি, সুসানা।'

তখনো কাঁপছিল সুসানা, সরে গেল একটু তফাতে, কপালে হাত রাখল। 'আ···আমি কাঁপুনি বন্ধ করতে পারছি না,' বলল সে।

হাতের পিস্তলটার দিকে একবার তাকাল লেন, কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল ওটা, শান্ত কণ্ঠে বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে, সুসানা। যা চেয়েছিলে তা তুমি পেয়েছ।'

ওর কণ্ঠস্বরে কিছু একটা ছিল, একধরনের বিরাগ, যা লক্ষ করে

boighar.com

ঘুরে দাঁড়াল সুসানা, এবং ভয়ংকর রকমের নীরব একটি মুহূর্ত পরস্পরকে জরিপ করল ওরা, তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুসানা বলল, 'অ, তুমি তাহলে জান?'

মাথা ঝাঁকাল লেন, ঘুরে পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। ছুটে এসে ওর পথ রোধ করল সুসানা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাঁড়াও, লেন। বিচার করার আগে আমার কথাটা শোন একবার।'

থামল লেন, দেখল শক্ত হয়ে গেছে সুসানার পিঠ, চোখে মরিয়া একটা ভাব জেগে উঠেছে।

'যদি বলি আমি অনুতপ্ত, খুবই অনুতপ্ত তাহলেও কি ক্ষমা করতে পারবে না আমাকে?'

'ক্ষমা?' অস্ফুটে প্রতিধ্বনি করল লেন।

'আহ্, একটু বোঝার চেষ্টা কর!' অধৈর্য হল সুসানা। 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমরা কী জয় করেছি? যেভাবে বাঁচতে চাই তার পথ তার সুখ তার স্বাধীনতা!'

'আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন, সুসানা?'

'সিক্সটি সিক্স সে তোমারও হবে! আমরা পার্টনার। আদালতে গেলেই আমাদের সবকিছু ফেরত পেয়ে যাব আমরা। বাবা বাধা দেবেন না। আমরা বিরাট এক সাম্রাজ্য জয় করেছি। এটাই কি এখন সবচেয়ে বড় কথা না?'

'এগুলোর সবই তোমাকে একা ভোগ করতে হবে, সুসানা,' লেন শান্তভাবে বলে।

'কিন্তু আমি যে ভোগ করতে চাই না একা!' সুসানা প্রতিবাদ করল মরিয়াভাবে। ওর চোখ উজ্জ্বল, মিনতিভরা, বিনম্র। লেন

টের পায় ভেতরে ভেতরে সে রেগে উঠছে।

'আচ্ছা, তাহলে তুমি শুধু নিজের জন্যে এগুলো চাও না, সুসানা,' মন্তব্য করল ও। 'ঠিক আছে, হয়ে গেল মীমাংসা। তুমি কেবল নিজের জন্যে চাও না।'

দরজার দিকে এগোল সে, সুসানা পথ ছেড়ে দিল, লেন দরজা খুলল। 'বিদায়, সুসানা। গুড লাক।'

এখন আবার স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে সুসানার চেহারায়, কঠিন সুন্দর এবং আবেদন-জাগান। তবে কথা বলার সময়ে কণ্ঠ অবিচল থাকলেও ওর চোখে পরাজয়ের অন্ধকার দেখা দিল। ও বলল, 'জান, আমি সবকিছুতেই জিতি না। বিদায়, লেন।'

করিডরে পা রাখল লেন, নেমে এল নিচে, রাস্তায় বেরিয়ে এর ভাটিতে এগোল। এখনো রাস্তায় পড়ে আছে আইভি, ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে তার চারপাশে। ভিড় থেকে আলাদা হল বনডুর‍্যান্ট, লেনের কাছে এল। 'আজ রাতে আমরা কয়েকজন বেল র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি। আশা করি শিগগিরই ওই লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল লেন, স্পেশলের পাশ দিয়ে এগোল সামনে, তারপর যখন পৌঁছাল শীলার বাসায়, ভেতরে ঢুকে গেল। বেল বাজাল না সে, স্রেফ গটগট করে ঢুকে পড়ল।

দেয়ালের ধারে একটা চেয়ারে বসে ছিল ও, এখন লেনকে দেখে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। হতাশা আর বেদনা এখনো আচ্ছন্ন করে আছে তার মুখ, তবে ওর অহংকার ওকে ভেঙে পড়তে দেয়নি।

boighar.com

দরজা বন্ধ করল লেন, তৃষিত দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটি মুহূর্ত চেয়ে রইল ওর পানে। তারপর ঈষৎ ভাবান্তর হল চেহারায় এবং ও বলল, 'তোমার জামাটা অপূর্ব, শীলা।'

শীলা চোখ নামিয়ে তাকাল ওর স্কার্টের দিকে, মুখ সংশয়ে আড়ষ্ট। শেষমেষ একসময় ও বলে, 'তাই?'

'বিয়ের পোশাক হিসেবে চলবে না এটা?' প্রশ্ন করে লেন।

চকিতে ওর দিকে তাকাল শীলা, তারপর আলো ফিরে এল তার মুখ আর ডাগর কালো চোখ দুটিতে, আর লেন হাত প্রসারিত করল সামনে। শীলা মিশে গেল ওর বুকের সাথে, একে অপরের দেহের উষ্ণতা ওরা নিঃশেষে উপভোগ করতে লাগল।

www.boighar.com

বইঘর.কম